উত্তরবঙ্গের আত্মার আত্মীয়

উত্তরবঙ্গ সংবাদ

MLD

সেনসেক্স : ৮৪,০৫৮.৯০ (+৩০৩.০৩)

নিফটি : ২৫,৬৩৭.৮০ (+৮৮.৮০)

ভারতের সঙ্গেও বড় চুক্তি

চিনের সঙ্গে বাণিজ্য চুক্তি সেরে ফেলেছে আমেরিকা। এবার ভারতের সঙ্গে খুব বড় ধরনের বাণিজ্য চুক্তি করতে চলেছেন তাঁরা। বৃহস্পতিবার একথা জানিয়েছেন প্রেসিডেন্ট ডোনাল্ড ট্রাম্প। » ৭

বানভাসি হিমাচলে

হিমাচলপ্রদেশের কুলু ও কাংড়া, ধর্মশালা সহ বেশ কয়েকটি জেলায় টানা বৃষ্টি, মেঘভাঙা বৃষ্টি এবং হঠাৎ বন্যায় ভয়াবহ পরিস্থিতি তৈরি হয়েছে। চলতি দুর্যোগে এখনও পর্যন্ত মৃত্যু হয়েছে ৭ জনের। » ৭

আজকের সম্ভাব্য তাপমাত্রা

	মালদা	রায়গঞ্জ	বালুরঘাট	শিলিগুড়ি
সর্বোচ্চ	৩৪°	৩৪°	৩৩°	৩৪°
সর্বনিম্ন	২৭°	২৭°	২৭°	২৫°

কালীগঞ্জে এনআইএ চান সুকান্ত

কালীগঞ্জে নাবালিকা খুনের ঘটনায় এনআইএ তদন্ত হওয়া উচিত বলে মনে করেন বিজেপি রাজ্য সভাপতি সুকান্ত মজুমদার। » ৫

১৩ আষাঢ় ১৪৩২ শনিবার ৫.০০ টাকা 28 June 2025 Saturday 14 Pages Rs. 5.00 ইন্টারনেটে সংস্করণ www.uttarbangasambad.in Vol No. 46 Issue No. 41

কেরলে ভাঙল বহুতল

মৃত মালদার ৩ শ্রমিক

এম আনওয়ারউল হক

বৈষ্ণবনগর, ২৭ জুন : শোকস্তব্ধ মালদার বৈষ্ণবনগর। কোরবানির ইদের পরই কাজের সন্ধানে কয়েকজন পরিযায়ী শ্রমিক কেরলের পথে রওনা হয়েছিলেন। শুক্রবার সকাল ৬টা নাগাদ সেখানকার কোডাকরায় এক মর্মান্তিক দুর্ঘটনায় মালদার তিন পরিযায়ী শ্রমিক

মর্মান্তিক

- শুক্রবার সকালে কেরলের কোডাকরায় এক মর্মান্তিক দুর্ঘটনায় মালদার তিন পরিযায়ী শ্রমিক প্রাণ হারান
- একটি পুরোনো বহুতল ভবন আচমকাই ধসে পড়ে, পরিযায়ী শ্রমিকরা ওই ভবনে ভাড়া থাকতেন
- দুর্ঘটনার সময় ভবনে প্রায় ১২ জন শ্রমিক ঘুমিয়ে ছিলেন, ধ্বংসস্তূপে চাপা পড়ে ঘটনাস্থলেই মৃত ৩
- মৃতদেহ দ্রুত ফিরিয়ে আনার পাশাপাশি রাজ্য সরকারকে ক্ষতিপূরণের ব্যবস্থা করতে হবে বলে দাবি

প্রাণ হারান। নিহতরা হলেন পার দেওনাপুর-শোভাপুর গ্রাম পঞ্চায়েতের জয়েদ হাজিপাড়ার রবিউল শেখ (১৯), রবিউল ইসলাম (২১) ও কুম্ভিরা গ্রাম পঞ্চায়েতের গোদনটোলার আলিম শেখ (৩০)। এদিন সকালে কোডাকরার একটি পুরোনো বহুতল ভবন আচমকাই ধসে পড়ে। পরিযায়ী শ্রমিকরা ওই ভবনে দীর্ঘদিন ধরে ভাড়া থাকতেন। দুর্ঘটনার সময় ভবনের ভিতরে প্রায় ১২ জন শ্রমিক ঘুমিয়ে ছিলেন। ধ্বংসস্তূপের নীচে চাপা পড়ে ঘটনাস্থলেই তিনজনের মৃত্যু হয়। দমকল ও পুলিশ যৌথভাবে উদ্ধার অভিযান চালায়। ধ্বংসস্তূপ থেকে তিনজনের মৃতদেহ উদ্ধার করা হয়েছে বলে ত্রিশূর জেলার কালেক্টর অর্জুন পান্ডিয়ান জানিয়েছেন।

পার দেওনাপুরের জয়েদ হাজিপাড়ায় গিয়ে দেখা যায়, রবিউলের মায়ের কান্না থামছেই না। বাবা ফিরোজ আলি বারবার বলছিলেন, 'ছেলেটা তো বলেছিল, কয়েকদিন কাজ করে ফিরে আসবে। কে জানত এমনটা হবে!' প্রতিবেশীরা জানান, পরিবারের আর্থিক অবস্থা ভালো ছিল না। আরেক রবিউলের বাবা আবদুল মান্নান শেখ বলছিলেন, 'গরিব হওয়াটাই আমাদের একমাত্র অপরাধ।' বলতে বলতেই তিনি জ্ঞান হারিয়ে ফেলেন। আত্মীয়রা তাঁকে ধরে ফেলে কোনওমতে সরিয়ে নিয়ে যান। কুম্ভিরার গোদনটোলায় আলিম শেখের বাড়িতে ভিড় জমেছিল। তাঁর স্ত্রী হুসনে আরা বারবার কান্না চেপে বলে চলেছিলেন, 'স্বামী আমাদের ফেলে রেখে চলে গেলেন। এখন আমাদের কী হবে?'

কেরলের কোডাকরা থেকে ফোনে কালিয়াচক ৩ নম্বর ব্লকের মুর্শেদ আলি বললেন, 'বাড়িটি বহু পুরোনো ও জরাজীর্ণ ছিল। বারবার সংস্কারের আবেদন জানানো হলেও কোনও গুরুত্ব দেওয়া হয়নি। সেই অবহেলাই তিনটি তাজা প্রাণ কেড়ে নিল।' স্থানীয় সমাজসেবী আলিম শেখের বক্তব্য, 'কাজের খোঁজে বাইরে গিয়ে এভাবে মৃত্যু কোনওমতেই মেনে নেওয়া যায় না।'

ওই তরুণদের মৃতদেহ দ্রুত ফিরিয়ে আনতে রাজ্য সরকারকে ব্যবস্থা নিতে হবে। পাশাপাশি ক্ষতিপূরণের ব্যবস্থা করতে হবে বলে স্থানীয়রা দাবি জানিয়েছেন। পরিযায়ী শ্রমিকদের আবাসনে নজরদারি আরও বৃদ্ধির দাবি জোরালো হয়েছে।

রথযাত্রা লোকারণ্য মহাধুমধাম...

জগন্নাথকে দোল খাইয়ে রথযাত্রার সূচনা দিঘায় (উপরে)। বালুরঘাটের বোয়ালদারে জগন্নাথ দর্শনে উপচে পড়া ভিড়। শুক্রবার। ছবি : পিটিআই ও মাজিদুর সরদার

কলেজেই গণধর্ষণ

রিমি শীল

কলকাতা, ২৭ জুন : শিক্ষাঙ্গনে গণধর্ষণ। তাও খাস কলকাতা শহরে। শিউরে ওঠার মতো ঘটনার বিবরণ। শহরের ব্যস্ত এলাকা কসবায় সাউথ ক্যালকাটা ল' কলেজে গণধর্ষণের শিকার এক ছাত্রী। কলেজের ইউনিয়ন রুমে আটকে তাঁর ওপর অত্যাচার চলে। অসুস্থ হয়ে যাওয়া সত্ত্বেও রেহাই দেওয়া হয়নি তাঁকে। কলেজের নিরাপত্তারক্ষীর কাছেও সাহায্য চেয়ে পাননি ওই নিগৃহীতা।

আরজি কর মেডিকেল কলেজে চিকিৎসককে ধর্ষণ-খুনের পুনরাবৃত্তি যেন। ল' কলেজের ঘটনায় অভিযুক্ত তিনজনই আবার তৃণমূল কর্মী বলে পরিচিত। মূল অভিযুক্ত মনোজিৎ মিশ্র তৃণমূল ছাত্র পরিষদের ওই কলেজের ইউনিট সভাপতি। নির্যাতিতার অভিযোগের ভিত্তিতে পুলিশ অবশ্য দ্রুত তিনজনকেই গ্রেপ্তার করেছে। আদালত তাঁদের চারদিনের পুলিশ হেপাজতে পাঠিয়েছে।

গ্রেপ্তার ৩

- কসবায় সাউথ ক্যালকাটা ল'কলেজে ছাত্রীকে গণধর্ষণ
- অসুস্থ হয়ে যাওয়া সত্ত্বেও তাঁকে রেহাই দেওয়া হয়নি
- অভিযুক্ত ৩ জনই তৃণমূল কর্মী বলে পরিচিত
- মূল অভিযুক্ত মনোজিৎ মিশ্র টিএমসিপি'র ইউনিট সভাপতি

মূল অভিযুক্ত মনোজিৎ আবার ওই কলেজের শিক্ষাকর্মী হিসেবে এখন কর্মরত। কলেজ পরিচালন কমিটির সুপারিশে তিনি ওই চাকরি পেয়েছিলেন। বাকি দুই অভিযুক্ত প্রমিত মুখোপাধ্যায় ও জইব আহমেদ ওই কলেজের পড়ুয়া ও সক্রিয় তৃণমূল কর্মী। খাস কলকাতায় আবার এরকম ঘটনায় উত্তেজনার পারদ চড়েছে। শুরু হয়েছে রাজনৈতিক তৎপরতাও। বিজেপি, বাম, কংগ্রেস, ডিএসও আলাদা আলাদাভাবে কলেজ ও কসবার থানার সামনে বিক্ষোভ দেখায়।

স্বতঃপ্রণোদিত হয়ে ইতিমধ্যে জাতীয় মহিলা কমিশন এব্যাপারে তিনদিনের মধ্যে পুলিশ কমিশনারের কাছে রিপোর্ট তলব করেছে। এই ঘটনা ফের বিড়ম্বনা বাড়িয়েছে তৃণমূলের। ঘটনার পরই তড়িঘড়ি দিঘা থেকে কলকাতায় ফেরার সিদ্ধান্ত নিয়েছেন মুখ্যমন্ত্রী মমতা বন্দ্যোপাধ্যায়।

এরপর বারোর পাতায়

সাদা চোখে সাদা কথায়

প্রসাদ প্রকল্প বনাম খুঁত খোঁজার প্যাঁচপয়জার

গৌতম সরকার

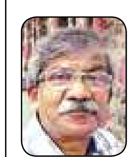

প-এ প্রশাসন। প-এ প্রসাদ। বাংলায় রাজনীতির বর্ণমালায় প-এর দুই প্রকারভেদ। যদিও ভেদ ভেঙে শব্দ দুটি এখন মিলেমিশে একাকার। আপাতত প্রসাদ তৈরি আর প্রসাদ বিলিতে যুক্ত প্রশাসন। দুয়ারে র‍্যাশনে চাল-গমের সঙ্গে প্রসাদ। চাল-গমে দাম দিতে হয়। প্রসাদ এক্কেবারে ফ্রি। ভরতুকি দেওয়া সরকারি প্রকল্প যে। দলদাস প্রশাসন, দলদাস পুলিশ ইত্যাদি শব্দবন্ধ বহু ব্যবহারে ক্লিশে হয়ে গিয়েছে। অভিধানে নতুন শব্দ যোগ করা যায়- ধর্মসেবক প্রশাসন, ধর্মসেবী সরকার।

বিডিও, পুরসভার চেয়ারম্যান না হয় প্রশাসনের অংশ। শুধু তৃণমূল নেতার পরিচয়ে যাঁরা বাড়ি বাড়ি প্রসাদ বিলোচ্ছেন, তাঁরা কোন প্রশাসন? এক অদ্ভুত মিলিজুলি বকচ্ছপ অবতার যেন। কোনটা প্রশাসন আর কোনটা শাসকদল- ফারাকটা গুলিয়ে গিয়েছে। থুড়ি, গুলিয়ে গিয়েছে নয়, গুলিয়ে দেওয়া হয়েছে। শাসকদলের সকলে শুধু সংগঠনের নেতা হয়ে থাকলে খুশি হন না। প্রশাসনে ছড়ি ঘোরাতে না পারলে যে মান-ইজ্জত থাকে না।

এরপর বারোর পাতায়

এডিশন স্পেশাল

স্মৃতি উসকাচ্ছে আরজি করের

» পাঁচের পাতায়

নতুন চুক্তি রোনাল্ডোর

» তেরোর পাতায়

১১ ঘণ্টা দেরিতে চলল ফরাক্কা এক্সপ্রেস

রূপক সরকার

বালুরঘাট, ২৭ জুন : নির্দিষ্ট সময়ের প্রায় ১১ ঘণ্টা পরে ছাড়ল বালুরঘাট-ভাতিন্দা ফরাক্কা এক্সপ্রেস। বৃহস্পতিবার বিকেল পাঁচটায় ট্রেন ছাড়ার কথা ছিল। শুক্রবার ভোর ৪টের দিকে ট্রেনটি বালুরঘাট স্টেশন থেকে ছাড়ে। দীর্ঘ সময় পর ট্রেন ছাড়ায় যাত্রীরা চরম দুর্ভোগে পড়েন। যা নিয়ে ক্ষোভ ছড়ায় যাত্রীদের মধ্যে। শুধুমাত্র বৃহস্পতিবার নয়, অভিযোগ মাঝেমধ্যেই ওই ট্রেনটি দেরিতে চলাচল করে। রেলের দাবি, ট্রেনের ৫টি কোচ বিকল হওয়ার কারণে ওই সমস্যা হয়েছিল। কাটিহার থেকে নতুন কোচ এনে তারপর ট্রেনটি চালানো হয়। কাটিহার ডিভিশনের রেলের এক আধিকারিক বলেন, 'ট্রেনের পাঁচটি কোচে সমস্যা হয়েছিল। কাটিহার থেকে নতুন কোচ এনে তারপর ট্রেন ছাড়া হয়।'

গত লোকসভা নির্বাচনের দিনক্ষণ ঘোষণার দিনই ভাতিন্দা এক্সপ্রেস ট্রেনটি বালুরঘাট স্টেশন থেকে ছাড়বে সেই নির্দেশিকা জারি করেছিল রেল। ঘোষণার প্রায় এক মাসের মধ্যেই ট্রেনটি বালুরঘাট থেকে চলাচল শুরু করে। বালুরঘাট-ভাতিন্দা ফরাক্কা এক্সপ্রেস ট্রেনটি সপ্তাহে সাতদিন চলার কথা ঘোষণা করা হয়। বর্তমানে ওই ট্রেনটি দুটি নম্বরে সাতদিন চলাচল করছে। ১৩৪৮৩ নম্বরের ট্রেনটি সপ্তাহে চারদিন (মঙ্গলবার, বুধবার, শুক্রবার ও রবিবার) অযোধ্যা ক্যান্টনমেন্ট হয়ে চলাচল করে। ১৫৭৩৩ নম্বর ট্রেনটি সপ্তাহে তিনদিন (সোমবার, বৃহস্পতিবার ও শনিবার) সুলতানপুর হয়ে চলাচল করে। ট্রেনটি বালুরঘাট রেলস্টেশন থেকে বিকেল ৫টায় ছাড়ার সময়সূচি রয়েছে। আবার সকাল ৯টা ১৫ মিনিটে বালুরঘাট স্টেশনে আসার সময় রয়েছে।

প্রতিদিনের মতো বৃহস্পতিবার বিকেল ৫টার সময় ট্রেনটি ছাড়ার কথা থাকলেও সেটি শুক্রবার ভোর ৫টার দিকে ছেড়েছে। নির্দিষ্ট সময় থেকে প্রায় ১১ ঘণ্টা পর ট্রেনটি ছেড়েছে। ওই ট্রেন নিয়ে বিস্তর অভিযোগ রয়েছে। মাঝেমধ্যে নির্দিষ্ট সময় থেকে অনেকটা দেরিতে বালুরঘাট স্টেশন থেকে ট্রেন ছাড়ে বলে অভিযোগ। তবে এতদিন ৮-৯ ঘণ্টা সর্বোচ্চ দেরিতে ছেড়েছিল ট্রেনটি। সেই রেকর্ড ভেঙে এবার প্রায় ১১ ঘণ্টা পর বালুরঘাট স্টেশন থেকে ট্রেন ছাড়ে।

এরপর বারোর পাতায়

প্রতিবাদে নবান্ন অভিযানের ডাক

ডিএ মেটাতে আরও ৬ মাস চায় রাজ্য

নবনীতা মণ্ডল ও দীপ্তিমান মুখোপাধ্যায়

নয়াদিল্লি ও কলকাতা, ২৭ জুন : প্রত্যাশায় জল। আপাতত মহার্ঘ ভাতার (ডিএ) বকেয়া মিলবে না বাংলার সরকারি কর্মচারীদের। কোষাগারে অর্থের অভাবের যুক্তি দেখিয়ে ডিএ দেওয়ার জন্য সুপ্রিম কোর্টের কাছে আরও ৬ মাস সময় চেয়ে শুক্রবার আবেদন করেছিল রাজ্য সরকার। শীর্ষ আদালত অবশ্য তাৎক্ষণিক আবেদনটি গ্রহণ করেনি। তবে জানিয়ে দিয়েছে, অবকাশকালীন বেঞ্চ সোমবার এব্যাপারে সিদ্ধান্ত নেবে।

গত ১৬ মে সুপ্রিম কোর্ট ৬ সপ্তাহের মধ্যে ডিএ'র ২৫ শতাংশ বকেয়া মিটিয়ে দিতে রাজ্য সরকারকে নির্দেশ দিয়েছিল। বৃহস্পতিবার সেই সময়কাল শেষ হওয়ার পরেও রাজ্য সরকার ওই বকেয়া দেওয়ার ঘোষণা করেনি। উলটে শুক্রবার আরও সময় চেয়ে আবেদন করেছে সর্বোচ্চ আদালতে। রাজ্যের অর্থ প্রতিমন্ত্রী চন্দ্রিমা ভট্টাচার্য অবশ্য এ নিয়ে মন্তব্য করতে চাননি।

তাঁর বক্তব্য, 'এ নিয়ে যা বলার মুখ্যমন্ত্রী মমতা বন্দ্যোপাধ্যায় বলবেন। বকেয়া মহার্ঘ ভাতা নিয়ে আমি কোনও উত্তর দেব না।' রাজ্য সরকারের এই মনোভাবে ফের হতাশা নেমেছে রাজ্যের প্রায় ১০

সুপ্রিম দুয়ারে

- ডিএ'র ২৫ শতাংশ বকেয়া মিটিয়ে দিতে রাজ্য সরকারকে নির্দেশ দিয়েছিল সুপ্রিম কোর্ট
- ২৭ জুন সেই সময়সীমা পেরিয়ে গিয়েছে
- শুক্রবার আরও ৬ মাস সময় চেয়ে সুপ্রিম কোর্টে আবেদন করেছে রাজ্য সরকার
- ক্ষুব্ধ ডিএ আদায়ে আন্দোলনরত সংগ্রামী যৌথ মঞ্চ সোমবার নবান্ন অভিযানের ডাক দিয়েছে

লক্ষ ডিএ প্রাপকদের মনে। এঁদের মধ্যে যেমন সরকারি কর্মচারী ও শিক্ষকরা আছেন, তেমনই আছেন সরকারি সাহায্যপ্রাপ্ত প্রতিষ্ঠান, পুরসভা, পঞ্চায়েত, বিভিন্ন নিগমের কর্মী ও পেনশন প্রাপকরা। তাঁদের আশা আপাতত অপূর্ণই থাকল সুপ্রিম কোর্টের স্পষ্ট নির্দেশ সত্ত্বেও।

ক্ষুব্ধ ডিএ আদায়ে আন্দোলনরত সংগ্রামী যৌথ মঞ্চ সোমবার নবান্ন অভিযানের ডাক দিয়েছে। সরকারের অর্থাভাবের যুক্তি প্রসঙ্গে মঞ্চের আহ্বায়ক ভাস্কর ঘোষ বলেন, 'দুরাত্মার ছলের অভাব হয় না। তবে আমরাও তৈরি আছি। কর্মচারীদের অধিকার হরণ করে সরকারকে কাটমানি শিল্প চালিয়ে যেতে দেব না।' মঞ্চের পক্ষ থেকে রাজ্য সরকারকে আদালত অবমাননার নোটিশ পাঠানোর পরিকল্পনাও করা হচ্ছে।

ডিএ নিয়ে সুপ্রিম কোর্টকে রায় পুনর্বিবেচনার আর্জিও জানিয়েছে নবান্ন। ওই প্রসঙ্গে মামলাকারীদের আইনজীবী ফিরদৌস শামিমের বক্তব্য, 'রায় পুনর্বিবেচনার আর্জি জানালেই গৃহীত হবে, এমন কথা নেই। সময় পেরিয়ে যাওয়ায় আদালত অবমাননার নোটিশ পাঠিয়েছি অর্থসচিব ও মুখ্যসচিবকে। ডিএ দিতেই হবে।' এরপর বারোর পাতায়

পূর্ব রেলওয়ে

ই-অকশন বিজ্ঞপ্তি

সিনিয়র ডিভিসনাল কমার্শিয়াল ম্যানেজার, পূর্ব রেলওয়ে, মালদা, অফিস বিল্ডিং, পোস্ট-ঝলঝলিয়া, জেলাঃ মালদা, পিন-৭৩২১০২ (পশ্চিমবঙ্গ) (অকশন কন্ডাক্টিং অফিসার) মালদা ডিভিসনের বিভিন্ন রেলওয়ে স্টেশনে **অটোমেটেড টেলার মেশিন (এটিএম)**-এর চুক্তি সম্পাদনের জন্য **www.ireps.gov.in** -এ ই-অকশন ক্যাটালগ আহ্বান করছেন। **অকশন ক্যাটালগ নংঃ এটিএম-২০২৫-০৭। অকশন শুরুর তারিখঃ** ১০.০৭.২০২৫ সকাল ১১.৪৫ মিনিট। মালদা ডিভিসনে অটোমেটেড টেলার মেশিন (এটিএম)-এর জন্য ই-অকশন। ক্র.নং.; এসইকিউনং.; লটনং/ক্যাটিগরি ও স্টেশন নিম্নরূপঃ ১; এএ/১; **এটিএম-এমএলডিটি-বিইউপি-জিইএন-৩৫-২৫-২** ও বরিয়ারপুর। ২; এএ/২; **এটিএম-এমএলডিটি-এসবিও-জিইএন-৪০-২৫-২** ও সবোর। ৩; এএ/৩; **এটিএম-এমএলডিটি-আরজেএল-জিইএন-৩১-২৫-২** ও রাজমহল। ৪; এএ/৪; **এটিএম-এমএলডিটি-এমজেডসি-জিইএন-৩৯-২৫-২** ও মির্জাচৌকি। ৫; এএ/৫; **এটিএম-এমএলডিটি-জিজিএ-জিইএন-২৮-২৫-২** ও ঘোঘা। ৬; এএ/৬; **এটিএম-এমএলডিটি-এসবিজি-জিইএন-৪৪-২৫-৪** ও সাহিবগঞ্জ। ৭; এএ/৭; **এটিএম-এমএলডিটি-এসজিআরপি-জিইএন-৪১-২৪-১** ও শিবনারায়ণপুর। ৮; এএ/৮; **এটিএম-এমএলডিটি-এএইচএ-জিইএন-৩৩-২৫-২** ও অভয়পুর। ৯; এএ/৯; **এটিএম-এমএলডিটি-টিপিএইচ-জিইএন-৪২-২৫-২** ও তিনপাহাড়। ১০; এএ/১০; **এটিএম-এমএলডিটি-জেআরএলই-জিইএন-৩৮-২৫-২** ও জঙ্গিপুর রোড। ১১; এএ/১১; **এটিএম-এমএলডিটি-পিপিটি-জিইএন-৪৩-২৫-২** ও পীরপৈঁতি। ১২; এএ/১২; **এটিএম-এমএলডিটি-বিএকেএ-জিইএন-২৫-২৫-২** ও বাঁকা। ১৩; এএ/১৩; **এটিএম-এমএলডিটি-এমজিআর-জিইএন-২৯-২৫-২** ও মুঙ্গের। ১৪; এএ/১৪; **এটিএম-এমএলডিটি-জিওডিএ-জিইএন-৩৬-২৫-২** ও গোড্ডা। ১৫; এএ/১৫; **এটিএম-এমএলডিটি-এমএলডিটি-জিইএন-৩০-২৫-২** ও মালদা টাউন। ১৬; এএ/১৬; **এটিএম-এমএলডিটি-ডিজিএলই-জিইএন-২৭-২৫-২** ও ধুলিয়ানগঙ্গা। সম্ভাব্য বিডারদের আরও বিস্তারিত জানতে আইআরইপিএস ই-অকশন মডিউল দেখতে অনুরোধ করা হচ্ছে। (MLD-98/2025-26)

টেন্ডার বিজ্ঞপ্তি ওয়েবসাইট **www.er.indianrailways.gov.in/www.ireps.gov.in**-এও পাওয়া যাবে

আমাদের অনুসরণ করুন: @EasternRailway Eastern Railway Headquarter

SENIOR MARKETING MANAGER (SPACE & MEDIA SALES)

Uttar Banga Sambad, North Bengal's largest circulated newspaper, is seeking a dynamic and results-driven **Senior Marketing Manager (Space & Media Sales)** to join our team.

Based in **Siliguri**, the successful candidate will be responsible for spearheading advertisement generation across both print and digital platforms throughout the entire North Bengal region. This role requires extensive travel to liaise with prospective clients and advertising agencies. You will also lead and mentor a team of marketing executives.

We are looking for a **go-getter**, a **result-oriented** professional, and a **hard taskmaster** who can consistently achieve targets and drive growth.

In return, we offer an **excellent salary** coupled with an attractive **incentive package**.

Interested candidates are invited to email their detailed resume to **jobs.uttarbanga@gmail.com** by **June 30, 2025.**

আজ টিভিতে

শোভাবাজার রাজবাড়ির স্পেশাল **খাস্তা কচুরি** তৈরি শেখাবেন দেবরাজ মিত্র এবং নুপুর মিত্র। **রাঁধুনি** দুপুর ১.৩০ **আকাশ আট**

সিনেমা

জলসা মুভিজ : দুপুর ১২.৩০ বরবাদ, বিকেল ৩.২৫ যোদ্ধা, সন্ধে ৭.০০ বেশ করেছি প্রেম করেছি, রাত ১০.১৫ কি করে তোকে বলবো

জি বাংলা সিনেমা : বেলা ১১.০০ রূপবান, দুপুর ২.০০ শিমুল পারুল, বিকেল ৫.০০ দান প্রতিদান, রাত ৯.৩০ আশীর্বাদ, ১২.০০ সুলতান-দ্য সেভিয়ার

ডিডি বাংলা : দুপুর ২.৩০ রক্তঋণ

কালার্স বাংলা : দুপুর ২.০০ মিনিস্টার ফাটাকেষ্ট

আকাশ আট : বিকেল ৩.০৫ ভূতের বাড়ি

স্টার গোল্ড সিলেক্ট এইচডি: বেলা ১১.০০ কাবিল, দুপুর ১.৩০ মহেঞ্জোদারো, বিকেল ৪.১৫ হেলিকপ্টার ইলা, সন্ধে ৬.৩০ পাটিয়ালা হাউস, রাত ৯.০০ বরফি, ১১.৩০ এক্সকিউজ মি

জি সিনেমা : দুপুর ১২.৫৬ গদর-টু, বিকেল ৪.২৪ কৃশ, রাত ৮.০০ আরআরআর

অ্যান্ড এক্সপ্লোর এইচডি : দুপুর ১২.১০ সরকার-থ্রি, ২.২২ ফোন ভূত, বিকেল ৪.৩৯ ঘুমর, সন্ধে ৬.৫৬ বিয়ন্ড দ্য ক্লাউডস, রাত ৯.০০ রাজি, ১১.২১ বদলাপুর

স্টার মুভিজ : দুপুর ২.০০ ট্যাঙ্গল, বিকেল ৩.৩০ কং : স্কাল আইল্যান্ড, ৫.১৫ ফ্রিকি ফ্রাইডে, রাত ১১.১৫ স্পিড-টু

বেশ করেছি প্রেম করেছি
সন্ধে ৭.০০ **জলসা মুভিজ**

আরআরআর রাত ৮.০০
জি সিনেমা

সুপার স্নেকস সন্ধে ৭.১১ **অ্যানিমাল প্ল্যানেট হিন্দি**

পূর্ব রেলওয়ে

ই-অকশন বিজ্ঞপ্তি

সিনিয়র ডিভিসনাল কমার্শিয়াল ম্যানেজার, পূর্ব রেলওয়ে, মালদা, অফিস বিল্ডিং, পোস্ট-ঝলঝলিয়া, জেলা-মালদা, পিন-৭৩২১০২ (পশ্চিমবঙ্গ) (অকশন পরিচালনাকারী আধিকারিক) মালদা ডিভিসনের এসএলআর-এ পার্সেল স্পেস পরিচালনার জন্য **www.ireps.gov.in**-এ ই-অকশন ক্যাটালগ প্রকাশ করেছেন। **অকশন ক্যাটালগ নংঃ পার্সেল-২০২৫-০৭। অকশন শুরুর তারিখঃ** ১০.০৭.২০২৫ তারিখ বেলা ১১.৪৫ মিনিট। ক্র.নং. ও লট নং. নিম্নরূপ ঃ ১; ১৩২৩৫-এসএলআর-এফ১-এসবিজি-ডিএনআর-২২-১ (পার্সেল-এসএলআর)। ২; ১৩২৩৫-এসএলআর-এফ২-এসবিজি-ডিএনআর-২২-১ (পার্সেল-এসএলআর)। ৩; ১৫০৯৭-এসএলআর-এফ১-বিজিপি-জেএটি-২২-১ (পার্সেল-এসএলআর)। ৪; ১২৩৩৫-এসএলআর-এফ১-বিজিপি-এলটিটি-২৫-১ (পার্সেল-এসএলআর)। ৫; ১৩০৭২-এসএলআর-আর১-জেএমপি-এইচডব্লুএইচ-২৫-১ (পার্সেল-এসএলআর)। সম্ভাব্য বিডারদের আরও বিস্তারিত জানতে আইআরইপিএস ই-অকশন মডিউল দেখতে অনুরোধ করা হচ্ছে। (MLD-101/2025-26)

টেন্ডার বিজ্ঞপ্তি ওয়েবসাইট **www.er.indianrailways.gov.in/www.ireps.gov.in**-এও পাওয়া যাবে

আমাদের অনুসরণ করুন: @EasternRailway easternrailwayheadquarter

পূর্ব রেলওয়ে

ই-অকশন বিজ্ঞপ্তি

সিনিয়র ডিভিসনাল কমার্শিয়াল ম্যানেজার, পূর্ব রেলওয়ে, মালদা, অফিস বিল্ডিং, পোস্ট-ঝলঝলিয়া, জেলা মালদা, পিন-৭৩২১০২ (পশ্চিমবঙ্গ) [অকশন পরিচালনাকারী আধিকারিক] মালদা ডিভিসনে ভাগলপুর (বিজিপি), কাজরা (কেজেএইচ), নিমতিতা (এমআইএলই), সুজনিপাড়া (এসপিএলই), নাথনগর (এনএটি) ও সুলতানগঞ্জ (এসজিজি) রেলওয়ে স্টেশনে পার্কিং লট পরিচালনার জন্য **www.ireps.gov.in**-এ ই-অকশন প্রকাশ করেছেন। **অকশন ক্যাটালগ নংঃ পার্কিং-২০২৫-০৭। অকশন শুরুর তারিখঃ** ১৪.০৭.২০২৫ তারিখ বেলা ১১.৪৫ মিনিট। ক্র.নং. লট নং. ও **স্টেশন** নিম্নরূপঃ ১; পার্কিং-এমএলডিটি-বিজিপি-টিডব্লু-৭১-২৫-১ ও ভাগলপুর। ২; পার্কিং-এমএলডিটি- কেজেএইচ-এমএক্স-৫০-২৫-১ ও কাজরা। ৩; পার্কিং-এমএলডিটি- এনআইএলই- এমএক্স-৫৪-২৩-১ ও নিমতিতা। ৪; পার্কিং-এমএলডিটি-এসপিএলই-এমএক্স-৫৩-২৩-১ ও সুজনিপাড়া। ৫; পার্কিং-এমএলডিটি-এনএটি-এমএক্স-২১-২২-২ ও নাথনগর। ৬; পার্কিং-এমএলডিটি-এসজিজি-এমএক্স-৪২-২৫-১ ও সুলতানগঞ্জ। সম্ভাব্য বিডারদের আরও বিস্তারিত জানতে আইআরইপিএস ই-অকশন মডিউল দেখতে অনুরোধ করা হচ্ছে। (MLD-102/2025-26)

টেন্ডার বিজ্ঞপ্তি ওয়েবসাইট **www.er.indianrailways.gov.in/www.ireps.gov.in**-এও পাওয়া যাবে

আমাদের অনুসরণ করুন: @EasternRailway easternrailwayheadquarter

ভারত সরকার
রেলওয়ে মন্ত্রণালয়
রেলওয়ে নিয়োগ বোর্ড

কেন্দ্রীভূত কর্মসংস্থান বিজ্ঞপ্তি (সিইএন) নং - ০২/২০২৫
টেকনিশিয়ান পদে নিয়োগের নির্দেশিকা বিজ্ঞপ্তি

যোগ্য প্রার্থীদের কাছ থেকে নিম্নে উল্লেখিত তালিকাটিতে বর্ণিত টেকনিশিয়ান গ্রেড III এবং সিগনালে টেকনিশিয়ান গ্রেড I পদে আবেদনের জন্য আহ্বান করা হচ্ছে। আবেদনপত্রটি জমা দেওয়ার শেষ তারিখ ২৮.০৭.২০২৫। আবেদনপত্রটি শুধুমাত্র অনলাইন মোডের মাধ্যমে জমা দেওয়া যাবে।

গুরুত্বপূর্ণ তারিখগুলি

আবেদনপত্র দাখিল করার সূচনার তারিখ : ২৮শে জুন ২০২৫
আবেদনপত্র জমা দেওয়ার সমাপ্তির তারিখ : ২৮শে জুলাই ২০২৫ (২৩:৫৯ ঘটিকায়)

পদের নাম	৭(সপ্তম) সিপিসি অনুসারে বেতনের স্তর	প্রাথমিক বেতন (টাঃ)	চিকিৎসা যোগ্যতা	বয়স (০১.০৭.২০২৫ অনুযায়ী)	শূন্যপদ (সমস্ত আরআরবি এর)	মোট শূন্যপদ (সমস্ত আরআরবি এর)
টেকনিশিয়ান গ্রেড I সিগনাল	৫	২৯,২০০/-	বি-১	১৮-৩৩ বছর	১৮৩	৬২৩৮
টেকনিশিয়ান গ্রেড III	২	১৯,৯০০/-	বিস্তারিত কেন্দ্রীয়ভাবে বিজ্ঞাপিত নিয়োগ বিজ্ঞপ্তির সংযুক্তি 'এ' দেখুন	১৮-৩০ বছর	৬০৫৫	

দ্রষ্টব্য :
(১) প্রতিটি প্রার্থী শুধুমাত্র একটি আরআরবিতে নির্দিষ্ট বেতনের স্তরে আবেদন করতে পারবেন, এবং শুধুমাত্র একটি অনলাইন আবেদনপত্র যেকোনো অথবা সকল বেতনের স্তরের অন্তর্গত বিজ্ঞাপিত পদে আবেদন করতে পারবেন।
(২) প্রতিটি বেতনের স্তরের জন্য একটি আলাদা আবেদনপত্র জমা করতে হবে।
(৩) প্রার্থীদের তাদের প্রাথমিক বিবরণ যাচাইকরণের জন্য ডিজি লকার/ আধার ব্যবহার করার জন্য দৃঢ়তার সহিত পরামর্শ দেওয়া হচ্ছে। কারণ আধারবিহীন যাচাইকৃত আবেদনপত্রগুলি নিয়োগ প্রক্রিয়ার প্রতিটি পদক্ষেপে বিশেষভাবে পুঙ্খানুপুঙ্খ যাচাইকরণের ফলে যে অসুবিধা এবং অতিরিক্ত সময় অপচয় হয় তা এড়িয়ে চলার জন্য। সাফল্যের সহিত যাচাইকরণটি সম্পূর্ণ করতে আধার ব্যবহার করুন এবং ওই আধারে থাকা আপনার নাম, জন্ম তারিখ আপডেট করতে হবে আপনার দশম শ্রেণির উত্তীর্ণ পত্রে থাকা সম্পূর্ণ নাম এবং জন্ম তারিখের সাথে ১০০% মিলের জন্য। অনুরূপভাবে আধারটিতে আপনার সাম্প্রতিক ছবি এবং সাম্প্রতিক বায়োমেট্রিক (আঙুলের ছাপ এবং চোখের মণি) অনলাইনে আবেদনের পূর্বে আপডেট করতে হবে।

এই বিজ্ঞপ্তিটি সম্পূর্ণরূপে ইঙ্গিতমূলক প্রকৃতির। আরও বিস্তারিত তথ্যের জন্য অনুগ্রহ করে কেন্দ্রীভূত কর্মসংস্থান বিজ্ঞপ্তি (সিইএন) নং ০২/২০২৫ অনুসরণ করুন যেটি সমস্ত অংশগ্রহণকারী আরআরবিগুলির সরকারি ওয়েবসাইটে ২৮.০৬.২০২৫ তারিখে প্রকাশিত হবে।

সিইএন নং- ০২/২০২৫-এ অংশগ্রহণকারী আরআরবিগুলির ওয়েবসাইট

আহমেদাবাদ www.rrbahmedabad.gov.in	আজমের www.rrbajmer.gov.in	বেঙ্গালুরু www.rrbbnc.gov.in	ভোপাল www.rrbbhopal.gov.in
ভুবনেশ্বর www.rrbbbs.gov.in	বিলাসপুর www.rrbbilaspur.gov.in	চণ্ডীগড় www.rrbcdg.gov.in	চেন্নাই www.rrbchennai.gov.in
গুয়াহাটি www.rrbguwahati.gov.in	জম্মু-শ্রীনগর www.rrbjammu.nic.in	কলকাতা www.rrbkolkata.gov.in	মালদা www.rrbmalda.gov.in
মুম্বই www.rrbmumbai.gov.in	মুজাফফরপুর www.rrbmuzaffarpur.gov.in	পাটনা www.rrbpatna.gov.in	প্রয়াগরাজ www.rrbald.gov.in
রাঁচি www.rrbranchi.gov.in	সেকেন্দ্রাবাদ www.rrbsecunderbad.gov.in	শিলিগুড়ি www.rrbsiliguri.gov.in	তিরুবনন্তপুরম www.rrbthiruvanathapuram.gov.in
গোরক্ষপুর www.rrbgkp.gov.in	*****	*****	*****

যেকোনো সংশোধনী/সংযোজন/উপরোক্ত নিয়োগ সংক্রান্ত গুরুত্বপূর্ণ বিজ্ঞপ্তি সময় বিশেষে শুধুমাত্র উপরে উল্লেখিত আরআরবি-এর ওয়েবসাইটগুলিতে জারি করা হবে।

নং- আরআরবি/ সিএনসি/ আরটি/এডিভিটি/০২/২০২৫
তারিখ : ২৮.০৬.২০২৫

চেয়ারপার্সন
রেলওয়ে নিয়োগ বোর্ড

"দালাল, প্রতারক, অবৈধভাবে চাকরি প্রদানের জালিয়াতি থেকে সতর্ক থাকুন।"

PM SHRI SCHOOL JAWAHAR NAVODAYA VIDYALAYA, NAGRAKATA, JALPAIGURI, WEST BENGAL

[Ministry of Education, Deptt. of School Education & Literacy]
Govt. of India:

NOTICE INVITING TENDER

No. 2- 11/Tender/JNVJ/2025-26/F&A/ Dated -26.06.2025

The sealed tenders are invited for supply of various items for the session 2025-26 from the registered firms having GST registration and updated commercial Tax clearance certificates (except Food Grains and Grocery Items/, Motor Winding and Fan Repairing Works, Building Repairing M&R Items, Sweets, Snacks & Milk product/Green Vegetable & Fruits items or Non-Veg/Hair cutting / Students Daily Use Items (Toilet items). The tender forms & other details will be available in the office of Principal, PM Shri School JNV, Nagrakata, Jalpaiguri on every working day from 28.06.2025 to 17.07.2025 up to 4.00 PM on cash payment. Further the same can also be downloaded from the official website of the Vidyalaya **"navodaya.gov.in/nvs/nvs-school/Jalpaigudi/ en/ home/** If tender forms downloaded from the website, cost of tender form & security money can be directly deposited in the SBI saving Bank account No-37473753189 i.r.o **The Principal, PM Shri School JNV, Jalpaiguri, payable at SBI Nagrakata, IFSC Code No-SBIN0018783, Branch Code-18783.** Those who deposit amount direct in the A/C, deposit slip should be attached along with Tender documents to be submitted by 17.07.2025 up to 04.00 PM through Currier/ Speed Post / Registered post/ Drop in the Tender Box which is available in the office of the Principal PM Shri School PM Shri School JNV, Nagrakata, Jalpaiguri. The tender will be opened on 18.07.2025 at 11.00 AM in presence of the P.A.C in the office of the Principal, PM Shri School JNV, Nagrakata, Dist-Jalpaiguri. The right to accept or reject the tender (fully Of partially, will keep reserve with the Chairman, P.A.C.

S/No.	Items/Particulars	Security Money in Rs.	Cost of Tender forms
01	Food grains and Grocery items (grains, pulses, oils, spices, etc.)	20000	200
02	Green Vegetables & Fruits (Potato, Onion, fruits etc.)	10000	200
03	Motor Winding and Fan Repairing Work	3000	200
04	Building Maintenance Repairing (M&R) Items	10000	200
05	Non Veg items (Fish, Chicken, Eggs and Mutton etc.)	5000	200
06	Students Daily Use items (Toilet items)	5000	200
07	Sweets, Snacks & Milk products	5000	200
08	Hair cutting	1000	200

PRINCIPAL
J.N.V., Jalpaiguri, West Bengal

কাটিহার মণ্ডলে বৈদ্যুতিক টিআরডি কাজ

ই-টেন্ডার নোটিস নং. ইএল_টিআরডি_২৪_২৫-২৬ তারিখঃ ২৬-০৬-২০২৫। নিম্নলিখিত কাজের জন্যে নিম্নস্বাক্ষরকারী দ্বারা ই-টেন্ডার আহ্বান করা হয়েছে। **কাজের নামঃ** "স্পার্ট জীবকরণ-সামগ্রি যার্ড" এর সঙ্গে সম্পর্কিত বৈদ্যুতিক টিআরডি কাজ। **টেন্ডার রাশিঃ** ১,৩৫,৯১,২৪৮.৯৫/- টাকা। **বায়না রাশিঃ** ২,০৩,০০০/- টাকা। **টেন্ডার বন্ধ হওয়ার তারিখ এবং সময়ঃ** ১৮-০৭-২০২৫ তারিখের ১৫.০০ ঘণ্টায় এবং **খোলা যাবেঃ** ১৮-০৭-২০২৫ তারিখের ১৫.৩০ ঘণ্টায়। উপরোক্ত ই-টেন্ডারের টেন্ডার প্র-পত্র সহ সম্পূর্ণ তথ্য **www.ireps.gov.in** ওয়েবসাইটে উপলব্ধ থাকবে।

জোন্ট ডিইই/টিআরডি/কাটিহার
উত্তর-পূর্ব সীমান্ত রেলওয়ে
"প্রসন্নচিত্তে গ্রাহক পরিষেবায়"

সোনা ও রুপোর দর

পাকা সোনার বাট (৯৯৫০/২৪ ক্যারেট ১০ গ্রাম)	৯৬১০০
পাকা খুচরো সোনা (৯৯৫০/২৪ ক্যারেট ১০ গ্রাম)	৯৬৬০০
হলমার্ক সোনার গয়না (৯১৬/২২ ক্যারেট ১০ গ্রাম)	৯১৮০০
রুপোর বাট (প্রতি কেজি)	১০৬০৫০
খুচরো রুপো (প্রতি কেজি)	১০৬১৫০

* দর টাকায়, জিএসটি এবং টিসিএস আলাদা

পঃবঃ বুলিয়ান মার্চেন্টস্ অ্যান্ড জুয়েলার্স অ্যাসোসিয়েশনের বাজারদর

পেগাসিস্টেমের সঙ্গে মউ আইইএমের

নিউজ ব্যুরো

২৭ জুন : আইইএম-ইউইএম পরিচালিত ইন্ডিয়ান ইনস্টিটিউট অফ ইঞ্জিনিয়ারিং অ্যান্ড ম্যানেজমেন্ট সুপরিচিত নাম। এই সংস্থার রাজারহাট ক্যাম্পাসে পূর্ব ভারতের প্রথম সংস্থা হিসেবে ২০ জুন তারা বিশ্বখ্যাত সংস্থা পেগাসিস্টেমের সঙ্গে একটি মউ স্বাক্ষর করে। এই উদ্যোগের ফলে আইইএম-এর সল্টলেক ও রাজারহাট ক্যাম্পাসের সকল পড়ুয়া পেগাসিস্টেম প্ল্যাটফর্মের ব্যবহার শিখতে পারবেন। আইইএমের ডিরেক্টর সত্যজিৎ চক্রবর্তী এবং পেগাসিস্টেম-এর ভারতের দায়িত্বপ্রাপ্ত অনন্তচরণ নায়েকের আশা, এই চুক্তির ফলে শিক্ষার্থীদের কাছে এক নতুন দিগন্ত খুলে যাবে। ডিজিটাল অর্থনীতির এই প্রতিযোগিতায় এই সংস্থার ছাত্রছাত্রীরা অনেকটাই এগিয়ে থাকবে।

পূর্ব রেলওয়ে

টেন্ডার নংঃ এম-পিডি-ওটি-০২ অফ ২০২৫-২৬, তারিখঃ ২৪.০৬.২০২৫। সিনিয়ার ডিভিসনাল মেকানিক্যাল ইঞ্জিনিয়ার, পূর্ব রেলওয়ে, মালদা, পো.অ.ঃ ঝলঝলিয়া, জেলা-মালদা, পিন-৭৩২১০২ (পশ্চিমবঙ্গ) নিম্নলিখিত কাজের জন্য রেলওয়ে/সেচ/সিপিডব্লুডি/এসইবি/এমইএস বা কোন সরকার অধিগৃহীত সংস্থায় রেজিস্ট্রিকৃত সমেত যথেষ্ট সক্ষমতা ও আর্থিক সঙ্গতিসম্পন্ন টেন্ডারদাতাদের কাছ থেকে ১৭.০৭.২০২৫ তারিখ দুপুর ৩টা পর্যন্ত নিম্নলিখিত বিবরণ অনুযায়ী নির্ধারিত ওয়েবসাইটে ওপেন ই-টেন্ডার আহ্বান করছেন। **অবস্থান সহ কাজের নামঃ** মালদা টাউন, সাহিবগঞ্জ জংশন, জামালপুর জংশন ও গোড্ডা-তে অতিরিক্ত প্ল্যাটফর্মে যাত্রারত কোচে জল সরবরাহের ব্যবস্থা (কোচ ওয়াটারিং)। **অবস্থানঃ** পশ্চিমবঙ্গের মালদা টাউন, ঝাড়খণ্ডের সাহিবগঞ্জ ও গোড্ডা এবং বিহারের জামালপুর। **কাজের টেন্ডার মূল্যমানঃ** ২৬,৯৩,২৪৯.৭২ টাকা অর্থাৎ ২৬,৯৩,২৫০ টাকা, ১৮% জিএসটি সহ। **কাজ সম্পাদনের সময়সীমাঃ** সম্মতিপত্র ইস্যুর তারিখ থেকে ১৮০ দিন। **টেন্ডার নথির মূল্যঃ** শূন্য। **জমাযোগ্য বায়নামূল্যঃ** ৫৩,৯০০ টাকা। **অনলাইনে টেন্ডার জমার শেষ তারিখ ও সময়ঃ** ১৭.০৭.২০২৫ দুপুর ৩টা পর্যন্ত। **ওয়েবসাইটের বিবরণঃ** **www.ireps.gov.in**। নোটিশ বোর্ডঃ (১) সিনিয়ার ডিভিসনাল মেকানিক্যাল ইঞ্জিনিয়ার/পূর্ব রেলওয়ে/মালদা-র অফিস। (২) এএমই/ভাগলপুর জংশন ও এএমই/সাহিবগঞ্জ অফিস। (৩) এসএসই/সি অ্যান্ড ডব্লু/পূর্ব রেলওয়ে/মালদা টাউন, সাহিবগঞ্জ, ভাগলপুর, জামালপুর-এর অফিস। **দ্রষ্টব্যঃ** (i) ওয়েবসাইটে প্রদত্ত বিস্তারিত বিজ্ঞপ্তি ও টেন্ডার নথি পড়ে দেখতে টেন্ডারদাতাদের অনুরোধ করা হচ্ছে। কোন ম্যানুয়াল প্রস্তাব এই টেন্ডারের ক্ষেত্রে গ্রাহ্য নয়। (ii) উল্লিখিত কাজের জন্য টেন্ডারটি সিঙ্গেল প্যাকেট সিস্টেমের হবে। (iii) এই কাজের জন্য পিভিসি প্রযোজ্য নয়। (iv) শিল্প নীতি ও উন্নয়ন বিভাগ কর্তৃক স্বীকৃত স্টার্টআপ বর্তমান নিয়ম অনুযায়ী সুযোগ-সুবিধা পাবেন। এই ধরনের সংস্থাগুলিকে নিয়মে বর্ণিত সব রকমের রীতি-নীতি মেনে চলতে হবে। (v) জিসিসি এপ্রিল ২০২২ অনুযায়ী, সকল টেন্ডারদাতাদের ই-টেন্ডার ফর্ম বিনামূল্যে প্রদান করা হবে। (vi) জিসিসি এপ্রিল ২০২২ অনুযায়ী, টেন্ডার মূল্যমানের ২% হিসাবে বায়নামূল্য ধার্য হবে। (vii) টেন্ডার নথির অ্যানেক্সার-IX অনুযায়ী, টেন্ডার নথির সাথে টেন্ডারদাতাকে নথির সত্যতা/যথার্থতা সম্পর্কিত স্বীকারোক্তির বয়ান জমা/আপলোড করতে হবে। এই বয়ান জমা না করতে বিডদাতার বিড তৎক্ষণাৎ বাতিল করা হবে। (MLD-100/2025-26)

টেন্ডার বিজ্ঞপ্তি ওয়েবসাইট **www.er.indianrailways.gov.in/ www.ireps.gov.in**-এও পাওয়া যাবে

আমাদের অনুসরণ করুন: @EasternRailway easternrailwayheadquarter

অ্যাফিডেভিট

আমি যুগল রায় পিতা আশানন্দ রায়, কালিয়াগঞ্জ, উঃ দিনাজপুর। আমার পারিবারিক পদবি রায়। আমার পুত্র দিল রায়ের জন্য প্রমাণপত্রে নং-১৮৯৫১, তাং ১৫/০৯/১৭, আমাদের সকলের নামের পদবি বর্মন হওয়ায় রায়গঞ্জ জুডিশিয়াল ম্যাজিস্ট্রেট আদালতে অ্যাফিডেভিট বলে বর্মন হইতে রায় হইলাম।
(C/ 117239)

অ্যাফিডেভিট

গত 2.9.24 তাং আলিপুরদুয়ার J.M. কোর্টে অ্যাফিডেভিট বলে Ashok Roy ও Asoke Roy এক ও অভিন্ন ব্যক্তি বলে পরিচিত হলাম। (B/S)

কর্মখালি

কোম্পানিতে গ্র্যাজুয়েট Female Office Assistant চাই। Salary (15000-20000), সাথে রয়েছে PF, ESI ও অন্যান্য সুবিধে। Con- সেবক রোড, শিলিগুড়ি, Ph- 9434056065. (C/116855)

ভর্তি

২০২৫-২০২৭ শিক্ষাবর্ষে B.Ed ও DEl. Ed-এ ভর্তির সুবর্ণ সুযোগ। যোগাযোগ - Manoranjan Saha Memorial B.Ed College - 9932209369. President. (S/C)

LAW ADMISSION ONLY EWS CANDIDATES SESSION:- 2025-2026

Balurghat Law College is inviting online application for admission in 5 years B.A., L.L.B integrated Course. Forms will be available from the College website (**www.balurghatlawcollege.ac.in**) on and from 28.06.2025 to 06.07.2025. Interested only EWS candidates may contact on Mobile No- 9382097598/9832790510.

Santosh Kumar Tiwary
Teacher-in-Charge
Balurghat Law College

PUBLIC NOTICE

Notice is hereby given that public at large that the one of my Client intend to purchase land measuring 3 Katha, L.R. Khatian no. 288, R.S. Khatian no. 365, in R.S. Plot no. 151, L.R. Plot no.117, situated within Mouza- Dabgram sheet no. 11 (R.S.) & 77 (L.R.), J.L. no. 2, Pargana Baikunthapur, P.S. Bhaktinagar, District- Jalpaiguri, A.D.S.R. Bhaktinagar, under Dabgram-II Gram Panchayat, in the State of W.B sale deed no. I-01106/2016 registered in the office of the A.D.S.R. Bhaktinagar, District- Jalpaiguri, owner Mr. Bheba Adhikary, son of Kakar Singh Roy of Dabgram, Purchased from Mr. Samar Roy, Son of Mr. Nati Singh Roy. If any person have objections, claim, in that respect, he may contact with me or my client with all documents within 7 (seven) days from the date of publication. Thereafter no claim / demand shall not be entertained.

Sd/-
SHANKAR PD. SHARMA
Advocate, Siliguri

কুলিং সিস্টেম এবং তাপ নিরোধকের আপগ্রেডেশন সহ আরএমএসের জন্য নিয়ন্ত্রণ কক্ষ

টেন্ডার বিজ্ঞপ্তি নং. ঃ ডিএলএসএমএলডিটি এনএফআর০২২০২৫-২০২৬, তারিখ ঃ ২৩-০৬-২০২৫। স্থান সহ কাজের নামঃ ভারতের রাষ্ট্রপতি হয়ে ও পক্ষ থেকে "কুলিং সিস্টেম এবং তাপ নিরোধকের আপগ্রেডেশন সহ আরএমএসের জন্য নিয়ন্ত্রণ কক্ষ"-এর ঠিকা প্রদানের জন্য প্রকৃত ঠিকাদারদের কাছ থেকে সিল করা টেন্ডার আহ্বান করা হচ্ছে। এলওএ লাভের সময় থেকে (০৩) তিন মাসের মধ্যে এই কাজ সম্পূর্ণ করতে হবে। কাজের বিস্তারিত বিবরণ টেন্ডার নথিতে দেওয়া হয়েছে। **কাজের আনুমানিক মূল্যঃ** ১৫,২৫,২০০/- টাকা; **বায়নার ধন ঃ** ৩০,৫০০/- টাকা। **টেন্ডার জমা করার অন্তিম তারিখ ও সময়** ২২-০৭-২০২৫ তারিখের ১৫.০০ ঘণ্টায়। ওয়েবসাইট বিবরণ, **www.nfr.indianrailways.gov.in**-এ টেন্ডারের সম্পূর্ণ বিবরণ দেখা যেতে পারে।

সিনি. ডিএমই/ডিএসএল/মালদা টাউন
উত্তর পূর্ব সীমান্ত রেলওয়ে
প্রসন্নচিত্তে গ্রাহকদের সেবায়

সিগন্যালিং সিস্টেমের নির্ভরযোগ্যতা উন্নয়নের জন্য স্পেশালাইজড সিগন্যালিং কাজ

ই-টেন্ডার বিজ্ঞপ্তি নং.ঃ কেআইআর-এন-২০২৫-কে-২৩, **তারিখঃ** ২৫-০৬-২০২৫। নিম্নলিখিত কাজের জন্য নিম্নস্বাক্ষরকারীর দ্বারা ই-টেন্ডার আহ্বান করা হচ্ছেঃ **কাজের নামঃ** কাটিহার ডিভিশনের এসএসই এসআইজি মালদা টাউনের সেকশনে সিগন্যালিং সিস্টেমের নির্ভরযোগ্যতা উন্নয়নের জন্য স্পেশালাইজড সিগন্যালিং কাজ। **টেন্ডার মূল্যঃ** ২,৭৬,৯১,৩১৫/- টাকা, বায়নার ধনঃ ২,৮৮,৫০০/- টাকা। **ই-টেন্ডার** ১৭-০৭-২০২৫ তারিখের ১৫.০০ ঘণ্টায় **বন্ধ হবে** এবং **খুলবে** ১৭-০৭-২০২৫ তারিখের ১৫.৩০ ঘণ্টায়। উপরের ই-টেন্ডারের টেন্ডার নথি সহ সম্পূর্ণ তথ্য ১৭-০৭-২০২৫ তারিখের ১৫.০০ ঘণ্টা পর্যন্ত **http://www.ireps.gov.in** ওয়েবসাইটে উপলব্ধ থাকবে।

ডিআরএম (এসঅ্যান্ডটি), কাটিহার
উত্তর পূর্ব সীমান্ত রেলওয়ে
প্রসন্নচিত্তে গ্রাহকদের সেবায়

পূর্ব রেলওয়ে

ই-অকশন বিজ্ঞপ্তি

সিনিয়ার ডিভিসনাল কমার্শিয়াল ম্যানেজার, পূর্ব রেলওয়ে, মালদা, অফিস বিল্ডিং, পোস্ট- ঝলঝলিয়া, জেলা মালদা, পিন-৭৩২১০২ (পশ্চিমবঙ্গ) [অকশন পরিচালনাকারী আধিকারিক] মালদা ডিভিসনে মালদা টাউন (এমএলডিটি) স্টেশনে পে অ্যান্ড ইউজ টয়লেট লট পরিচালনার জন্য **www.ireps.gov.in**-এ ই-অকশন প্রকাশ করেছেন। **অকশন ক্যাটালগ নংঃ পে-ইউজ-০৭-২০২৫। অকশন শুরুর তারিখঃ** ১৪.০৭.২০২৫ তারিখ বেলা ১১.৪৫ মিনিট। **লট নং.** পিএনইউ-এমএলডিটি-এমএলডিটি-টিওআই-২৫-২৫-১। **স্টেশনঃ** মালদা টাউন। সম্ভাব্য বিডারদের আরও বিস্তারিত জানতে আইআরইপিএস ই-অকশন মডিউল দেখতে অনুরোধ করা হচ্ছে। (MLD-103/2025-26)

টেন্ডার বিজ্ঞপ্তি ওয়েবসাইট **www.er.indianrailways.gov.in/www.ireps.gov.in**-এও পাওয়া যাবে

আমাদের অনুসরণ করুন: @EasternRailway easternrailwayheadquarter

পূর্ব রেলওয়ে

ই-অকশন বিজ্ঞপ্তি

সিনিয়র ডিভিসনাল কমার্শিয়াল ম্যানেজার, পূর্ব রেলওয়ে, মালদা, অফিস বিল্ডিং, পোস্ট-ঝলঝলিয়া, জেলা-মালদা, পিন-৭৩২১০২ (পশ্চিমবঙ্গ) (অকশন পরিচালনাকারী আধিকারিক) মালদা ডিভিসনের বিভিন্ন রেলওয়ে স্টেশনে ওয়াটার ভেন্ডিং মেশিন (ডব্লুভিএম)-এর চুক্তি সম্পাদনের জন্য **www.ireps.gov.in**-এ ই-অকশন ক্যাটালগ আহ্বান করছেন। **অকশন ক্যাটালগ নংঃ ডব্লুভিএম-২০২৫-০৭। অকশন শুরুঃ** ১০.০৭.২০২৫ তারিখ বেলা ১১.৪৫ মিনিট। মালদা ডিভিসনে ওয়াটার ভেন্ডিং মেশিন (ডব্লুভিএম) স্টলের জন্য ই-অকশন। **এসইকিউ নং.ঃ** এএ/১। **লট নং/ক্যাটিগরিঃ** এমএসএস-এমএলডিটি-এসবিজি-ডব্লুভিএম-১৪-২৪-১। **স্টেশনঃ** গোড্ডা, হাঁসডিহা, মির্জা চৌকি, সাহিবগঞ্জ, বরহারওয়া, তিনপাহাড় ও রাজমহল। সম্ভাব্য বিডারদের আরও বিস্তারিত জানতে আইআরইপিএস ই-অকশন মডিউল দেখতে অনুরোধ করা হচ্ছে। (MLD-97/2025-26)

টেন্ডার বিজ্ঞপ্তি ওয়েবসাইট **www.er.indianrailways.gov.in/www.ireps.gov.in**-এও পাওয়া যাবে

আমাদের অনুসরণ করুন: @EasternRailway easternrailwayheadquarter

জন্মদিনে অথবা বিবাহবার্ষিকীতে শুভেচ্ছা জানাতে, হবু জামাই অথবা পুত্রবধূ খুঁজতে, চাকরির খোঁজ পেতে অথবা শূন্যপদের জন্য প্রার্থী খুঁজতে, কখনও বা হারিয়ে যাওয়া প্রিয়জনকে খুঁজে পেতে বিজ্ঞাপন দেওয়ার প্রয়োজন হয়।

আর বিজ্ঞাপন দেওয়ার জন্য উত্তরবঙ্গের বাসিন্দাদের একমাত্র পছন্দ উত্তরবঙ্গ সংবাদ। আমরা সেই বিজ্ঞাপন দেওয়ার পথ অনেক সহজ করে দিচ্ছি।

আপনাকে আসতে হবে না। শুধু আপনি যেমন ভাষায় বিজ্ঞাপন দিতে চান লিখে পাঠিয়ে দিন আমাদের হোয়াটসঅ্যাপ নম্বরে। আমাদের প্রতিনিধি যোগাযোগ করবেন আপনার সঙ্গে।

ভেবে দেখুন, আমাদের কাছে একটি হোয়াটসঅ্যাপ মেসেজ পাঠিয়ে আপনি কত সহজে কত লক্ষ মানুষের কাছে পৌঁছে যেতে পারছেন।

হোয়াটসঅ্যাপ অথবা মেসেজ করুন
৯০৬৪৮৪৯০৯৬
এই নম্বরে

উত্তরবঙ্গের আত্মার আত্মীয়
উত্তরবঙ্গ সংবাদ

আজকের দিনটি

শ্রীদেবাচার্য্য
৯৪৩৪৩১৭৩৯১

মেষ : বাড়ির কোনও গুরুজনের স্বাস্থ্য নিয়ে সামান্য উদ্বেগ থাকবে। খরচে রাশ টানুন। বৃষ : আর্থিক সমস্যা এখনই কাটবে না। দূরের কোনও আত্মীয়ের প্ররোচনায় সংসারে অশান্তি। মিথুন : দুপুরের পর ভালো খবর পেতে পারেন। অত্যধিক বিলাসিতায় প্রচুর অর্থ নষ্ট। কর্কট : বহুজাতিক কোম্পানিতে চাকরির সুযোগ। বিকেলের পর বাড়িতে আত্মীয় সমাগমে আনন্দ। সিংহ : বন্ধুবান্ধবদের সঙ্গে তর্কবিতর্ক এড়িয়ে চলুন। কোনও ভালো সুযোগ হাতছাড়া হতে পারে। কন্যা : বাড়ির বহুমূল্য কোনও জিনিস হারিয়ে যেতে পারে। কর্মক্ষেত্রে সাবধানে কথাবার্তা বলুন। তুলা : অপ্রয়োজনীয় কথা বলা থেকে দূরে থাকুন। বাবার স্বাস্থ্য নিয়ে চিন্তা কেটে যাবে। বৃশ্চিক : নিজের বুদ্ধিবলে বড় কোনও বিপদ থেকে উদ্ধার। প্রেমে দোলাচল থাকবে। ধনু : আর্থিক লেনদেন খুব সাবধানে করুন। টাকা নয়ছয়ের জন্য সংসারে অশান্তি। মকর : কর্মক্ষেত্রে কোনও সহকর্মীর কাছ থেকে টাকা ধার নেবেন না। দাম্পত্যে অশান্তি মিটবে। কুম্ভ : সম্পত্তি নিয়ে চিন্তা কাটবে। কর্মক্ষেত্রে কোনও উচ্চপদস্থ কর্তার সাহায্যে উন্নতিলাভ। মীন : আলস্যের কারণে ভালো সুযোগ হাতছাড়া হওয়ার সম্ভাবনা। ব্যবসায় সামান্য মন্দা।

দিনপঞ্জি

শ্রীমদনগুপ্তের ফুলপঞ্জিকা মতে ১৩ আষাঢ়, ১৪৩২, ভাঃ ৭ আষাঢ়, ২৮ জুন ২০২৫, ১৩ আহার, সংবৎ ৩ আষাঢ় সুদি, ২ মহরম। সূঃ উঃ ৪।৫৮, অঃ ৬।২৪। শনিবার, তৃতীয়া দিবা ১২।২২। পুষ্যানক্ষত্র দিবা ৯।৩০। হর্ষণযোগ রাত্রি ১০।৪৯। গরকরণ দিবা ১২।২২ গতে বণিজকরণ রাত্রি ১২।৮ গতে বিষ্টিকরণ। জন্মে- কর্কটরাশি বিপ্রবর্ণ দেবগণ অষ্টোত্তরী চন্দ্রের ও বিংশোত্তরী শনির দশা, দিবা ৯।৩০ গতে রাক্ষসগণ বিংশোত্তরী বুধের দশা। মৃতে-একপাদদোষ। যোগিনী-অগ্নিকোণে, দিবা ১২।২২ গতে নৈর্ঋতে। কালবেলাদি ৬।৩৮ মধ্যে ও ১।২১ গতে ৩।১ মধ্যে ও ৪।৪৩ গতে ৬।২৪ মধ্যে। কালরাত্রি ৭।৪৩ মধ্যে ও ৩।৩৮ গতে ৪।৫৮ মধ্যে। যাত্রা- নাই, দিবা ৬।৩৮ গতে যাত্রা শুভ পূর্বে ও পশ্চিমে নিষেধ, দিবা ৮। ৪৬ গতে অগ্নিকোণে ঈশানেও নিষেধ, দিবা ৯।৩০ গতে পুনঃ যাত্রা নাই। শুভকর্ম- দিবা ৬।৩৮ গতে ৯।৩০ মধ্যে বিপণ্যারম্ভ। বিবিধ(শ্রাদ্ধ) - তৃতীয়ার একোদ্দিষ্ট এবং চতুর্থীর সপিণ্ডন। শ্রীশ্রীবিপত্তারিণীব্রত। মাহেন্দ্রযোগ- দিবা ৫।৫৭ মধ্যে ও ৯।৩০ গতে ১২।৯ মধ্যে। অমৃতযোগ- দিবা ৩।৪২ গতে ৬।২৪ মধ্যে এবং রাত্রি ৭।৪ গতে ৭।৪৭ মধ্যে ও ১১।২১ গতে ১।২৯ মধ্যে ও ২।৫৫ গতে ৪।৫৮ মধ্যে।

সতর্কীকরণ ঃ উত্তরবঙ্গ সংবাদ অথবা পত্রিকার কোনও এজেন্ট পত্রিকায় প্রকাশিত কোনও বিজ্ঞাপনের সততা, যথার্থতার জন্য দায়ী নয়। কোনও প্রকার বিজ্ঞাপন দ্বারা প্রভাবিত হওয়ার আগে বিজ্ঞাপনের যথার্থতা যাচাই করে নিতে পাঠকদের অনুরোধ করা হচ্ছে।

নদীতে তলিয়ে মৃত্যু ভাইয়ের, নিখোঁজ দাদা

ইটাহার, ২৭ জুন : দিল্লি থেকে ইটাহারে মাসির বাড়ি বেড়াতে এসে শুক্রবার সকালে নদীতে স্নান করতে নেমে জলে ডুবে গেল এক কিশোর ও এক তরুণ। তারা সম্পর্কে মাসতুতো ভাই। দীর্ঘক্ষণ গ্রামবাসীরা তল্লাশি চালানোর পর দুপুরে একজনের দেহ মিললেও বিকেল পর্যন্ত অপরজনের খোঁজ মেলেনি। জেলা পুলিশের বিপর্যয় মোকাবিলা দলের পক্ষ থেকে ডুবুরি নামিয়ে দিনভর তল্লাশি চালানো হয়। মর্মান্তিক ঘটনাটি ঘটেছে ইটাহার থানার গুলন্দর পূর্বপাড়া গ্রামে।

পুলিশ ও স্থানীয় সূত্রে জানা গিয়েছে, দিল্লির বাসিন্দা দুই মাসতুতো ভাই মুন্না রাম (১৭) ও দিলীপকুমার বড়োয়াল (১৮) দিন কয়েক আগে তাদের মাসির বাড়ি গুলন্দর পূর্বপাড়াতে বেড়াতে আসে। শুক্রবার সকালে তারা বাড়ির কাউকে না জানিয়ে গ্রামের সুই নদীতে স্নান করতে চলে যায়। দুই ভাইয়ের কেউ সাঁতার জানত না। নদীতে স্নান করতে করতেই হঠাৎ গভীর জলে তলিয়ে যায় তারা। নদীর পাড়ে দাঁড়িয়ে ছিল তাদেরই মাসতুতো ভাই আট বছরের রুকসার আলম। সেই বালকই ওই দৃশ্য দেখে বাড়িতে ছুটে এসে খবর দিলে পরিজন ও গ্রামবাসীরা জলে নেমে তল্লাশি চালাতে শুরু করেন। খবর দেওয়া হয় জেলা পুলিশের ডিজাস্টার ম্যানেজমেন্ট গ্রুপ (ডিএমজি)-কে। ডিএমজি-র ডুবুরি ও গ্রামবাসীদের যৌথ তল্লাশিতে দুপুর নাগাদ মুন্না রামের দেহ উদ্ধার হয়। কিন্তু অপর ভাই দিলীপকুমারের খোঁজ পাওয়া যায়নি। উদ্ধার হওয়া মৃতদেহটি ময়নাতদন্তের জন্য রায়গঞ্জ মেডিকেলের মর্গে পাঠিয়েছে পুলিশ।

মৃত মুন্নার মামা জাভেদুল ইসলাম বলেন, 'ওরা মহরম দেখবে বলে দিন কয়েক আগে মাসির বাড়িতে এসেছিল। ভাবতেই পারছি না কীভাবে এই দুর্ঘটনা ঘটে গেল।'

জেলা পরিষদ সদস্য শায়েস্তা আলম বলেন, 'একজনের দেহ পাওয়া গেলেও আরেক ভাইয়ের খোঁজ সন্ধ্যা পর্যন্ত পাওয়া যায়নি। তল্লাশি চালাচ্ছে বিপর্যয় মোকাবিলা দল।'

রাজ্যের বিরুদ্ধে হুঁশিয়ারি আদিবাসী সংগঠনের

গভীর রাতে উপাচার্য মুক্ত

দীপঙ্কর মিত্র

রায়গঞ্জ, ২৭ জুন : নিশানা বদল ইউনাইটেড ফোরাম অফ অল আদিবাসী অর্গানাইজেশন-এর। দাবি পূরণ না হওয়ায় উপাচার্যকে ছেড়ে এবার রাজ্যের উচ্চশিক্ষা দপ্তরকেই দুষছেন সংগঠনের সদস্যরা। রায়গঞ্জ বিশ্ববিদ্যালয়ে সাঁওতালি বিভাগ চালুর দাবিতে ওই আদিবাসী সংগঠনের আন্দোলনের জেরে বৃহস্পতিবার দিনভর ঘেরাও থাকার পর অবশেষে রাত ১১টায় মুক্ত হন উপাচার্য। দাবি পূরণ ও সমস্যা সমাধানের জন্য আন্দোলনকারীদের কাছে সাতদিন সময় চেয়ে নেন উপাচার্য দীপককুমার রায়। যদিও বিশ্ববিদ্যালয় কর্তৃপক্ষ বা রাজ্য থেকে সদর্থক জবাব না পেলে ওই আদিবাসী সংগঠনের সদস্যরা বিশ্ববিদ্যালয়ের ক্যাম্পাস ছেড়ে জেলাজুড়ে রাস্তায় নেমে বৃহত্তর আন্দোলন করবেন বলে হুঁশিয়ারি দিয়েছেন।

রায়গঞ্জ বিশ্ববিদ্যালয়ে সাঁওতালি বিভাগ খোলার দাবি নিয়ে বৃহস্পতিবার দুপুর থেকে আন্দোলনে নামেন ইউনাইটেড ফোরাম অফ অল আদিবাসী অর্গানাইজেশন-এর সদস্যরা। দুপুর ২টা থেকে বিশ্ববিদ্যালয়ের গেটের সামনে অবস্থান বিক্ষোভ চলে। পরে একদল প্রতিনিধি উপাচার্যের কার্যালয়ে গিয়ে তাঁদের দাবিপত্র তুলে দেন। কিন্তু উপযুক্ত আশ্বাস না পেয়ে বিক্ষোভকারীরা ঘেরাও করেন উপাচার্যকে। রাত পর্যন্ত চলে তুমুল বিক্ষোভ। বিশ্ববিদ্যালয়ের গেটের বাইরে মোতায়েন ছিল পুলিশ। কিন্তু নিজেকে মুক্ত করানোর জন্য উপাচার্য পুলিশের কোনও সাহায্য চাননি। সন্ধ্যা গড়িয়ে রাত নামতেই বিক্ষোভকারীরা রাতভর আন্দোলন চালিয়ে যাওয়ার লক্ষ্যে বিশ্ববিদ্যালয় ক্যাম্পাসে রান্নাবান্নার প্রস্তুতি শুরু করেন। ইতিমধ্যে রাত ৮টা নাগাদ উপাচার্য কার্যালয় থেকে বেরিয়ে তাঁর গাড়িতে উঠে বাংলোয় ফেরার চেষ্টা করেও ব্যর্থ হন। বিক্ষোভের জেরে ক্যাম্পাস থেকে তাঁর গাড়ি বের হতে পারেনি। বাধ্য হয়ে প্রায় তিন ঘণ্টা গাড়িতে বসেই কাটিয়ে দেন উপাচার্য দীপককুমার রায়। শেষপর্যন্ত রাত ১১টা নাগাদ সাতদিনের সময় দিয়ে উপাচার্যকে ঘেরাওমুক্ত করেন আন্দোলনকারীরা। তবে আদিবাসী সংগঠনের কড়া হুঁশিয়ারি, সাতদিনের মধ্যে রাজ্যের উচ্চশিক্ষা দপ্তর থেকে রায়গঞ্জ বিশ্ববিদ্যালয়ে সাঁওতালি বিভাগ খোলার ছাড়পত্র দেওয়া না হলে জেলাজুড়ে সমস্ত সামাজিক সংগঠনগুলিকে সঙ্গে নিয়ে পথ অবরোধ করে আন্দোলনে নামবেন তাঁরা। ইউনাইটেড ফোরাম অফ অল আদিবাসী অর্গানাইজেশন-এর জেলা কনভেনার দিলীপ কিসকু বলেন, 'উপাচার্য সাধ্যমতো চেষ্টা করছেন। কিন্তু রাজ্যের উচ্চশিক্ষা দপ্তর থেকে ছাড়পত্র না দেওয়ায় সমস্তটা আটকে আছে।'

দিলীপের হুঁশিয়ারি, 'উপাচার্য আমাদের কাছে ৭ দিন সময় চেয়েছেন। তাই আমরা ঘেরাওমুক্ত করেছি। কিন্তু ৭ দিন পর যদি উচ্চশিক্ষা দপ্তর থেকে কোনও ছাড়পত্র না মেলে তাহলে জেলাজুড়ে পথ অবরোধ করা হবে।'

সংগঠনের অপর এক সদস্য তথা বিশ্ববিদ্যালয়ের অধ্যাপক অধ্যাপক বাপি সোরেন বলেন, 'এখানে সাঁওতালি বিভাগ চালু হলে শিক্ষকের অভাব হবে না। আদিবাসী সমাজের অনেক ছাত্রছাত্রী নেট পাশ করে বসে আছেন। তবে সবটাই রাজ্য সরকারের ইচ্ছার ওপর নির্ভর করছে। উপাচার্য চেষ্টা চালিয়ে যাচ্ছেন। কিন্তু সরকার উদাসীন। তাই আর বিশ্ববিদ্যালয়ে আন্দোলন নয়, এবার আমাদের আন্দোলন হবে রাস্তায়।'

ঘেরাওমুক্ত হয়ে উপাচার্য দীপককুমার রায়ের বক্তব্য, 'আমরাও চাইছি বিশ্ববিদ্যালয়ে স্নাতক ও স্নাতকোত্তর স্তরে সাঁওতালি বিভাগ চালু হোক। তবে সবটাই এখন উচ্চশিক্ষা দপ্তরের হাতে।'

বৃহস্পতিবার রাতে ক্যাম্পাসে পড়ুয়াদের বিক্ষোভ।

> আমরাও চাইছি বিশ্ববিদ্যালয়ে স্নাতক ও স্নাতকোত্তর স্তরে সাঁওতালি বিভাগ চালু হোক। তবে সবটাই এখন উচ্চশিক্ষা দপ্তরের হাতে।
>
> **দীপককুমার রায়** *উপাচার্য, রায়গঞ্জ বিশ্ববিদ্যালয়*

দাবি

- রায়গঞ্জ বিশ্ববিদ্যালয়ে সাঁওতালি বিভাগ চালু করতে হবে

> সরকার উদাসীন। তাই আর বিশ্ববিদ্যালয়ে আন্দোলন নয়, এবার আমাদের আন্দোলন হবে রাস্তায়।
>
> **বাপি সোরেন** *সদস্য, ইউনাইটেড ফোরাম অফ অল আদিবাসী অর্গানাইজেশন*

দেহ উদ্ধার

রায়গঞ্জ, ২৭ জুন: চুরির ঘটনায় অভিযুক্ত এক তরুণের ক্ষতবিক্ষত মৃতদেহ উদ্ধার হল প্রাথমিক স্কুল সংলগ্ন পুকুরপাড় থেকে। শুক্রবার সকালে এই ঘটনায় ব্যাপক চাঞ্চল্য ছড়িয়েছে ইটাহার থানার সুরুন-২ গ্রাম পঞ্চায়েতের হাতিয়া পালইবাড়ি গ্রামে। ময়নাতদন্তের পর এদিন বিকেলে দেহ পরিবারের হাতে তুলে দেয় পুলিশ। অস্বাভাবিক মৃত্যুর মামলা রুজু করে তদন্ত শুরু করেছে ইটাহার থানার পুলিশ। মৃতের নাম দিলওয়ার আলি (২৩)। বাড়ি হাতিয়া পালইবাড়ি গ্রামেই। স্থানীয় সূত্রের দাবি, মৃত ওই তরুণ ব্রাউন সুগারে আসক্ত ছিলেন।

পোষ্যের মৃত্যুতে নালিশ মানেকাকে

পঙ্কজ মহন্ত

বালুরঘাট, ২৭ জুন : চিকিৎসার গাফিলতিতে পোষা কুকুরের মৃত্যু হয়েছে বলে অভিযোগ। সুবিচার চেয়ে অভিযোগপত্র জমা করা হল মানেকা গান্ধির কাছে। অভিযোগপত্র জমা দেওয়া হয়েছে জেলা শাসক থেকে শুরু করে ব্লক লাইভস্টক দপ্তর, প্রাণীসম্পদ বিকাশ দপ্তরেও। তদন্ত কমিটি গড়ার আশ্বাস দিয়েছে প্রাণীসম্পদ বিকাশ দপ্তর। যদিও এই নিয়ে মুখ খুলতে চাননি অভিযুক্ত ওই পশুচিকিৎসক।

ঘটনার সূত্রপাত গত সোমবার। রঘুনাথপুর এলাকার ইতি দাস ঘোষের পোষা কুকুরটি মারা যায়। সেটির মৃত্যুর পেছনে সরাসরি বালুরঘাট পশু হাসপাতালের এক চিকিৎসকের ভুল চিকিৎসাকে দায়ী করেছেন ইতি।

অভিযুক্ত পশু চিকিৎসক

১৭ তারিখ ইতির কুকুরের হঠাৎ জ্বর আসায় চিকিৎসককে জানান তিনি। ১৮ তারিখ ওই চিকিৎসক কুকুরটিকে দেখতে যান। রক্ত পরীক্ষা সহ কিছু ওষুধ লিখে দেন। অভিযোগ, কুকুরের জ্বর বা বমি কমছে না জানালেও তিনি পরে তাকে দেখতে আসেননি। এমনকি হাসপাতালে নিয়ে যাওয়ার পরামর্শ দেননি। পোষ্যটির শারীরিক অবস্থার ক্রমাগত অবনতি হওয়ায় ইতি চিকিৎসককে ফের ফোন করেন। পরদিন সকাল ৮টায় আসার কথা বলে বেলা ৪টায় ওই চিকিৎসক আসেন। ২২ তারিখ ওই চিকিৎসক ফের ইতির বাড়িতে আসেন। তখন স্যালাইন চালানোর চেষ্টা করা হয়। কিন্তু যে দুজনকে দিয়ে স্যালাইন দেওয়া হয়েছিল তাঁরা স্বাস্থ্যকর্মী নন বলে অভিযোগ। এরপরেই সেটি মারা যায়।

হিলি গ্রামীণ হাসপাতালে নার্সিং স্টাফ তথা পোষ্যর মালকিন ইতি বলেন, 'এই মৃত্যুর বিচার চাই।'

প্রাণীসম্পদ বিকাশ দপ্তরের ডেপুটি ডিরেক্টর অভিজিৎ মণ্ডল বলেন, 'অভিযোগ পেয়েছি। আগামী সপ্তাহে একটি কমিটি গঠন করে অভিযুক্ত ও অভিযোগকারীকে ডাকা হবে। নির্দিষ্ট প্রক্রিয়ার মাধ্যমে বিষয়টি দেখা হচ্ছে। যথাযোগ্য নিয়ম মেনে বিষয়টি খতিয়ে দেখা হবে।'

ডুবে মৃত্যু

মালদা, ২৭ জুন : পুকুরে স্নান করতে নেমে তলিয়ে মৃত্যু হল এক ছাত্রীর। মৃতদেহটি ময়নাতদন্তে পাঠিয়ে এই ঘটনায় একটি অস্বাভাবিক মৃত্যুর মামলা রুজু করে ঘটনার তদন্ত শুরু করেছে ইংরেজবাজার থানার পুলিশ।

মৃত ছাত্রীর নাম সাহিদা খাতুন (১২)। বাড়ি মোথাবাড়ি থানার অন্তর্গত মুনশিপাড়া এলাকায়। সাহিদা স্থানীয় এজিজেএস হাই মাদ্রাসায় ষষ্ঠ শ্রেণিতে পাঠরত ছিল। পরিবার জানিয়েছে, গত বৃহস্পতিবার দুপুরে বোনের সঙ্গে পুকুরে স্নান করতে নেমেছিল সাহিদা। স্নান করতে গিয়ে হঠাৎই পুকুরের জলে তলিয়ে যায় সাহিদা। খবর পেয়ে স্থানীয় লোকজন পুকুরে সাহিদার খোঁজ শুরু করেন। প্রায় ঘণ্টাখানেকের পর সাহিদার দেহ উদ্ধার হয়। তড়িঘড়ি তাকে উদ্ধার করে প্রথমে স্থানীয় হাসপাতাল ও পরে মালদা মেডিকেলে নিয়ে আসা হলে কর্তব্যরত চিকিৎসকরা সাহিদাকে মৃত বলে ঘোষণা করেন। ঘটনার জেরে এলাকায় শোকের ছায়া নেমে এসেছে।

বিদ্যুৎস্পৃষ্ট

তপন, ২৭ জুন : তপন ব্লকের গুড়াইল গ্রাম পঞ্চায়েতের কুড়াহার গ্রামে ফ্যান মেরামতের সময় বিদ্যুৎস্পৃষ্ট হয়ে মৃত্যু হল এক ব্যক্তির। মৃতের নাম রাকেশ রায় (৩৮)। শুক্রবার নিজের বাড়িতেই বৈদ্যুতিক ফ্যান ঠিক করছিলেন রকেশ। সেই সময় আচমকাই তাতে তড়িদাহত হন তিনি।

শ্লীলতাহানি

পতিরাম, ২৭ জুন : জমি বিবাদকে কেন্দ্র করে পরিবারের সদস্যদের মধ্যে বাদানুবাদ অন্যদিকে মোড় নিল। চারদিন আগে জমি বিবাদ ও মাছ ধরাকে কেন্দ্র করে পরিবারের সদস্যদের মধ্যে সংঘর্ষ হয়। গৃহকর্তাকে মারধর করেন তাঁর ছেলে ও পুত্রবধূ। সেই ছেলে ও পুত্রবধূর বিরুদ্ধে থানায় অভিযোগ দায়ের করেছিলেন প্রহৃত সেই গৃহকর্তার এক জামাই। এই ঘটনার রেশ কাটতে না কাটতেই সেই পুত্রবধূ অভিযোগ করেন, বিবাদের জেরে তাঁদের ১৪ বছরের নাবালিকা কন্যার শ্লীলতাহানি করা হয়েছে। পরিবারের আরেক সদস্যের বিরুদ্ধে অভিযোগের আঙুল তোলেন তিনি। যদিও এই অভিযোগ সম্পূর্ণ মিথ্যা বলে অভিযুক্ত দাবি করেছেন। ঘটনার মোড় ঘোরাতে এই ধরনের অভিযোগ আনা হয়েছে বলে দাবি তার। পুলিশ তদন্ত শুরু করেছে।

SBI
ভারতীয় স্টেট ব্যাংক
কেন্দ্রীয় নিয়োগ ও পদোন্নতি দপ্তর
কর্পোরেট সেন্টার, মুম্বাই
ফোন: 022-22820427

প্রবেশনারি অফিসার নিয়োগ

ভারতীয় স্টেট ব্যাংকে প্রবেশনারি অফিসার পদে নিয়োগের জন্য যোগ্য ভারতীয় নাগরিকদের কাছ থেকে দরখাস্ত আবেদন আহ্বান করা হচ্ছে।

শূন্যপদের সংখ্যা: 541

যোগ্যতার মানদণ্ড (বয়স, শিক্ষাগত যোগ্যতা ইত্যাদি), প্রয়োজনীয় ফী এবং অন্যান্য বিশদ বিবরণ সহ অনলাইনে আবেদন জমা দেওয়ার এবং অনলাইনে ফী প্রদানের লিঙ্ক ব্যাঙ্কের ওয়েবসাইট https://bank.sbi/careers/current-openings-এ বিজ্ঞাপন নং. CRPD/PO/2025-26/04-এর অধীনে উপলব্ধ। প্রার্থীদের বিস্তারিত বিজ্ঞাপন মনোযোগ সহকারে পড়তে বলা হচ্ছে এবং আবেদন করার ও ফি পাঠানোর আগে নিজেদের যোগ্যতা এবং অন্যান্য বিবরণের বিষয়ে নিশ্চিত হওয়ার পরামর্শ দেওয়া হচ্ছে।

- অনলাইনে আবেদন এবং ফি প্রদানের তারিখ: 24.06.2025 থেকে 14.07.2025 পর্যন্ত।

যেকোনো প্রশ্নের জন্য, অনুগ্রহ করে আমাদের উপরে উল্লিখিত ব্যাঙ্কের অফিসিয়াল ওয়েবসাইটে উপলব্ধ এই লিঙ্ক "CONTACT US" -এ লিখে জানান।

স্থান: মুম্বাই
তারিখ: 24.06.2025
মহাপ্রবন্ধক (আরপি এবং পিএম)

হাওড়া ডিভিসনে নন-ইন্টারলকিং কাজের জন্য ট্রেন চলাচলে নিয়ন্ত্রণ

সংশোধিত বিজ্ঞপ্তি

হাওড়া ডিভিসনের বর্ধমান-খানা শাখায় খানা স্টেশনে ল্যাডার শিফটিং -এর কাজ সম্পর্কিত প্রি নন-ইন্টারলকিং ও নন-ইন্টারলকিং কাজের জন্য ট্রেনের নিয়ন্ত্রণ সংক্রান্ত পূর্ব প্রকাশিত উপরোক্ত শীর্ষাঙ্কিত বিজ্ঞাপনের পরিপ্রেক্ষিতে, এতদ্দ্বারা জানানো হচ্ছে যে উক্ত কাজটি ২২.০৮.২০২৫ তারিখের পরিবর্তে **০২.০৯.২০২৫ তারিখ** থেকে শুরু হবে। **সুতরাং খানা স্টেশনে প্রি নন-ইন্টারলকিং (২২.০৮.২০২৫ থেকে ২৫.০৮.২০২৫ তারিখ পর্যন্ত) ও নন-ইন্টারলকিং (২৬.০৮.২০২৫ থেকে ২৮.০৮.২০২৫ তারিখ পর্যন্ত) কাজের কারণে ট্রেনের নিয়ন্ত্রণ সম্পর্কিত পূর্ববর্তী বিজ্ঞপ্তিটি বাতিল** হিসাবে গণ্য হবে।

প্রি নন-ইন্টারলকিং ও নন-ইন্টারলকিং কাজের সংশোধিত সময়সূচীঃ **০২.০৯.২০২৫ থেকে ০৫.০৯.২০২৫ তারিখ পর্যন্ত ৩ দিন প্রি নন-ইন্টারলকিং কাজ** এবং **০৬.০৯.২০২৫ থেকে ০৮.০৯.২০২৫ তারিখ পর্যন্ত ৪ দিন নন-ইন্টারলকিং কাজ**। তদনুযায়ী, প্রি নন-ইন্টারলকিং ও নন-ইন্টারলকিং কাজের সংশোধিত সময়সূচির জন্য ট্রেন চলাচলে নিম্নলিখিত ব্যবস্থাগুলি নেওয়া হয়েছেঃ

ইএমইউ/প্যাসেঞ্জার বাতিল

বর্দ্ধমান থেকেঃ ● **৬৩৫০৫** বর্দ্ধমান-আসানসোল এমইএমইউ ও **৬৩৫০৭** বর্দ্ধমান-আসানসোল এমইএমইউ ০৫.০৯.২০২৫, ০৬.০৯.২০২৫ ও ০৭.০৯.২০২৫ তারিখে। ● **৬৩৫১১** বর্দ্ধমান-আসানসোল এমইএমইউ ০৬.০৯.২০২৫ তারিখে। ● **৬৩৫১৩** বর্দ্ধমান-আসানসোল এমইএমইউ, **৬৩৫৪৯** বর্দ্ধমান-আসানসোল এমইএমইউ, **৬৩৫১৭** বর্দ্ধমান-আসানসোল এমইএমইউ ও **৬৩৫২৩** বর্দ্ধমান-আসানসোল এমইএমইউ ০৬.০৯.২০২৫ ও ০৭.০৯.২০২৫ তারিখে। ● **৬৩৫৮৩** বর্দ্ধমান-রামপুরহাট এমইএমইউ ও **৬৩০১১** বর্দ্ধমান-রামপুরহাট এমইএমইউ ০৬.০৯.২০২৫ ও ০৭.০৯.২০২৫ তারিখে। **আসানসোল থেকেঃ** ● **৬৩৫০৬** আসানসোল-বর্দ্ধমান এমইএমইউ ও **৬৩৫০৮** আসানসোল-বর্দ্ধমান এমইএমইউ ০৫.০৯.২০২৫, ০৬.০৯.২০২৫ ও ০৭.০৯.২০২৫ তারিখে। ● **৬৩৫১২** আসানসোল-বর্দ্ধমান এমইএমইউ ০৬.০৯.২০২৫ তারিখে। ● **৬৩৫১৬** আসানসোল-বর্দ্ধমান এমইএমইউ, **৬৩৫২২** আসানসোল-বর্দ্ধমান এমইএমইউ, **৬৩৫২৬** আসানসোল-বর্দ্ধমান এমইএমইউ ও **৬৩৫২৪** আসানসোল-বর্দ্ধমান এমইএমইউ ০৬.০৯.২০২৫ ও ০৭.০৯.২০২৫ তারিখে। **রামপুরহাট থেকেঃ** ● **৬৩৫৮৪** রামপুরহাট-বর্দ্ধমান এমইএমইউ ও **৬৩০১২** রামপুরহাট-বর্দ্ধমান এমইএমইউ ০৬.০৯.২০২৫ ও ০৭.০৯.২০২৫ তারিখে।

মেল/এক্সপ্রেস বাতিল

আপ ট্রেন: (১) **১৩৫০৩** বর্দ্ধমান-হাতিয়া এমইএমইউ এক্সপ্রেস (যাত্রা শুরুর তারিখ ০৬.০৯.২০২৫ ও ০৭.০৯.২০২৫)। (২) **১৩১৮৭** শিয়ালদহ-রামপুরহাট মা তারা এক্সপ্রেস (যাত্রা শুরুর তারিখ ০৬.০৯.২০২৫ ও ০৭.০৯.২০২৫)। (৩) **১২৩৩৭** হাওড়া- বোলপুর শান্তিনিকেতন এক্সপ্রেস (যাত্রা শুরুর তারিখ ০৬.০৯.২০২৫ ও ০৭.০৯.২০২৫)। (৪) **১২৩৪৭** হাওড়া-রামপুরহাট সুপারফাস্ট এক্সপ্রেস (যাত্রা শুরুর তারিখ ০৬.০৯.২০২৫ ও ০৭.০৯.২০২৫)। (৫) **১৩০১১** হাওড়া-মালদা টাউন ইন্টারসিটি এক্সপ্রেস (যাত্রা শুরুর তারিখ ০৫.০৯.২০২৫, ০৬.০৯.২০২৫ ও ০৭.০৯.২০২৫)। (৬) **২২৩২১** হাওড়া-সিউড়ি হুল এক্সপ্রেস (যাত্রা শুরুর তারিখ ০৬.০৯.২০২৫ ও ০৭.০৯.২০২৫)। (৭) **১২৩৮৩** শিয়ালদহ-আসানসোল ইন্টারসিটি এক্সপ্রেস (যাত্রা শুরুর তারিখ ০৬.০৯.২০২৫ ও ০৭.০৯.২০২৫) ও (৮) **১৩১৭৯** শিয়ালদহ- সিউড়ি এমইএমইউ এক্সপ্রেস (যাত্রা শুরুর তারিখ ০৫.০৯.২০২৫ ও ০৬.০৯.২০২৫)।

ডাউন ট্রেন : (১) **১৩৫০৪** হাতিয়া-বর্দ্ধমান এমইএমইউ এক্সপ্রেস (যাত্রা শুরুর তারিখ ০৬.০৯.২০২৫ ও ০৭.০৯.২০২৫)। (২) **১৩১৮৮** রামপুরহাট-শিয়ালদহ মা তারা এক্সপ্রেস (যাত্রা শুরুর তারিখ ০৬.০৯.২০২৫ ও ০৭.০৯.২০২৫)। (৩) **১২৩৩৮** বোলপুর - হাওড়া শান্তিনিকেতন এক্সপ্রেস (যাত্রা শুরুর তারিখ ০৬.০৯.২০২৫ ও ০৭.০৯.২০২৫)। (৪) **১২৩৪৮** রামপুরহাট-হাওড়া শহিদ এক্সপ্রেস (যাত্রা শুরুর তারিখ ০৬.০৯.২০২৫ ও ০৭.০৯.২০২৫)। (৫) **১৩০১২** মালদা টাউন - হাওড়া ইন্টারসিটি এক্সপ্রেস (যাত্রা শুরুর তারিখ ০৬.০৯.২০২৫, ০৭.০৯.২০২৫ ও ০৮.০৯.২০২৫)। (৬) **২২৩২২** সিউড়ি -হাওড়া হুল এক্সপ্রেস (যাত্রা শুরুর তারিখ ০৬.০৯.২০২৫ ও ০৭.০৯.২০২৫)। (৭) **১২৩৮৪** আসানসোল - শিয়ালদহ ইন্টারসিটি এক্সপ্রেস (যাত্রা শুরুর তারিখ ০৬.০৯.২০২৫ ও ০৭.০৯.২০২৫) ও (৮) **১৩১৮০** সিউড়ি - শিয়ালদহ এমইএমইউ এক্সপ্রেস (যাত্রা শুরুর তারিখ ০৬.০৯.২০২৫ ও ০৭.০৯.২০২৫)।

মেল/এক্সপ্রেস ট্রেনের পথ পরিবর্তন

আপ ট্রেন: ● **১২৩৪৩** শিয়ালদহ-হলদিবাড়ি দার্জিলিং মেল (যাত্রা শুরুর তারিখ ০৫.০৯.২০২৫, ০৬.০৯.২০২৫ ও ০৭.০৯.২০২৫) ব্যান্ডেল, কাটোয়া, আজিমগঞ্জ, জঙ্গীপুর রোড ও নিউ ফারাক্কা স্টেশনে স্টপেজ সহ পথ পরিবর্তন করে দমদম-নৈহাটি লিংক কেবিন-ব্যান্ডেল-কাটোয়া-আজিমগঞ্জ-নিউ ফারাক্কা হয়ে চলবে। ● **১৩০১৭** হাওড়া-আজিমগঞ্জ গণদেবতা এক্সপ্রেস (যাত্রা শুরুর তারিখ ০৬.০৯.২০২৫ ও ০৭.০৯.২০২৫) ও **১৩০২৭** হাওড়া-আজিমগঞ্জ কবিগুরু এক্সপ্রেস (যাত্রা শুরুর তারিখ ০৫.০৯.২০২৫, ০৬.০৯.২০২৫ ও ০৭.০৯.২০২৫) ব্যান্ডেল, অম্বিকা কালনা, নবদ্বীপ ধাম, কাটোয়া, সালার, বাজারসৌ, খাগড়াঘাট রোড ও আজিমগঞ্জ স্টেশনে স্টপেজ সহ পথ পরিবর্তন করে ব্যান্ডেল-কাটোয়া-আজিমগঞ্জ হয়ে চলবে। ● **১২৩৭৭** শিয়ালদহ-নিউ আলিপুরদুয়ার পদাতিক এক্সপ্রেস (যাত্রা শুরুর তারিখ ০৫.০৯.২০২৫, ০৬.০৯.২০২৫ ও ০৭.০৯.২০২৫), **১৩১৫৩** শিয়ালদহ-মালদা টাউন গৌড় এক্সপ্রেস (যাত্রা শুরুর তারিখ ০৫.০৯.২০২৫, ০৬.০৯.২০২৫ ও ০৭.০৯.২০২৫), **১৩১৪৭** শিয়ালদহ-বামনহাট উত্তরবঙ্গ এক্সপ্রেস (যাত্রা শুরুর তারিখ ০৬.০৯.২০২৫ ও ০৭.০৯.২০২৫), **১৩১৪৯** শিয়ালদহ-আলিপুরদুয়ার কাঞ্চনকন্যা এক্সপ্রেস (যাত্রা শুরুর তারিখ ০৬.০৯.২০২৫ ও ০৭.০৯.২০২৫), **১৩১৭৫** শিয়ালদহ-শিলচর কাঞ্চনজঙ্ঘা এক্সপ্রেস (যাত্রা শুরুর তারিখ ০৬.০৯.২০২৫) ও **১৩১৭৩** শিয়ালদহ-সাব্রুম কাঞ্চনজঙ্ঘা এক্সপ্রেস (যাত্রা শুরুর তারিখ ০৭.০৯.২০২৫) ব্যান্ডেল, নবদ্বীপ ধাম ও কাটোয়া স্টেশনে স্টপেজ সহ পথ পরিবর্তন করে দমদম- নৈহাটি লিংক কেবিন-ব্যান্ডেল-কাটোয়া-আহমদপুর হয়ে চলবে। ● **১২৩৪৫** হাওড়া-গুয়াহাটি সরাইঘাট এক্সপ্রেস (যাত্রা শুরুর তারিখ ০৬.০৯.২০২৫ ও ০৭.০৯.২০২৫), **১৩০১৫** হাওড়া-জামালপুর কবিগুরু এক্সপ্রেস (যাত্রা শুরুর তারিখ ০৬.০৯.২০২৫ ও ০৭.০৯.২০২৫), **১৩০৫৩** হাওড়া-রাধিকাপুর কুলিক এক্সপ্রেস (যাত্রা শুরুর তারিখ ০৬.০৯.২০২৫ ও ০৭.০৯.২০২৫), **১৩০৩১** হাওড়া-জয়নগর এক্সপ্রেস (যাত্রা শুরুর তারিখ ০৬.০৯.২০২৫ ও ০৭.০৯.২০২৫), **১৩১৫৯** কলকাতা-যোগবাণী এক্সপ্রেস (যাত্রা শুরুর তারিখ ০৫.০৯.২০২৫), **১২৩৬৩** কলকাতা-হলদিবাড়ি ইন্টারসিটি এক্সপ্রেস (যাত্রা শুরুর তারিখ ০৬.০৯.২০২৫) ও **১৩১৬১** কলকাতা-বালুরঘাট তেভাগা এক্সপ্রেস (যাত্রা শুরুর তারিখ ০৭.০৯.২০২৫) ব্যান্ডেল, নবদ্বীপ ধাম ও কাটোয়া স্টেশনে স্টপেজ সহ পথ পরিবর্তন করে ব্যান্ডেল-কাটোয়া-আহমদপুর হয়ে চলবে।

ডাউন ট্রেন: ● **১২৩৪৪** হলদিবাড়ি - শিয়ালদহ দার্জিলিং মেল (যাত্রা শুরুর তারিখ ০৫.০৯.২০২৫ ও ০৬.০৯.২০২৫) আজিমগঞ্জ, কাটোয়া, নবদ্বীপ ধাম ও ব্যান্ডেল স্টেশনে স্টপেজ সহ পথ পরিবর্তন করে আজিমগঞ্জ - কাটোয়া -ব্যান্ডেল- নৈহাটি লিংক কেবিন- দমদম হয়ে চলবে। ● **১৩০১৮** আজিমগঞ্জ- হাওড়া গণদেবতা এক্সপ্রেস (যাত্রা শুরুর তারিখ ০৬.০৯.২০২৫ ও ০৭.০৯.২০২৫) ও **১৩০২৮** আজিমগঞ্জ - হাওড়া কবিগুরু এক্সপ্রেস (যাত্রা শুরুর তারিখ ০৬.০৯.২০২৫ ও ০৭.০৯.২০২৫) খাগড়াঘাট রোড, বাজারসৌ, সালার, কাটোয়া, নবদ্বীপ ধাম ও অম্বিকা কালনা স্টেশনে স্টপেজ সহ পথ পরিবর্তন করে আজিমগঞ্জ-কাটোয়া-ব্যান্ডেল হয়ে চলবে। ● **১২৩৭৮** নিউ আলিপুরদুয়ার - শিয়ালদহ পদাতিক এক্সপ্রেস (যাত্রা শুরুর তারিখ ০৫.০৯.২০২৫ ও ০৬.০৯.২০২৫), **১৩১৫৪** মালদা টাউন-শিয়ালদহ গৌড় এক্সপ্রেস (যাত্রা শুরুর তারিখ ০৫.০৯.২০২৫, ০৬.০৯.২০২৫ ও ০৭.০৯.২০২৫), **১৩১৪৮** বামনহাট - শিয়ালদহ উত্তরবঙ্গ এক্সপ্রেস (যাত্রা শুরুর তারিখ ০৫.০৯.২০২৫ ও ০৬.০৯.২০২৫), **১৩১৫০** আলিপুরদুয়ার - শিয়ালদহ কাঞ্চনকন্যা এক্সপ্রেস (যাত্রা শুরুর তারিখ ০৫.০৯.২০২৫ ও ০৬.০৯.২০২৫), **১৩১৭৪** সাব্রুম - শিয়ালদহ কাঞ্চনজঙ্ঘা এক্সপ্রেস (যাত্রা শুরুর তারিখ ০৬.০৯.২০২৫), **১২৩৬৪** হলদিবাড়ি-কলকাতা ইন্টারসিটি এক্সপ্রেস (যাত্রা শুরুর তারিখ ০৭.০৯.২০২৫), **১৩১৬২** বালুরঘাট-কলকাতা তেভাগা এক্সপ্রেস (যাত্রা শুরুর তারিখ ০৬.০৯.২০২৫) ও **১৩১৭৬** শিলচর - শিয়ালদহ কাঞ্চনজঙ্ঘা এক্সপ্রেস (যাত্রা শুরুর তারিখ ০৫.০৯.২০২৫) কাটোয়া, নবদ্বীপ ধাম ও ব্যান্ডেল স্টেশনে স্টপেজ সহ পথ পরিবর্তন করে আহমদপুর-কাটোয়া-ব্যান্ডেল-নৈহাটি লিংক কেবিন-দমদম হয়ে চলবে। ● **১২৩৪৬** গুয়াহাটি হাওড়া সরাইঘাট এক্সপ্রেস (যাত্রা শুরুর তারিখ ০৫.০৯.২০২৫ ও ০৬.০৯.২০২৫), **১৩০১৬** জামালপুর-হাওড়া কবিগুরু এক্সপ্রেস (যাত্রা শুরুর তারিখ ০৬.০৯.২০২৫ ও ০৭.০৯.২০২৫), **১৩০৫৪** রাধিকাপুর-হাওড়া কুলিক এক্সপ্রেস (যাত্রা শুরুর তারিখ ০৬.০৯.২০২৫ ও ০৭.০৯.২০২৫) ও **১৩০৩২** জয়নগর - হাওড়া এক্সপ্রেস (যাত্রা শুরুর তারিখ ০৫.০৯.২০২৫ ও ০৬.০৯.২০২৫) কাটোয়া, নবদ্বীপ ধাম ও ব্যান্ডেল স্টেশনে স্টপেজ সহ পথ পরিবর্তন করে আহমদপুর-কাটোয়া-ব্যান্ডেল হয়ে চলবে।

সংক্ষিপ্ত যাত্রা শেষ/সংক্ষিপ্ত যাত্রা শুরু

০৬.০৯.২০২৫ ও ০৭.০৯.২০২৫ তারিখেঃ (১) **৬৩৫১৯** বর্দ্ধমান- বোকারো স্টিল সিটি এমইএমইউ বর্দ্ধমানের পরিবর্তে আসানসোল থেকে সংক্ষিপ্ত যাত্রা শুরু করবে এবং বোকারো স্টিল সিটি পর্যন্ত যাবে। (২) **৬৩৫২০** বোকারো স্টিল সিটি-বর্দ্ধমান এমইএমইউ বর্দ্ধমানের পরিবর্তে আসানসোল-এ সংক্ষিপ্ত যাত্রা শেষ করবে।

পুনর্নির্ধারণ

(১) **৬৩০৬৩** বর্দ্ধমান - তিনপাহাড় এমইএমইউ বর্দ্ধমান থেকে ০৬.০৯.২০২৫ তারিখে ০৬.২০ ঘ.-এর পরিবর্তে ০৭.০০ ঘ.-তে এবং ০৭.০৯.২০২৫ তারিখে ০৬.২০ ঘ.-এর পরিবর্তে ০৭.৪০ ঘ.তে পুনর্নির্ধারিত হবে। (২) **২২৩০১** হাওড়া - নিউ জলপাইগুড়ি বন্দে ভারত এক্সপ্রেস হাওড়া থেকে ০৭.০৯.২০২৫ তারিখে ০৫.৫৫ ঘ.-এর পরিবর্তে ০৬.৩০ ঘ.-তে পুনর্নির্ধারিত হবে।

নিয়ন্ত্রণ

(১) **১২৫১০** গুয়াহাটি - এসএমভিটি বেঙ্গালুরু সুপারফাস্ট এক্সপ্রেস (যাত্রা শুরুর তারিখ ০১.০৯.২০২৫ ও ০২.০৯.২০২৫) পথিমধ্যে উপযুক্তভাবে যথাক্রমে ৩০ মিনিট ও ১ ঘণ্টা ১৫ মিনিটের জন্য নিয়ন্ত্রিত হবে। (২) **১৩১৬০** যোগবাণী-কলকাতা এক্সপ্রেস (যাত্রা শুরুর তারিখ ০২.০৯.২০২৫) পথিমধ্যে উপযুক্তভাবে ৪০ মিনিটের জন্য নিয়ন্ত্রিত হবে। (৩) **২২৫০৪** ডিব্রুগড়-কন্যাকুমারী বিবেক সুপারফাস্ট এক্সপ্রেস (যাত্রা শুরুর তারিখ ০৬.০৯.২০২৫) পথিমধ্যে উপযুক্তভাবে ১ ঘণ্টা ৫০ মিনিটের জন্য নিয়ন্ত্রিত হবে।

দ্রষ্টব্যঃ **১৩৪২৭/১৩৪২৮** হাওড়া - সাহেবগঞ্জ - হাওড়া ইন্টারসিটি এক্সপ্রেস ০৬.০৯.২০২৫ ও ০৭.০৯.২০২৫ তারিখে ঝাপটের ঢাল এবং রামপুরহাট স্টেশনের মধ্যবর্তী সকল স্টেশনে থামবে।

বিশেষ দ্রষ্টব্যঃ স্পেশাল বা দেরিতে চলা ট্রেন এবং পুনরায় কোনো নতুন চালু করা ট্রেন/পার্সেল ট্রেন/টিওডি, যদি থাকে, ব্লক চলাকালীন যাত্রাপথে উপযুক্তভাবে নিয়ন্ত্রিত হবে/ পথ পরিবর্তন করবে। যাত্রীদের স্টেশনের পাবলিক অ্যাড্রেস সিস্টেম অনুসরণ করতে অনুরোধ করা হচ্ছে। অসুবিধার জন্য দুঃখিত।

ডিভিসনাল রেলওয়ে ম্যানেজার, হাওড়া

পূর্ব রেলওয়ে

আমাদের অনুসরণ করুন : @EasternRailway @easternrailwayheadquarter

মাটির পাত্র শুকানোর ব্যস্ততা। গাজোলে শুক্রবার। - পঙ্কজ ঘোষ

বঙ্কিমের স্মৃতিরক্ষার চেষ্টা নেই মালদায়

জসিমুদ্দিন আহম্মদ

মালদা, ২৭ জুন : পুরোনো সেই বাড়িটি আজ আর নেই। সেই জায়গায় তৈরি হয়েছে ঝাঁ চকচকে অট্টালিকা। তবে মূল ফটকের ডান পাশের পুরোনো তিনটি পিলারে হাত লাগাননি ওই বাড়িটির বর্তমান বাসিন্দা নীলাদ্রি সাহা। সাহিত্যসম্রাট বঙ্কিমচন্দ্র চট্টোপাধ্যায়ের স্মৃতিকে বাঁচিয়ে রাখতে তাঁর এই চেষ্টা। বর্তমান মকদুমপুর বাজারের সামনে নীলাদ্রির এই বাড়িতেই একসময় সাহিত্যসম্রাট বঙ্কিমচন্দ্র থাকতেন।

শুক্রবার ছিল সাহিত্যসম্রাট বঙ্কিমচন্দ্র চট্টোপাধ্যায়ের ১৮৭তম জন্মদিবস। প্রতি বছরের মতো এবছরও ইংরেজবাজার পুরসভার পক্ষ থেকে দিনটি মর্যাদার সঙ্গে পালন করা হয়। বঙ্কিমচন্দ্রের আবক্ষমূর্তিতে মাল্যদান করেন চেয়ারম্যান কৃষ্ণেন্দুনারায়ণ চৌধুরী। উপস্থিত ছিলেন মার্কেট কমিটির সদস্যরা। পথচারীদের মধ্যে কেক বিলি করা হয়। চেয়ারম্যান বলেন, 'মালদাবাসী হিসেবে আমরা গর্ববোধ করি যে সাহিত্যসম্রাট ঋষি বঙ্কিমচন্দ্র একসময় এই শহরে এসেছিলেন। বেশ কিছুদিন তিনি এখানে ছিলেন। তাঁকে শ্রদ্ধা জানিয়ে মকদুমপুর বাজারের নাম ঋষি বঙ্কিমচন্দ্র মার্কেট করা হয়েছে।'

ইতিহাসের গবেষক শুভাশিস সেন এবিষয়ে জানান, অষ্টাদশ শতকে ঋষি বঙ্কিমচন্দ্র ডেপুটি ম্যাজিস্ট্রেট হিসেবে মালদায় এসেছিলেন। বঙ্কিমচন্দ্রের সেরা সৃষ্টি 'কপালকুণ্ডলা' তিনি এই বাড়িতে বসে লেখা শুরু করেছিলেন।

মালদা শহরের সাহিত্যানুরাগী এম আতাউল্লাহ জানান, সিপাহি বিদ্রোহের পর ইস্ট ইন্ডিয়া কোম্পানির কাছ থেকে ভারতবর্ষ শাসনের ভার সরাসরি চলে গিয়েছিল মহারানি ভিক্টোরিয়ার হাতে। সেই সময় মকদুমপুর এলাকা ছিল কোম্পানির অধীনে। পুরাতন মালদা থেকে শহর তখন বর্তমান মালদা শহরে স্থানান্তর হচ্ছিল। ঋষি বঙ্কিমচন্দ্র ১৮৭৪-এর ২৫ অক্টোবর মালদা শহরে ডেপুটি ম্যাজিস্ট্রেট হিসেবে এসেছিলেন। কোম্পানির দেওয়া বাড়িতে তিনি থাকতেন।

তিনি আরও জানান, বর্তমান মকদুমপুর বাজারটি ছিল বিশালাকার একটি পুকুর। তার আশপাশে নয়াহাট নামে বাজার বসত। সাহিত্যসম্রাট এই বাড়িতে মাত্র নয় মাসের জন্য ছিলেন। ১৯৭৫-এর জুন মাসে তিনি মুর্শিদাবাদে চলে যান। পরবর্তীতে ইস্ট ইন্ডিয়া কোম্পানির তৈরি ওই বাড়িটি বিক্রি হয়ে যায়। দীর্ঘসময় ধরে এই বাড়ি অক্ষত থাকলেও সংস্কারের স্বার্থে পুরোনো সেই বাড়ি এখন বিলীন হয়ে গিয়েছে। বঙ্কিমচন্দ্রের স্মৃতিবিজড়িত এই বাড়ি সংরক্ষণ করা হয়নি বলে তিনি আক্ষেপ প্রকাশ করেছেন। তাঁর মতো একাধিক শহরবাসী বাড়িটি হেরিটেজ ঘোষণা করা হয়নি বলে আক্ষেপ জানিয়েছেন।

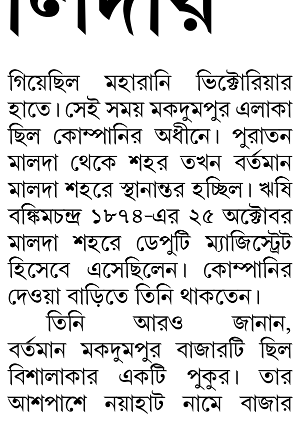

বঙ্কিমের আবক্ষমূর্তিতে মাল্যদান পুর চেয়ারম্যান কৃষ্ণেন্দুনারায়ণ চৌধুরীর। শুক্রবার।

পূর্ব রেলওয়ে

অকশন ক্যাটালগ

প্রশাসনিক ইউনিট/ জোনঃ শিয়ালদহ ডিভিসন-কমার্শিয়াল, পূর্ব রেলওয়ে। **অকশন পরিচালন কর্তৃপক্ষঃ** সিনিয়র ডিভিসনাল কমার্শিয়াল ম্যানেজার, শিয়ালদহ। **অকশন ক্যাটালগ নংঃ** এসডিএএইচ-পার্সেল-৪৪। **অকশন শুরু (সকল লট)ঃ** ১১.০৭.২০২৫ বেলা ১২টা। **অকশন শেষের তারিখ/সময়ঃ** ১১.০৭.২০২৫ বিকাল ৪টা। **অটো এক্সটেনশনস্ জোনঃ** ১২০ সেকেন্ড। **অটো এক্সটেনশনস্ সময়কালঃ** ১২০ সেকেন্ড। অকশনের ধরণঃ শেষে বন্ধ। **প্রারম্ভিক বিরাম কালঃ** ৩০ মিনিট। **পর্যায়ক্রমিক লট বন্ধের মধ্যবর্তী সময়কালঃ** ১০ মিনিট। **সর্বাধিক অটো এক্সটেনশনঃ** ১০ বার। **ক্যাটালগ প্রকাশের তারিখ ঃ** ২৪.০৬.২০২৫, সন্ধ্যা ৬.৩৪ মিনিট। **ক্র.নং.; এসইকিউ নং; লট নং/ক্যাটিগরি; বিবরণ; দৈনিক/ট্রিপ; বন্ধের তারিখ/সময় ও প্রয়োজনীয় টার্নওভার নিম্নরূপঃ** ১; এএ/১; **১৫০৪৭-এসএলআর-আর১-কেওএএ-জিকেপি-২৫-১** (পার্সেল-এসএলআর); রিয়ার ব্রেক ভ্যানে পার্সেল স্পেস (আরএলডব্লুএলআরআরএল..); ৪১৮;১১-০৭-২৫ দুপুর ১২.৩০ মিনিট; ২০,০০,০০০। ২; এএ/২; **১৫০৫১-এসএলআর-আর১-কেওএএ-জিকেপি-২৫-১** (পার্সেল-এসএলআর); রিয়ার ব্রেক ভ্যানে পার্সেল স্পেস (আরএলডব্লুএলআরআরএল..); ১০৪; ১১-০৭-২৫ দুপুর ১২.৪০ মিনিট; ০। ৩; এএ/৩; **১৩১৮১-এসএলআর-আর১-কেওএএ-এসএইচটিটি-২৫-১** (পার্সেল-এসএলআর); রিয়ার ব্রেক ভ্যানে পার্সেল স্পেস (আরএলডব্লুএলআরআরএল..); ১০৫;১১-০৭-২৫ দুপুর ১২.৫০মিনিট; ০। ৪; এএ/৪; **১২৫১৭-এসএলআর-আর১-কেওএএ-জিএইচওয়াই-২৫-১** (পার্সেল-এসএলআর); রিয়ার ব্রেক ভ্যানে পার্সেল স্পেস (আরএলডব্লুএলআরআরএল..); ১০৪;১১-০৭-২৫ দুপুর ১.০০ টা; ০। ৫; এএ/৫; **১২২৫৯-এসএলআর-আর১-এসডিএএইচ- বিকেএন-২৫-১** (পার্সেল-এসএলআর); রিয়ার ব্রেক ভ্যানে পার্সেল স্পেস (আরএলডব্লুএলআরআরএল..); ৪১৭;১১-০৭-২৫ দুপুর ১.১০ মিনিট; ২০,০০,০০০। ৬; এএ/৬; **১২৩১৩-এসএলআর-আর১-এসডিএএইচ-এনডিএলএস-২৫-১** (পার্সেল-এসএলআর); রিয়ার ব্রেক ভ্যানে পার্সেল স্পেস (আরএলডব্লুএলআরআরএল..); ৭৩০;১১-০৭-২৫ দুপুর ১.২০ মিনিট; ৫০,০০,০০০। ৭; এএ/৭; **১২৩৭৭-এসএলআর-আর১-এসডিএএইচ- এনএকিউ-২৫-১** (পার্সেল-এসএলআর); রিয়ার ব্রেক ভ্যানে পার্সেল স্পেস (আরএলডব্লুএলআরআরএল..);৭৩০;১১-০৭-২৫ দুপুর ১.৩০ মিনিট; ৫০,০০,০০০। ৮; এএ/৮; **১২৩৪৩-এসএলআর-আর১-এসডিএএইচ-এইচডিবি-২৫-১** (পার্সেল-এসএলআর); রিয়ার ব্রেক ভ্যানে পার্সেল স্পেস (আরএলডব্লুএলআরআরএল..); ৭৩০;১১-০৭-২৫ দুপুর ১.৪০ মিনিট; ২০,০০,০০০। ৯; এএ/৯; **১৩১৪৯-এসএলআর-আর১-এসডিএএইচ-এপিডিজে-২৫-১** (পার্সেল-এসএলআর); রিয়ার ব্রেক ভ্যানে পার্সেল স্পেস (আরএলডব্লুএলআরআরএল..); ৭৩০;১১-০৭-২৫ দুপুর ১.৫০ মিনিট; ২০,০০,০০০। ১০; এএ/১০; **১৩১৪৭-এসএলআর-আর১-এসডিএএইচ-বিএক্সটি-২৫-১** (পার্সেল-এসএলআর); রিয়ার ব্রেক ভ্যানে পার্সেল স্পেস (আরএলডব্লুএলআরআরএল..); ৭৩০;১১-০৭-২৫ দুপুর ২.০০টা;২০,০০,০০০। ১১; এএ/১১; **১৩১৩৭-এসএলআর-এফ১-কেওএএ-এএমএইচ-২৪-১** (পার্সেল-এসএলআর); এসএলআর কোচে পার্সেল স্পেস (সিঙ্গল কম্পার্টমেন্ট); ১০৫; ১১-০৭-২৫ দুপুর ২.১০ মিনিট; ০। ১২; এএ/১২; **১৯৪১৪-এসএলআর-এফ১-কেওএএ-এডিআই-২৩-১** (পার্সেল-এসএলআর); এসএলআর কোচে পার্সেল স্পেস (সিঙ্গল কম্পার্টমেন্ট); ১০৪; ১১-০৭-২৫ দুপুর ২.২০ মিনিট; ০। ১৩; এএ/১৩; **১৩১৫৭-এসএলআর-এফ১-কেওএএ-এমএফপি-২৫-১** (পার্সেল-এসএলআর); এসএলআর কোচে পার্সেল স্পেস (সিঙ্গল কম্পার্টমেন্ট); ১০৫; ১১-০৭-২৫ দুপুর ২.৩০ মিনিট; ০। ১৪; এএ/১৪; **১৩১৬৫-এসএলআর-আর১-কেওএএ-এসএমআই-২৫-১** (পার্সেল-এসএলআর); এসএলআর কোচে পার্সেল স্পেস (সিঙ্গল কম্পার্টমেন্ট); ১০৪; ১১-০৭-২৫ দুপুর ২.৪০ মিনিট; ০। ১৫; এএ/১৫; **১৫০৪৭-এসএলআর-এফ১-কেওএএ-জিকেপি-২৫-১** (পার্সেল-এসএলআর); এসএলআর কোচে পার্সেল স্পেস (সিঙ্গল কম্পার্টমেন্ট); ৪১৮; ১১-০৭-২৫ দুপুর ২.৫০ মিনিট; ২০,০০,০০০। ১৬; এএ/১৬; **১৫০৪৯-এসএলআর-এফ১-কেওএএ-জিকেপি-২৫-১** (পার্সেল-এসএলআর); এসএলআর কোচে পার্সেল স্পেস (সিঙ্গল কম্পার্টমেন্ট); ২০৮; ১১-০৭-২৫ দুপুর ৩.০০টা; ০। ১৭; এএ/১৭; **১৩১৭৩-এসএলআর-আর১-এসডিএএইচ-এসবিআরএম-২৪-১** (পার্সেল-এসএলআর); এসএলআর কোচে পার্সেল স্পেস (সিঙ্গল কম্পার্টমেন্ট); ২০৯; ১১-০৭-২৫ দুপুর ৩.১০ মিনিট; ২০,০০,০০০। ১৮; এএ/১৮; **১৩১৬৯-এসএলআর-এফ১-এসডিএএইচ-এসএইচসি-২৫-১** (পার্সেল-এসএলআর); এসএলআর কোচে পার্সেল স্পেস (সিঙ্গল কম্পার্টমেন্ট); ২০৯; ১১-০৭-২৫ দুপুর ৩.২০ মিনিট; ০। ১৯; এএ/১৯; **১৩১৬৩-এসএলআর-আর১-এসডিএএইচ-এসএইচসি-২৫-১** (পার্সেল-এসএলআর); এসএলআর কোচে পার্সেল স্পেস (সিঙ্গল কম্পার্টমেন্ট); ৫২১; ১১-০৭-২৫ দুপুর ৩.৩০ মিনিট; ০। ২০; এএ/২০; **১৩১০৫-এসএলআর-এফ১-এসডিএএইচ-বিইউআই-২৪-১** (পার্সেল-এসএলআর); এসএলআর কোচে পার্সেল স্পেস (সিঙ্গল কম্পার্টমেন্ট); ৩১২; ১১-০৭-২৫ দুপুর ৩.৪০ মিনিট; ০। ২১; এএ/২১; **১৩১০৫-এসএলআর-এফ২-এসডিএএইচ-বিইউআই-২৪-১** (পার্সেল-এসএলআর); এসএলআর কোচে পার্সেল স্পেস (সিঙ্গল কম্পার্টমেন্ট); ৩১২; ১১-০৭-২৫ দুপুর ৩.৫০ মিনিট; ০। ২২; এবি/১; **১৩১৮১-১৩১৮২-ভিপি-১-কেওএএ-এসএইচটিটি-২৫-১** (পার্সেল-পার্সেল ভ্যান); পার্সেল ভ্যানে পার্সেল স্পেস; ১০৫; ১১-০৭-২৫ বিকাল ৪.০০টা; ৫০,০০,০০০। **রেট ইউনিট ঃ** ট্রিপ প্রতি লাইসেন্সিং ফি (ক্র.নং. ১ থেকে ২১ প্রতিটির জন্য) এবং ট্রিপ প্রতি রাউন্ড (দু দিকে) (ক্র.নং. ২২-এর জন্য)। **ন্যূনতম বৃদ্ধি (%)ঃ** ০.২ (প্রতিটি ক্র.নং.-এর জন্য)। **বায়না মূল্যঃ** ১০% (প্রতিটি ক্র.নং.-এর জন্য)। **লটের স্ট্যাটাস ঃ** আরপি পেন্ডিং (প্রতিটি ক্র.নং.-এর জন্য)। (SDAH-100/2025-26)

টেন্ডার বিজ্ঞপ্তি ওয়েবসাইট www.er.indianrailways.gov.in/www.ireps.gov.in -এও পাওয়া যাবে

আমাদের অনুসরণ করুন: @EasternRailway easternrailwayheadquarter

হাসপাতাল থেকে উধাও রোগী

কর্তৃপক্ষের বিরুদ্ধে অসহযোগিতার অভিযোগ

সুবীর মহন্ত

বালুরঘাট, ২৭ জুন : বালুরঘাট সদর হাসপাতাল থেকে নিখোঁজ চিকিৎসাধীন এক তরুণ। এমন দাবি করে তাঁর পরিবারের তরফে বালুরঘাট থানায় নিখোঁজ সংক্রান্ত অভিযোগ দায়ের করা হয়েছে। গত তিনদিন ধরে ৩৭ বছরের গৌতম দাসের খোঁজ মিলছে না বলে পরিবারটির বক্তব্য।

বালুরঘাট ব্লকের নুনইল গ্রামের গৌতম বেশ কয়েক মাস ধরেই মানসিক সমস্যায় ভুগছেন। বাড়ির কাউকে না জানিয়ে মঙ্গলবার বাড়ি থেকে বেরিয়ে রাস্তায় অসুস্থ হয়ে পড়েন। পথচারীরাই তাঁকে বালুরঘাট হাসপাতালে ভর্তি করে পরিবারকে খবর দেন। বুধবার সকালে তাঁর বাবা অমল দাস হাসপাতালের মেল মেডিকেলে যান। কিন্তু সেখানে তিনি ছেলেকে দেখতে পাননি।

তাঁর দাবি, হাসপাতালের রেজিস্টারে ভর্তির কথা লেখা রয়েছে। উল্লেখ নেই ছুটির কথা। হাসপাতালে সর্বত্র তন্নতন্ন করে খুঁজেও ছেলের কোনও খোঁজ পাননি বলে জানান তিনি। এরপরেই বালুরঘাট থানার দ্বারস্থ হন। ওই তরুণের খোঁজ শুরু হয়েছে বলে বালুরঘাট থানার আইসি সুমন্ত বিশ্বাস জানান।

> আগে বিষয়টি আমাকে কেউ জানায়নি। জানার পর ওয়ার্ড থেকে রিপোর্ট চেয়ে পাঠিয়েছি। পাশাপাশি সিসি ক্যামেরার ফুটেজও দেখা হবে।
>
> **ডাঃ কৃষ্ণেন্দুবিকাশ বাগ**
> *সুপার, বালুরঘাট হাসপাতাল*

পারিবারিক সূত্রে জানা গিয়েছে, পারিবারিক বিবাদের জেরে দেড় বছর আগে দুই সন্তানকে নিয়ে গৌতমের স্ত্রী বাপের বাড়ি চলে যান। স্ত্রী এবং সন্তানরা চলে যাওয়ার পর থেকেই গৌতম মানসিকভাবে ভেঙে পড়েন। ক্রমশই তাঁর মানসিক সমস্যা বাড়তে থাকে।

গৌতমের বাবার বক্তব্য, এর আগেও না বলে বাড়ি থেকে বেশ কয়েকবার বের হয়েছে। কিন্তু ফিরেও এসেছে। মঙ্গলবারও শারীরিক অসুস্থতার জন্য চিকিৎসা করাতে হাসপাতালে যাবে বলে বাড়ি থেকে বের হয়। তবে বিকেলে স্থানীয়রা খবর দেন, অসুস্থ গৌতমকে রাস্তা থেকে তুলে নিয়ে গিয়ে হাসপাতালে ভর্তি করা হয়েছে। হাসপাতালের তিনতলার ২১২ নম্বর ঘরে রয়েছেন গৌতম। নিখোঁজ গৌতমের বাবার অভিযোগ, 'হাসপাতালের নার্স, আয়া বা কর্তৃপক্ষ, কেউ সহযোগিতা করেনি।'

এদিন বালুরঘাট থানায় দাঁড়িয়ে ওই বৃদ্ধ কেঁদে বলেন, 'নাতনিদের নিয়ে বৌমা রাগ করে বাপের বাড়ি চলে যাওয়ার পর থেকেই ছেলেটা কেমন যেন হয়ে গেল। আমাদের কথা একদম শোনে না। রাস্তায় রাস্তায় ঘুরে বেড়ায়। ছেলে ভর্তি রয়েছে খবর পেয়ে হাসপাতালে এসে ওকে পেলাম না। কোথায় যে গেল ছেলেটা, বুঝতে পারছি না।'

হাসপাতাল থেকে চিকিৎসাধীন অবস্থায় একজন উধাও হয়ে গেলেন, কোনও স্বাস্থ্যকর্মীর নজরে পড়ল না? ওয়ার্ডের নার্স, নিরাপত্তারক্ষীরা কী করছিলেন? এমন নানান প্রশ্ন উঠছে। হাসপাতালের সুপার ডাঃ কৃষ্ণেন্দুবিকাশ বাগ বলেন, 'আগে বিষয়টি আমাকে কেউ জানায়নি। জানার পর ওয়ার্ড থেকে রিপোর্ট চেয়ে পাঠিয়েছি। পাশাপাশি সিসি ক্যামেরার ফুটেজও দেখা হবে।'

বেহাল বিদ্যুৎ

হরিশ্চন্দ্রপুর, ২৭ জুন : হরিশ্চন্দ্রপুর বিদ্যুৎ সাব-স্টেশনের কুমেদপুর ফিডারের বেহাল দশা হয়েছে। এরফলে সামান্য বৃষ্টি কিংবা ঝোড়ো হাওয়া হলেই বিদ্যুৎবিভ্রাট ঘটে। হরিশ্চন্দ্রপুর-২ ব্লকের বাসিন্দাদের নাজেহাল হতে হয়। কুমেদপুর ফিডারের পরিকাঠামো ঠিক করার দাবিতে স্থানীয় বাসিন্দারা মন্ত্রী ও জনপ্রতিনিধিদের কাছে স্মারকলিপি জমা দিলেন। বাসিন্দাদের দাবি, কভারহীন তার বদলে ইনসুলেটেড কেবল লাগানো হোক।

স্থানীয় বাসিন্দা আশরাফুল হক বলেন, 'সামান্য ঝড়-বৃষ্টিতে ঘণ্টার পর ঘণ্টা বিদ্যুৎ থাকে না। দীর্ঘদিন ধরেই বিদ্যুৎ সমস্যায় ভুগছি। নতুন পাওয়ার হাউস হলেই সমস্যা মিটবে।' মন্ত্রী তজমুল হোসেন বলেন, 'সমস্যার সমাধানে বিদ্যুৎমন্ত্রীর সঙ্গে কথা বলব।'

বৃক্ষরোপণ

বালুরঘাট, ২৭ জুন : পরিবেশ ও জীববৈচিত্র্য রক্ষায় এক অভিনব উদ্যোগ নিল বালুরঘাট ব্লক প্রশাসন। দিন-দিন কমতে থাকা ফলের গাছের সংখ্যা বাড়াতে র‍্যাশন ডিলারদের হাত ধরে শুরু হয়েছে বৃক্ষরোপণ কর্মসূচি। শুক্রবার বালুরঘাট ব্লকের বিভিন্ন এলাকায় জাম, কাঁঠাল, ডুমুর সহ নানা ফলের গাছের চারা বিতরণ ও রোপণ করা হয়। স্থানীয় বাসিন্দারা এই কর্মসূচিকে স্বাগত জানিয়েছেন।

এদিন ব্লকের কামারপাড়াতে বৃক্ষরোপণ কর্মসূচির সূচনা করেন বিডিও সম্বল ঝা ও বালুরঘাট পঞ্চায়েত সমিতির সভাপতি অরূপ সরকার। ৪৬ জন র‍্যাশন ডিলারের মাধ্যমে এই কর্মসূচি কার্যকর করা হচ্ছে।

কীটনাশকে মৃত

রায়গঞ্জ, ২৭ জুন : পুকুরের ধারে ঘাস মারার কীটনাশক স্প্রে করতে গিয়ে আবদুল আলিম শেখ নামে এক ব্যক্তি শুক্রবার গুরুতর অসুস্থ হয়ে পড়েন। বাড়ির লোক দ্রত তাঁকে রায়গঞ্জ মেডিকেল কলেজ ও হাসপাতালে নিয়ে যান। চিকিৎসাধীন অবস্থায় সেখানেই আবদুলের মৃত্যু হয়। রায়গঞ্জ শহর সংলগ্ন গোয়ালপাড়া এলাকায় ঘটনাটি ঘটেছে।

উত্তেজনা

কুমারগঞ্জ, ২৭ জুন : বৃহস্পতিবার দুপুরে কুমারগঞ্জ ব্লকের আঝইর গ্রামে দুটি পুকুরের মালিকানাকে ঘিরে উত্তেজনা ছড়ায়। গ্রামবাসীরা জানান, ৫০ বছরেরও বেশি সময় ধরে তাঁরা গ্রামের ওই দুটি পুকুরে মাছ চাষ করে আসছেন। তাঁদের কাছে লিজের কাগজ আছে বলেও গ্রামবাসীরা দাবি করেন। পুলিশ ঘটনার তদন্ত শুরু করেছে।

ছোবলে মৃত্যু

মালদা, ২৭ জুন : সাপের ছোবলে এক তরুণের মৃত্যু হল। সাহিন মণ্ডল (২৮) নামে ওই তরুণ দক্ষিণ দিনাজপুরের হিলি থানার ত্রিমোহিনী এলাকার বাসিন্দা ছিলেন। পুলিশ ঘটনার তদন্ত শুরু করেছে।

কন্ট্রোল রুম

তপন, ২৭ জুন : যানজট নিয়ন্ত্রণে শুক্রবার তপনে একটি ট্রাফিক কন্ট্রোল রুমের উদ্বোধন করা হয়। ফুলবাড়ি হাইওয়ে ট্রাফিক গার্ডের উদ্যোগে চৌরঙ্গি মোড়ে এই কন্ট্রোল রুমটি তৈরি করা হয়েছে।

প্রাণবন্ত।। *ইসলামপুরে ছবিটি তুলেছেন আরিফ আলম।*

পাঠকের লেন্সে
8597258697
picforubs@gmail.com

বচসার পর ফাঁসে মৃত্যু তরুণের

স্ত্রীর পরকীয়ার প্রতিবাদে মামলার হুমকি

রায়গঞ্জ, ২৭ জুন : স্ত্রীর অবৈধ সম্পর্কের জেরে গলায় ফাঁস দিয়ে আত্মঘাতী হলেন এক তরুণ। মর্মান্তিক ঘটনাটি ঘটেছে করণদিঘি থানার কামারতোর সংলগ্ন বুধোর গ্রামে। শুক্রবার বিকাল তিনটা নাগাদ ওই তরুণের দেহ ময়নাতদন্ত করে পরিবারের হাতে তুলে দেয় পুলিশ। পুলিশ সূত্রে জানা গিয়েছে মৃত ওই তরুণের নাম জগন্নাথ সিংহ (৩০)।

পুলিশ ও পরিবার সূত্রে খবর, দিন পাঁচেক আগে স্ত্রীর ফোনে অন্য একজনের সঙ্গে তার আপত্তিকর ছবি দেখে ফেলেন ওই তরুণ। স্ত্রীর পরকীয়ার প্রতিবাদ করেছিলেন স্বামী। এরপর স্ত্রীর সঙ্গে বচসা বাধে। রাগ করে স্ত্রীর ফোন আছড়ে ভেঙে ফেলেন। এরপরেই রাগ করে বাড়ি থেকে বেরিয়ে যান স্ত্রী। স্ত্রীকে একাধিকবার ফোন করে বাড়িতে আসার কথা বললেও আসেন না।

বৃহস্পতিবার স্ত্রী সহ শ্বশুরবাড়ির লোকজন অকথ্য ভাষায় গালিগালাজ করার পাশাপাশি তাঁকে বধূ নির্যাতনের মিথ্যে মামলায় ফাঁসিয়ে দেওয়ার হুমকি দেওয়া হয়। এরপরেই অভিমানে আত্মঘাতী হন ওই তরুণ। মৃত তরুণের মামা সুবোধ সিংহ জানান, করণদিঘি থানায় ভাগ্নের বৌ সহ চারজনের বিরুদ্ধে লিখিত অভিযোগ দায়ের করেছেন। অভিযোগের ভিত্তিতে ওই মৃত তরুণের ফোন বাজেয়াপ্ত করে ঘটনার তদন্ত শুরু করেছে করণদিঘি থানার পুলিশ। পাশাপাশি একটি অস্বাভাবিক মৃত্যুর মামলা রুজু হয়েছে।

ক্ষোভে নির্মাণে বাধা

বালুরঘাট, ২৭ জুন : মাস দেড়েক আগে দৌল্লা প্রাথমিক স্কুল ভবন তৈরিতে নিম্নমানের সামগ্রী ব্যবহারের অভিযোগ উঠেছিল। সেই সময় বিষয়টি নজরে আসতে কাজ বন্ধ করে দিয়েছিলেন ক্ষুব্ধ গ্রামবাসীরা। এরপর ঠিকাদারি সংস্থাটি ঠিকঠাক সামগ্রী ব্যবহারের আশ্বাস দিলে শুরু হয় কাজ। আবারও সেই জায়গায় নিম্নমানের নির্মাণসামগ্রী ব্যবহারের অভিযোগ উঠল ঠিকাদারের বিরুদ্ধে। বিষয়টি নজরে আসতেই ফের কাজ বন্ধ করে দিলেন ক্ষুব্ধ গ্রামবাসীরা। শুক্রবার ঘটনাটি ঘটেছে বালুরঘাট ব্লকের অমৃতখণ্ড গ্রাম পঞ্চায়েতের চকামোদে। এনিয়ে বিভিন্ন জায়গায় লিখিত অভিযোগ দায়ের করতে চলেছেন গ্রামবাসীরা। পুরো বিষয়টি খতিয়ে দেখার আশ্বাস দিয়েছে জেলা প্রশাসন। বিক্ষোভকারী পূরবী বর্মন বলেন, 'কিছুদিন আগে নিম্নমানের সামগ্রী ব্যবহার করার জন্য স্কুলের কাজ বন্ধ করে দেওয়া হয়েছিল। আবার সেই নিম্নমানের জিনিস দিয়ে কাজ করছেন ঠিকাদার। বালির বদলে মাটি দিচ্ছেন। খারাপ পাথর ও বালি দেওয়া হচ্ছে। তাই আজ আবার আমরা কাজ বন্ধ করে দিয়েছি। আগামী সোমবার এনিয়ে সব জায়গায় অভিযোগ জানাব।'

কুমোরটুলিতে কাঠামোপুজো। শুক্রবার ইংরেজবাজার শহরের কুট্টিটোলা লেনে। ছবি : হরষিত সিংহ

২৫ বছর ধরে মেলায় পুতুল বিক্রি রঞ্জিতের

পঙ্কজ ঘোষ

গাজোল, ২৭ জুন : কলসি কোমরে এক রমণী। হাতি, ঘোড়া থেকে গণেশ, রাধাকৃষ্ণ ইত্যাদি মাটির পুতুল। রথের মেলায় সাজিয়ে বসেছেন রঞ্জিত পাল। গত ২৫ বছর ধরে বসেন। গাজোলের আদর্শপল্লির বাসিন্দা রঞ্জিত পাল বছরের এই সময়টায় অতিরিক্ত উপার্জনের আশায় মাটির পুতুল তৈরি করেন। বিক্রি করেন গাজোলের তারাতলায় রথের মেলায়।

রঞ্জিতের কথায়, 'আমার বাবাও ১৫-২০ বছর এই মেলায় হরেকরকমের পুতুল বিক্রি করতেন।' বছরের অন্য সময় রঞ্জিত মাটির বাসনকোসন বানান। এই পেশাতেই পরিবার চলে। অবিবাহিতা বড় মেয়ে এখন সরকারি স্বাস্থ্যকেন্দ্রে নার্স। ছোট মেয়ে গাজোল শ্যামসুখী বালিকা বিদ্যালয়ের একাদশ শ্রেণির পড়ুয়া। রঞ্জিত বলেন, 'দীর্ঘদিন ধরে মাটি দিয়ে নানা জিনিসপত্র তৈরি করছি। রথের মেলা এলে ছোটদের মনোরঞ্জনের জন্য রংবেরংয়ের পুতুল তৈরি করি।'

তবে তাঁর আক্ষেপ, 'সরকারি সহায়তা মিললে সুবিধা হত। আমার কারখানার হাল বেহাল। চাল ফুটো হয়ে বর্ষায় জল পড়ে।' সমস্যা, বাধা অনেক। তবুও রথের মেলা এলে মাটির পুতুল তৈরি, তারপর মেলায় বসা অভ্যাসে পরিণত হয়ে গিয়েছে।

ঐতিহ্যের উৎসব মালদা জেলাজুড়ে

মালদা ব্যুরো

২৭ জুন : বেলা ৩টা। নেতাজি মোড় থেকে গড়াল ইসকনের রথের চাকা। বর্ণাঢ্য শোভাযাত্রার মধ্যে দিয়ে যাত্রা শুরু। রথের সামনে-পিছনে এবং রাস্তার দু'ধারে ভক্তদের ভিড়। এগিয়ে চলেছে পরপর তিনটি রথ। পোস্ট অফিস মোড় যখন পেরোচ্ছে ইসকনের রথ, সেখানে তখন বড় স্ক্রিনে দিঘার জগন্নাথ মন্দিরের দৃশ্য। সেখানে রথের শোভাযাত্রায় হাঁটছেন মুখ্যমন্ত্রী মমতা বন্দ্যোপাধ্যায়। শুধুমাত্র পোস্ট অফিস মোড় নয়, জেলা প্রশাসনের উদ্যোগে মালদা শহরের একাধিক জায়গায় এদিন দিঘার রথযাত্রা দেখানোর ব্যবস্থা করা হয়েছিল।

মালদা শহরের প্রাচীন রথযাত্রা মকদুমপুরে অনুষ্ঠিত হয়। রথ উপলক্ষ্যে শুক্রবার সকাল থেকেই মকদমপুরজুড়ে রাস্তার দু'পাশে বসা মেলায় ভিড়। এ বার ১৮১ বছরে পড়ল মকদমপুর বড় রথ। বংশপরম্পরায় এই রথ হয়ে আসছে। শহরের এলআইসি মোড় থেকে গৌড় রোড মোড় পর্যন্ত রথ নিয়ে যাওয়া হয় এদিন। সাতদিন ধরে মন্দিরে চলবে বিভিন্ন ধর্মীয় অনুষ্ঠান। উদ্যোক্তাদের তরফে বৈদ্যনাথ দাস বলেন, 'চার পুরুষ ধরে এই রথযাত্রা হয়ে আসছে। বর্তমানে আমরা দায়িত্বে রয়েছি।' ইসকনের রথ এবার ২১ বছরে পা দিয়েছে মালদায়। ইসকনের রথের দড়ি টানতে ভক্তদের ঢল নামে। নেতাজি মোড় থেকে শুরু হয়ে পল্লিশ্রী মাঠে শেষ হয়। এখানেই সাতদিনব্যাপী বিভিন্ন অনুষ্ঠান চলবে। এছাড়াও মালদা শহরের বিভিন্ন প্রান্তে ছোট-বড় বেশ কয়েকটি রথ দেখা গিয়েছে। সর্বত্রই ছিল উপচে পড়া ভিড়।

প্রায় ৬০০ বছরের প্রাচীন কালিয়াচক থানার জালালপুরের রথযাত্রাকে কেন্দ্র করে বাড়তি উন্মাদনা ছিল। আইনি জটিলতার মধ্য দিয়ে এখানে রথ উৎসব অনুষ্ঠিত হয়। তবে রথ উপলক্ষ্যে মেলা বসেনি। শুধুমাত্র রথ টানা হয় এখানে। এছাড়াও মোথাবাড়ি, বৈষ্ণবনগরে রথের দড়ি টানা হয়। পুরাতন মালদার বিভিন্ন জায়গাতেও রথকে কেন্দ্র করে ছিল উৎসাহ ও উদ্দীপনা। মাধাইপুরে রথযাত্রা উপলক্ষ্যে বিশাল মেলা বসে। হবিবপুর ব্লকের আইহো বুলবুলচণ্ডী, বামনগোলা ব্লকের পাকুয়াহাট নালাগোলা সহ বিভিন্ন গ্রামীণ এলাকাতেও দেখা গেল রথের দড়ি টানতে ভক্তদের উৎসাহ।

উত্তর মালদার চাঁচলে পালিত হল রথযাত্রা। প্রায় ৩০০ বছরের পুরোনো চাঁচল রাজবাড়ির রাজ আমলের রথযাত্রা। প্রত্যেকবারের মতো এবারও রাজবাড়ির ঠাকুরদালান থেকে রথ বের হয়। সমগ্র সদর এলাকা প্রদক্ষিণ করে রায়পাড়া শিব মন্দির প্রাঙ্গণে শেষ হয় যাত্রা। অন্যদিকে, কলিগ্রামে শ্যামরায় মন্দির থেকে শুরু হয় রথযাত্রা। কয়েক হাজার এলাকাবাসী অংশগ্রহণ করেন। গালিমপুরেও ঐতিহ্যবাহী রথযাত্রা ধুমধামের সঙ্গে পালিত হয়। হরিশ্চন্দ্রপুর ব্লকের বিভিন্ন প্রান্তেও এদিন রথযাত্রা উপলক্ষ্যে রথ বের হয়। এবছর প্রথম রতুয়ার পাঁচটি পঞ্চায়েত মিলে রথযাত্রার আয়োজন করা হয়েছিল। নিরাপত্তার মধ্য দিয়ে এই প্রথম রতুয়ায় রথ টানা হয়। মানিকচক ব্লকেও সাড়ম্বরে পালিত হল রথযাত্রা উৎসব।

গাজোলের কার্নিভালে ১৭টি রথ

গৌতম দাস

গাজোল, ২৭ জুন : চরম উৎসাহ-উদ্দীপনার মধ্যে দিয়ে পালিত হল গাজোলের রথযাত্রা কার্নিভাল। এবার এই কার্নিভালের চতুর্থ বর্ষ। শুক্রবার বিকাল থেকে ৫১২ নম্বর জাতীয় সড়কে নেমেছিল মানুষের ঢল। বামনগোলা মোড়, বিদ্রোহী মোড়, বাসস্ট্যান্ড, করলা ভিটা মোড় সব জায়গা ছিল লোকে লোকারণ্য। ভিড় দেখা যায় বিদ্রোহী মোড় থেকে কদুবাড়ি মোড় যাওয়ার রাস্তাতেও। আগের তিন বছরের ভিড়কে মাথায় রেখে এবছর পুলিশের নিরাপত্তা ব্যবস্থা ছিল জোরদার। এছাড়াও পুলিশের পক্ষ থেকে ড্রোন উড়িয়ে কড়া নজরদারি চালানো হয়।

রথযাত্রা কার্নিভালের অন্যতম উদ্যোক্তা বিধানচন্দ্র রায় জানান, ২০২২-এ প্রথম এই রথযাত্রা কার্নিভালের আয়োজন করা হয়েছিল। সব মিলিয়ে এবছর ১৭টি রথ এই কার্নিভালে অংশ নিয়েছিল। রথযাত্রাকে কেন্দ্র করে গোরুহাট, তারাতলা এবং শংকরপুর কালী মন্দিরের পাশে মেলা বসেছে।

কার্নিভালকে ঘিরে গাজোলবাসীর উত্তেজনা ছিল নজরে পড়ার মতো। প্রায় সাড়ে তিন কিলোমিটার এলাকা লোকে লোকারণ্য হয়ে গিয়েছিল। কার্নিভাল চলাকালীন ৫১২ নম্বর জাতীয় সড়কে টোটো চলাচল নিষিদ্ধ করা হয়েছিল।

ধর্মতলা মোড়ের জগন্নাথ মন্দির সহ অন্যান্য মন্দিরেও ভক্তদের জন্য প্রসাদের ব্যবস্থা করা হয়েছিল। কার্নিভালে বিভিন্ন এলাকা থেকে ছোট-বড় রথ ৫১২ নম্বর জাতীয় সড়কে এসে উপস্থিত হয়। এরপর করলা ভিটা মোড়, তুলসীডাঙ্গা হাসপাতাল মোড় হয়ে নয়াপাড়া পর্যন্ত যায় রথগুলি। কার্নিভালের পর তারক কুঞ্জে জগন্নাথ মন্দিরে রথ বিগ্রহগুলিকে রাখা হয়। বিকাল ৫টা থেকে সন্ধ্যা সাড়ে ৭টা পর্যন্ত চলে কার্নিভাল।

দুর্গাপুজোর প্রস্তুতি শুরু

হরষিত সিংহ

মালদা, ২৭ জুন : রথের চাকা গড়াতেই বাঙালির শ্রেষ্ঠ উৎসবের কাউন্ট ডাউন শুরু! রথযাত্রার সকালে কাঠামোপুজোর মধ্যে দিয়ে কুমোরটুলিতে প্রস্তুতি শুরু হল প্রতিমা গড়ার। এদিন প্রতিমার কাঠামোপুজো করেই দুর্গা প্রতিমা তৈরির কাজ শুরু করেন মালদা শহরের মৃৎশিল্পী রাজকুমার পণ্ডিত। এবার দুই থেকে তিনটি থিমের প্রতিমা তৈরি করার বরাত পেয়েছেন। রাজকুমার বলেন, 'ঠাকুরদা-বাবাকে দেখেছি রথের দিন কাঠামোপুজো করে প্রতিমা তৈরি করতে। সেই পরম্পরা আমি ধরে রেখেছি।'

সেপ্টেম্বর মাসের শেষ সপ্তাহে এবার দুর্গাপুজো। ফলে হাতে সময় খুব বেশি নেই। এখন থেকেই প্রস্তুতি শুরু করে দিয়েছে বিগ বাজেটের পুজো কমিটিগুলি। মালদা শহরের বিগ বাজেটের পুজোগুলির মধ্যে অন্যতম শান্তি ভারতী পরিষদ। শুক্রবার সকালে ক্লাব প্রাঙ্গণে খুঁটিপুজোর মধ্যে দিয়ে এদিন থেকে শুরু হল প্রস্তুতি।

মালদা শহরের আরেকটি প্রাচীন পুজো আদি কংসবণিক সম্প্রদায়ের দুর্গাপুজো। প্রতিবছর রথযাত্রা উপলক্ষ্যে মন্দির প্রাঙ্গণে কাঠামো এবং মাটিপুজো করা হয়। এবছরও তার অন্যথা হয়নি বলে জানালেন মন্দিরের সেবাইত অভিজিৎ ভট্টাচার্য।

মালদা শহরের মনস্কামনা রোড সর্বজয়ী ক্লাবের দুর্গাপুজোর এবছর ৫০তম বর্ষ। সুবর্ণ জয়ন্তী উৎসবে এবারের পুজোর থিম 'শিশমহল'। পুজো কমিটির সম্পাদক রঞ্জিত মাসাদ্দি জানান, দর্শনার্থীদের মন জয় করতে থিম, আলোকসজ্জা-সবকিছুতেই চমক থাকছে।

এছাড়া, এদিন ১৮ নম্বর ওয়ার্ডের শরৎপল্লি সর্বজনীন মহিলা পরিচালিত দুর্গাপুজো কমিটির খুঁটিপুজো করা হয়। শহরের অগ্রণী ক্লাব সহ ছোট-বড় ক্লাবগুলি প্রথা মেনে এদিন থেকে পুজোর প্রস্তুতি শুরু করে দিয়েছে।

কোথাও নয়, কোথাও সাত বা পাঁচ চাকার রথ

দক্ষিণ দিনাজপুর ব্যুরো

২৭ জুন : শতাব্দীপ্রাচীন প্রথা মেনে ঐতিহ্যবাহী বিনশিরার রথের চাকা গড়াল। সকাল থেকে বিনশিরা জমিদার বাড়ির মন্দিরে তার আগে মহাধুমধামে মহাপুজো হয়। তারপর নয় চাকার রথে জগন্নাথ, সুভদ্রা এবং বলরামের বিগ্রহ প্রতিষ্ঠার পর মাসির বাড়ির পথে রথের রশিতে টান পড়ে। ভক্তদের ভিড় এমনই যে, নিয়ন্ত্রণে মোতায়েন করতে হল পুলিশকে।

মন্দির প্রাঙ্গণে বড়সড়ো মেলাও বসে। বিনশিরার ওই পরিবারের সুদর্শন দাস বলেন, 'প্রাচীন প্রথা মেনে যাবতীয় আয়োজন।' বিনশিরার মতো ঐতিহ্য আছে তপনে শ্রীশ্রী রাধাগোবিন্দ সেবাশ্রম সংঘের রথযাত্রার। যেখানে লক্ষাধিক ভক্তের সমাগম হয়। তালধ্বজ, দেবদোলন এবং নন্দীঘোষ নামে এই আশ্রমের তিনটি রথ তপন ঘুরে সালাসে মাসির বাড়িতে পৌঁছায়।

তালধ্বজ রথে জগন্নাথদেব, দেবদোলনে সুভদ্রা ও নন্দীঘোষ রথে বলরামের ঠাঁই হয়। বালুরঘাটের বোয়ালদার জগন্নাথ মন্দির থেকেও শুক্রবার সাতটি রথ বেরিয়েছে। যেগুলির মধ্যে উল্লেখযোগ্য বিমলাদেবী, রাধাগোবিন্দ এবং গোপালের রথ। রথযাত্রা উপলক্ষ্যে অমৃতখণ্ড গ্রাম পঞ্চায়েতের হোসেনপুর এবং মালঞ্চায় মেলা বসে। কুশমণ্ডি ব্লকের শীতলা মন্দির থেকে রথ গিয়েছে বাঘড়াইচণ্ডী মন্দিরে মাসির বাড়িতে।

হরিরামপুর দানগ্রাম দুর্গা মন্দির থেকে ৫ কিলোমিটার পথ পেরিয়ে জগন্নাথ, বলরাম, সুভদ্রাকে রামকৃষ্ণ মন্দিরে নিয়ে আসেন ভক্তরা। এছাড়াও বুনিয়াদপুরের আকর্ষণ পিরতলা সর্বজনীন, ইসকন, পুষ্পেন্দু সাহা এবং দক্ষিণপাড়ার খুদেদের রথ। পিরতলাতে মেলা বসেছে। বংশীহারীর খানপুর, বদলপুর, দৌলতপুর, ডিটল হাট, করখা এবং পাথরঘাটাতেও রথযাত্রা হয়েছে। পতিরাম থানার পাঁচটি পঞ্চায়েতের ২৪টি এবং কুমারগঞ্জ থানার সাতটি পঞ্চায়েতে ২২টি রথ বেরিয়েছে। গঙ্গারামপুর পুরসভার চেয়ারম্যান প্রশান্ত মিত্র কালদিঘিতে রথযাত্রার সূচনা করেন। ধলদিঘির জগন্নাথ মন্দির, ঠ্যাঙ্গাপাড়ার নাটমন্দির কমিটি, দত্তপাড়ার রথবাড়ি, কালদিঘির শ্রীশ্রী রাধাবিনোদ সেবাকুঞ্জ, শ্রীশ্রী হরেকৃষ্ণ নামহট্ট সংঘ, গিরিধারীধাম নীলডাঙ্গা, বোড়ডাঙ্গী জগন্নাথ মন্দির থেকেও রথ বেরিয়েছে।

তবে সম্প্রীতির নজির গড়েছেন ডাঙ্গারহাটের বাসিন্দা মুসলমান তরুণরা। বৃহস্পতিবার রাতে রথ চলার পথ সাফসুতরো করেছিলেন তাঁরা।

সর্বজনীনের সঙ্গে বহু বাড়িতে উৎসব

উত্তর দিনাজপুর ব্যুরো

২৭ জুন : ইসকন নামহট্ট মন্দিরের উদ্যোগে রথযাত্রার মহোৎসব হল দেবীনগর স্পোর্টিং অ্যাসোসিয়েশনের মাঠে। কান্তনগর ইসকন মন্দির থেকে সুসজ্জিত রথ রায়গঞ্জ শহর ঘুরে ওই মাঠে পৌঁছায়। সেখানেই জগন্নাথের মাসির বাড়ি ধরে নেওয়া হয়। ৫ জুলাই পর্যন্ত চলবে ওই মহোৎসব। এছাড়া উলটোরথ পর্যন্ত ৯ দিন ধরে হবে ধর্মীয় সভা, পুজোপাঠ, আরতি, কীর্তন, বৈদিক নাটক, হরেকৃষ্ণ প্রদর্শনী ইত্যাদি।

রায়গঞ্জে রথের সংখ্যা কম নয়। দেবীনগরের দেবীতলা, দক্ষিণ বীরনগরে সুশান্ত দাস, রাসবিহারী মার্কেটের পাগলাবাবা, বন্দরের ঘোষালবাড়ি, শিববাড়ি এবং গোবিন্দবাড়ি ও উকিলপাড়ার কালী বিশ্বাসের রথ এগুলির মধ্যে উল্লেখযোগ্য। উকিলপাড়ার বিজয়ী সংঘের উদ্যোগেও রথযাত্রা হয়েছে। সন্ধ্যায় মেলা বসেছে। রথযাত্রা হয় পূর্ব নেতাজিপল্লি রথযাত্রা কমিটির উদ্যোগেও।

পূর্ব নেতাজিপল্লির রথও শহর ঘুরেছে। রথযাত্রা শিশু-কিশোরদের জীবনে অন্য মাত্রা এনে দেয়। শহরের অলিগলিতে ছোট ছোট রথ নিয়ে বেরিয়ে পড়েছিল তারা। রথের রশিতে টান দিতে ওদের উৎসাহ চোখে পড়ার মতো। এলাকার দোকানদারদের কাছে চাঁদার আবেদন করাতে কেউ ওদের হাতে ১০, কেউ ২০ অথবা ৫০ টাকা তুলে দিয়েছেন।

ডালখোলার লোকনাথ মন্দির থেকে রথ বেরিয়ে পুকুচালায় মাসির বাড়িতে পৌঁছায় শুক্রবার। করণদিঘি, টুঙ্গিদিঘি, রসাখোয়াতেও রথের রশিতে টান দিতে হাজার হাজার মানুষ রাস্তায় নেমেছিলেন। ইটাহারের ভেঙুবাড়ি, সুলিয়াপাড়া এবং ইটাহার ভারত সেবাশ্রম সংঘ থেকে শোভাযাত্রা বের হয়।

ত্রিশ ফুটের পিতলের রথে জগন্নাথ

সৌরভকুমার মিশ্র

হরিশ্চন্দ্রপুর, ২৭ জুন : ৩০ ফুট উচ্চতার পিতলের রথে চেপে হরিশ্চন্দ্রপুরে নগর পরিক্রমায় বেরোলেন জগন্নাথ, বলরাম ও সুভদ্রা। জগন্নাথ দেবের স্নানযাত্রা থেকে শুরু হয়েছিল রথযাত্রার প্রস্তুতি। শুক্রবার সেই রথের রশিতে টান পড়ল। এই দিনটির জন্য অধীর আগ্রহে অপেক্ষা করে থাকেন হরিশ্চন্দ্রপুরবাসী।

বিখ্যাত এই রথ এদিন হরিশ্চন্দ্রপুরের থানা মোড় থেকে যাত্রা শুরু করে পিপলা বাসস্ট্যান্ড ও পিপলা ব্রিজ হয়ে হরিশ্চন্দ্রপুর রেলস্টেশনে এসে শেষ হয়। রথযাত্রা উপলক্ষ্যে ভিড় সামলাতে এলাকার বিভিন্ন গুরুত্বপূর্ণ মোড়ে পুলিশ মোতায়েন করা হয়েছিল।

হরিশ্চন্দ্রপুরে পিতলের রথযাত্রা। শুক্রবার।

প্রতিবারের মতো এবারেও নগর পরিক্রমার পর মন্দির প্রাঙ্গণে সাতদিন ধরে জগন্নাথ, বলরাম ও সুভদ্রার পুজো করা হবে। প্রতিদিন ৫৬ রকমের ভোগ দেওয়া হবে। এই রথযাত্রার উদ্যোক্তা কার্তিক ভট্টাচার্য বলেন, '২৫ বছর ধরে হরিশ্চন্দ্রপুরে এই রথযাত্রা উদযাপন করা হচ্ছে। এর আগে এলাকায় যে রথযাত্রার আয়োজন করা হত তা আর্থিক কিছু কারণে বন্ধ হয়ে যায়। তারপর ২০০০ সাল থেকে আমি এই রথের সূচনা করি। এলাকাবাসীও সাহায্যের হাত বাড়িয়ে দেন।'

তিনি আরও জানান, ১০ কুইন্টাল লোহা ও ৪ কুইন্টাল পিতল দিয়ে এই রথ তৈরি করা হয়েছিল। নবদ্বীপ, মুর্শিদাবাদ, মালদা, কৃষ্ণনগর সহ বিভিন্ন জায়গা থেকে কারিগররা এই রথ তৈরি করতে এসেছিলেন। তার সঙ্গে তৈরি করা হয়েছিল নিম কাঠ দিয়ে তিন দেবদেবীর বিগ্রহ। এছাড়া সেই সময় আরও কিছু দেবতার বিগ্রহ তৈরি হয়েছিল। বিগত কুড়ি বছর ধরে সাতদিনব্যাপী হরিশ্চন্দ্রপুর থানা এলাকায় এই রথযাত্রাকে কেন্দ্র করে মেলা বসে। আজও এই রথযাত্রার আয়োজনের জন্য কারও থেকে চাঁদা নেওয়া হয় না। তাঁর নিজস্ব খরচেই এই রথযাত্রার আয়োজন করা হয়। শুক্রবার থেকে আগামী সাতদিন কার্তিকের বাড়ির নাটমন্দিরে জগন্নাথ, বলরাম ও সুভদ্রার পুজো করা হবে। দর্শনার্থীরা এই সময় তিন দেবদেবীর দর্শন করতে পারবেন।

বিমানে মৃত্যু

এয়ার ইন্ডিয়ার বিমানে অসুস্থ হয়ে মৃত্যু হল এক মহিলা যাত্রীর। কলকাতা বিমানবন্দর থেকে বিমানটি ওড়ার সময় এই ঘটনা ঘটেছে। আরজি করে দেহ পাঠানো হয়েছে।

বিস্ফোরণে ধৃত

বীরভূমের লাভপুরে বিস্ফোরণ কাণ্ডে গ্রেপ্তার হল তৃণমূলের স্থানীয় পঞ্চায়েত সদস্যের ছেলে মহম্মদ কাইফ। ধৃতের বয়স ১৯। বোমা বিস্ফোরণের অন্যতম কান্ডারি হিসেবে তাকে মনে করছে পুলিশ।

ছাত্রীকে হেনস্তা

বাংলায় কথা বলায় দুই ছাত্রীকে হেনস্তা করা হল কলকাতা বিশ্ববিদ্যালয়ে। এই অভিযোগের বিরুদ্ধে সরব হয়ে অবাঙালি আগ্রাসনের দিকে আঙুল তুলেছে 'আমরা বাঙালি' দল। ঘটনা খতিয়ে দেখছে কর্তৃপক্ষ।

উদ্ধার বাইক

হাড়োয়ায় ধরা পড়ল বাইক চুরি চক্র। ৬টি বাইক উদ্ধার করেছে পুলিশ। ধৃত দুই অভিযুক্ত। ঘটনার তদন্ত করছে পুলিশ। শহরজুড়ে বাইক সহ অন্যান্য যান চুরি চক্র নিয়ে তদন্ত শুরু হয়েছে।

তিলোত্তমায় ফের নারী নিগ্রহ

স্মৃতি উসকে দিল আরজি করের

কলকাতা, ২৭ জুন : ঠিক ছ'মাস আগেও প্রতিবাদের স্বরে মুখরিত হয়েছিল তিলোত্তমা। কলকাতার রাজপথ ঢেকেছিল 'উই ওয়ান্ট জাস্টিস' লেখনীতে। আন্দোলনের তীব্রতা ছুঁয়েছিল রাজ্য সীমানা ছাড়িয়ে গোটা দেশে। রাতের কলকাতার দখল নিয়েছিলেন মহিলারা। এখনও সেই স্মৃতি মুছে যায়নি। কর্মক্ষেত্রে ধর্ষণ ও খুনের শিকার হয়েছিলেন অভয়া। এবার স্বনামধন্য শিক্ষা প্রতিষ্ঠানে গণধর্ষণের ঘটনায় ফের নারী নিরাপত্তা নিয়ে প্রশ্ন উঠল। কসবা-কাণ্ড স্মৃতি উসকে দিল আরজি করের। এই ঘটনায় সর্বতোভাবে কসবা কাণ্ডের নির্যাতিতার পরিবারের পাশে দাঁড়ানোর বার্তা দিয়েছেন আরজি করের নির্যাতিতার বাবা-মা। তাঁদের মেয়ে একদিন ঠিক বিচার পাবে। আইনের প্রতি তাঁদের আস্থা রয়েছে। তাই যে কোনওরকম আইনি সহযোগিতা তাঁরা এই ঘটনায় দিতে রাজি বলে জানিয়েছেন আরজি করের নির্যাতিতার পরিবার। আরজি কর কাণ্ডে রাজপথে আন্দোলনের ঝড় তুলেছিলেন জুনিয়ার ডাক্তাররা। এখনও বিচার হয়নি অভয়ার। এই পরিস্থিতিতে ফের কসবার ঘটনায় গণআন্দোলনের হুঁশিয়ারি দিয়েছেন জুনিয়ার চিকিৎসকরা। ইতিমধ্যেই কসবা থানায় ডেপুটেশন জমা দিয়ে পথে নামার দাবি করেছেন তাঁরা। নাগরিক সমাজকে পাশে থাকার আহ্বান করেছেন আন্দোলনকারী চিকিৎসকরা।

আরজি করের ঘটনায় নিম্ন আদালত ও হাইকোর্টে এখনও চলছে বিচারের দর কষাকষি।

> মাথায় দাদা-দিদির হাত থাকলে অনেকে ধরাকে সরা মনে করে। এরপর দেখা যাবে এরাও বেরিয়ে যাবে। এটা আমার কাছে নিত্যনৈমিত্তিক ঘটনা বলে মনে হচ্ছে।
>
> **কিঞ্জল নন্দ**

অগাস্ট মাসে আরজি কর কাণ্ডের একবছর পূর্ণ হবে। এই পরিস্থিতিতে ফের প্রতিষ্ঠানের মধ্যে ন্যক্কারজনক ঘটনার শিকার হয়েছেন পড়ুয়া। তাঁকে নিজের মেয়ের মতো বললেন আরজি করের নির্যাতিতার বাবা। তিনি বলেন, 'আমার মেয়ের সঙ্গে এই ঘটনা ঘটার পর প্রতিবেশীরা সম্পর্ক ছিন্ন করেছিলেন। কোনও ঘটনা ঘটলে তার পরের পরিস্থিতির সঙ্গে লড়াই করা বেশি কঠিন হয়ে পড়ে। এখন এই পরিবারের সঙ্গেও তা ঘটতে পারে। কিন্তু আমরা এই পরিবারের পাশে রয়েছি। সমস্তরকম আইনি সাহায্য করতে রাজি। গণআন্দোলনেও শামিল থাকব।' এই ঘটনার পরই পথে নেমেছে অভয়া মঞ্চ। আন্দোলনকারী জুনিয়ার চিকিৎসকরা কসবা থানায় ডেপুটেশন জমা দিয়েছেন। প্রশাসনের ওপর সমান্তরাল চাপ সৃষ্টি করা হবে বলে চিকিৎসক অনিকেত মাহাতো বলেন, 'ধর্ষকদের বিরুদ্ধে গণআন্দোলন প্রয়োজন। আরজি করের সময় শাসক দলের সঙ্গে যুক্তদের দেখা গিয়েছিল। এখন বিচার প্রক্রিয়া দীর্ঘায়িত হচ্ছে। তীব্র গণআন্দোলন দরকার। প্রশাসনের ওপর সমান্তরাল চাপ সৃষ্টি করা দরকার। গ্রেপ্তার হওয়া মানে শাস্তি পাওয়া নয়।'

আরেক চিকিৎসক কিঞ্জল নন্দ বলেন, 'মাথায় দাদা-দিদির হাত থাকলে অনেকে ধরাকে সরা মনে করে। এরপর দেখা যাবে এরাও বেরিয়ে যাবে। এটা আমার কাছে নিত্যনৈমিত্তিক ঘটনা বলে মনে হচ্ছে।' চিকিৎসক আসফাকুল্লা নাইয়া বলেন, 'এই ধরনের ঘটনাগুলি আটকানোর জন্য আমরা পথে নেমেছিলাম। কিছু মাস পরেই আবার পুনরাবৃত্তি ঘটছে। প্রত্যেক ক্ষেত্রে দেখা যাচ্ছে শাসক দল ঘনিষ্ঠ। নাগরিক সমাজকেও আমরা পাশে থাকার আবেদন করছি।'

অভিযুক্তের শাসক ঘনিষ্ঠতার বহু প্রমাণ

দীপ্তিমান মুখোপাধ্যায়

কলকাতা, ২৭ জুন : সাউথ ক্যালকাটা ল কলেজের ছাত্রীকে গণধর্ষণের ঘটনায় মূল অভিযুক্ত মনোজিৎ মিশ্র এখনও তৃণমূলের অত্যন্ত ঘনিষ্ঠ। বর্তমানে কলেজের তৃণমূল ছাত্র পরিষদের কোনও পদে না থাকলেও তিনি দক্ষিণ কলকাতা তৃণমূল ছাত্র পরিষদের জেলা কমিটির সদস্য পদে রয়েছেন। আর দলের এই সক্রিয় কর্মীর বিরুদ্ধে গণধর্ষণের ঘটনার অভিযোগ সামনে আসার পরই চরম অস্বস্তিতে পড়েছে রাজ্য সরকার তথা তৃণমূল। বিষয়টি জানার পর কলকাতার পুলিশ কমিশনার মনোজ ভার্মাকে দিঘা থেকেই ফোন করেন মুখ্যমন্ত্রী মমতা বন্দ্যোপাধ্যায়। অভিযুক্তদের বিরুদ্ধে কড়া পদক্ষেপের নির্দেশ দেওয়ার পাশাপাশি ঘটনা সামাল দিতে নির্যাতিতা ছাত্রীর বাড়িতে যাওয়ার জন্য দক্ষিণ কলকাতার সাংসদ মালা রায়কে বলেন মমতা। অভিযুক্তর সঙ্গে দলের সর্বভারতীয় সাধারণ সম্পাদক অভিষেক বন্দ্যোপাধ্যায়, সাংসদ মালা রায়, রাজ্যের মন্ত্রী চন্দ্রিমা ভট্টাচার্য, ফিরহাদ হাকিম, বিধায়ক দেবাশিস কুমার ও তৃণমূল ছাত্র পরিষদের রাজ্য সভাপতি তৃণাঙ্কুর ভট্টাচার্যের ছবি সামনে এসেছে। ভ্রাতৃবধূ কাজরী বন্দ্যোপাধ্যায়ের অত্যন্ত ঘনিষ্ঠ বলেই পরিচিত ছিলেন অভিযুক্ত। পরিস্থিতি কিভাবে সামাল দেওয়া যায়, তা নিয়ে উদ্বিগ্ন মুখ্যমন্ত্রী।

মনোজিৎ সাউথ ক্যালকাটা ল কলেজ থেকে ২০২২ সালে পাশ করেছিলেন। বর্তমানে তিনি কলেজের তৃণমূল ছাত্র পরিষদের কোনও পদে না থাকলেও অস্থায়ী কর্মী হিসেবেও যথেষ্ট প্রভাব ছিল। আলিপুর দায়রা আদালতে তিনি নিজেকে ক্রিমিনাল আইনজীবী বলে পরিচয় দিতেন। দক্ষিণ কলকাতা তৃণমূল ছাত্র পরিষদের ইউনিট প্রেসিডেন্টও ছিলেন একসময়। বেশ কয়েকদিন ধরে তিনি যুব তৃণমূলের সভাপতি প্রস্তাব দিয়েছিলেন। সেইমতোই ওই নির্যাতিতা তাঁর সঙ্গে দেখা করতে আসেন।

তবে আরজি করের পর ফের শিক্ষাঙ্গণে ধর্ষণের ঘটনায় চরম অস্বস্তিতে তৃণমূল ও রাজ্য সরকার। এদিনই দিঘা থেকে রাজ্যের দুই মন্ত্রী চন্দ্রিমা ভট্টাচার্য ও ফিরহাদ হাকিমকে ফোন করেন মমতা। তবে অভিযুক্ত এখনও দলের কোনও পদে নেই বলে সাফাই দেওয়া শুরু করেছে তৃণমূল।

তৃণমূলের অনেক শীর্ষনেতার সঙ্গে অভিযুক্তের ছবি।

হওয়ার জন্য দক্ষিণ কলকাতার নেতাদের ধরাধরি শুরু করেছিলেন। কলেজে থাকাকালীনই মারধর করার অভিযোগও তাঁর বিরুদ্ধে রয়েছে। এর আগেও বহু ছাত্রীকে জিএস করার টোপ দিয়ে ঘনিষ্ঠ হওয়ার চেষ্টা করেছিলেন অভিযুক্ত মনোজিৎ। এই নির্যাতিতাকেও জিএস করার টোপ দিয়ে তাঁর সঙ্গে দেখা করার

এদিনই মমতার নির্দেশে তৃণমূল ভবনে তড়িঘড়ি বৈঠক ডেকে রাজ্যের মন্ত্রী শশী পাঁজা বলেন, 'এই রাজ্যে অভিযুক্তদের মালা পরানো হয় না। আমরা অপরাজিতা বিল তৈরি করেছি। কিন্তু রাজ্যপাল তা অনুমোদন দেননি। আমরা চাই এই ঘটনার কঠোরতম শাস্তি হোক। আমরা ধর্ষকদের প্রশ্রয় দিই না।'

সোনার ঝাড়ুতে রাস্তা ঝাঁট মুখ্যমন্ত্রীর, সঙ্গে ইসকনের ভাইস প্রেসিডেন্ট রাধামোহন দাস ও মন্ত্রী অরূপ বিশ্বাস (ওপরে)। রথযাত্রায় শামিল বিদেশিরা (মাঝে)। দিঘার রাস্তায় মানুষের ঢল (নীচে)। ছবি-পিটিআই।

মমতার হাতে ঝাঁটা, রথ গড়াল দিঘায়

চিত্ত মাহাতো ও দীপ্তিমান মুখোপাধ্যায়

দিঘা ও কলকাতা, ২৭ জুন : সমুদ্রের জোয়ারের গর্জন, আলোকসজ্জা, কীর্তনের ছন্দ আর চন্দনের সুগন্ধ মিশিয়ে ঐতিহাসিক মুহূর্তের সাক্ষী হল দিঘা। সমুদ্র সৈকতের টানে বছরভর যে পর্যটকরা দিঘায় পৌঁছোতেন, তাঁরা এখন যাচ্ছেন জগন্নাথদেবের দর্শনে। দেড় লক্ষেরও বেশি মানুষ শুক্রবার সাক্ষী থেকেছেন দিঘার জগন্নাথ মন্দিরের রথযাত্রা দেখতে। অলিতে-গলিতে শুধুই কীর্তন ও হরিনামের সুর। নিম কাঠের বিগ্রহের দেবত্রয়ীর রথ প্রথমবার গড়াল সমুদ্র সৈকতের রাস্তায়। জগন্নাথ-বলরাম-সুভদ্রার রথের নাম দেওয়া হয়েছে নন্দীঘোষ, তালধ্বজ, দর্পদলন। এই রথে চড়ে পাহান্ডি বিজয়ের মধ্যে দিয়ে মাসির বাড়ির উদ্দেশে রওনা দিলেন জগন্নাথদেব। অবশ্যই মধ্যমণি থাকলেন মুখ্যমন্ত্রী মমতা বন্দ্যোপাধ্যায়। সোনার ঝাড়ু দিয়ে রাস্তা পরিষ্কার করার পরই দিঘায় গড়াল রথের চাকা। লক্ষাধিক মানুষ শুধুমাত্র রথের রশি ধরার জন্য রাস্তার দু-ধারে সকাল থেকে অপেক্ষায় ছিলেন। ইসকনের সন্ন্যাসীদের হরেকৃষ্ণ নামের মধ্যে দিয়েই মাসির বাড়ির উদ্দেশে রওনা দিল জগন্নাথদেবের রথ।

উৎসব দেখতে বৃহস্পতিবার থেকেই দিঘায় ঠাঁই নেই ঠাঁই নেই রব। দেশ-বিদেশের হাজার হাজার মানুষ দিঘার প্রথম রথযাত্রার সাক্ষী থাকতে এসেছেন। কৃষ্ণপ্রেমে মাতোয়ারা ভক্তদের ভিড়ে শুধুই হরেকৃষ্ণ আর জয় জগন্নাথ বাণী শোনা যাচ্ছে। মুছে গিয়েছে সমস্ত সীমানার গণ্ডি। খোল, করতাল হাতে সৈকতনগরীতে পায়ে পা মিলিয়ে নাচের মাধ্যমে শামিল সকলে। সকাল থেকেই আবহাওয়া ছিল কিছুটা খারাপ। ঝিরঝিরে বৃষ্টি, আর তার মধ্যেই নির্দিষ্ট সময়ে শুরু হল রথযাত্রা। বৃষ্টি মাথায় নিয়েই প্রায় ৩ কিলোমিটার রাস্তা রথের সঙ্গে হাঁটলেন মুখ্যমন্ত্রী মমতা বন্দ্যোপাধ্যায়। তারই মধ্যে রাস্তার দু-ধারে দাঁড়িয়ে থাকা লোকজনের সঙ্গে হাতও মেলালেন। বোঝানোর চেষ্টা করলেন 'আমি তোমাদেরই লোক।'

সকাল ৯টায় পুজো শুরু হয়। ৫২ রকমের ভোগ দিয়ে জগন্নাথদেবকে পুজো দেওয়া হয়। বেলা ১টায় শুরু হয় আরতি। এরপর নিম কাঠের জগন্নাথ-বলরাম-সুভদ্রার বিগ্রহ তোলা হয় রথে। এরপর মুখ্যমন্ত্রী সোনার ঝাড়ু দিয়ে রাস্তা পরিষ্কার করেন। এদিনও বৃষ্টিতে ভিজতে ভিজতে ৩ কিলোমিটার রাস্তা হেঁটে মাসির বাড়ি পৌঁছোন। তবে দিঘায় রথযাত্রাকে কেন্দ্র করে স্থানীয় মানুষের উন্মাদনা যে ক্রমেই বাড়ছে, তা বোঝা গেল জিলিপি, পাঁপড় ভাজার দোকান দেখে। স্থানীয় তপন মাইতি বলেন, 'দিঘার জগন্নাথ মন্দির আমাদের অনেকের রুটি-রুজির ব্যবস্থা করে দিয়েছে।' দিঘা-শংকরপুর উন্নয়ন কর্তৃপক্ষের চেয়ারম্যান উত্তম বারিক বলেন, 'দেড় লক্ষেরও বেশি মানুষ দিঘায় এসেছেন।'

মাহেশের রথযাত্রা... *শুক্রবার আবির চৌধুরীর তোলা ছবি।*

নাবালিকার মৃত্যুতে এনআইএ চান সুকান্ত

কলকাতা, ২৭ জুন : কালীগঞ্জে নাবালিকা খুনের ঘটনায় এনআইএ তদন্ত হওয়া উচিত বলে মনে করেন বিজেপি রাজ্য সভাপতি সুকান্ত মজুমদার। ইতিমধ্যেই এই ঘটনায় সিবিআই তদন্ত দাবি করেছে তামান্নার পরিবার। শুক্রবার কালীগঞ্জে তামান্নার পরিবারের সঙ্গে দেখা করার পর সুকান্ত বলেন, 'তামান্নার পরিবার যদি সিবিআই তদন্ত চায়, তাহলে সেটাই হওয়া উচিত। তবে এই ঘটনার তদন্তে এনআইএ ঢুকতেই পারে। ঘটনার সঙ্গে যেহেতু বোমা বিস্ফোরণের বিষয়টি জড়িত, তাই এনআইএ তদন্ত হলে বিস্ফোরণের ঘটনায় জড়িতরা সবাই গ্রেপ্তার হবে।'

নিহত তামান্না খাতুনের বাড়িতে রথের দিন যাওয়ার কথা ছিল বিজেপি সভাপতি সুকান্ত মজুমদারের। সুকান্তর দাবি, এব্যাপারে পুলিশকে জানানো সত্ত্বেও যাতে তামান্নার পরিবারের সঙ্গে তিনি দেখা করতে না পারেন, তার জন্য আগেভাগেই দেবগ্রাম পুলিশ ফাঁড়িতে নিয়ে যাওয়া হয় তামান্নার পরিবারকে। যদিও পুলিশের দাবি, পূর্ব নির্ধারিত সূচি অনুযায়ী কৃষ্ণনগর জজ কোর্টে নাবালিকা খুনের ব্যাপারে তার বাবা-মায়ের জবানবন্দি রেকর্ড করানোর জন্যই তামান্নার বাবা-মাকে পুলিশ ফাঁড়িতে নিয়ে আসা হয়েছিল। মোলান্দি যাওয়ার পথে সেই খবর পেয়ে সুকান্ত বাড়িতে না গিয়ে কৃষ্ণনগর জজ কোর্টের উদ্দেশে রওনা হন। জবানবন্দি দেওয়ার পর তামান্নার বাবা-মায়ের সঙ্গে আদালতের বাইরে দেখা করেন তিনি। পরে মোলান্দির বাড়িতেও যান। সুকান্তকে কাছে পেয়ে মেয়ের মৃত্যুর ঘটনায় ফের সিবিআই তদন্তের দাবি জানিয়েছেন মা সাবিনা। তদন্তে আইনি সহায়তা দেওয়ার আশ্বাস দিয়ে সুকান্ত বলেন, 'ওঁরা আমাদের দল করেন না। তা সত্ত্বেও রাজনৈতিক নয়, শুধু মানবিক কারণেই বিজেপি তাঁদের পাশে থাকতে চায়।'

মৃত নাবালিকার মায়ের সঙ্গে সুকান্ত মজুমদার। শুক্রবার। সংবাদচিত্র।

গ্রামে অস্ত্র উদ্ধার নিয়ে পুলিশের নিষ্ক্রিয়তার বিরুদ্ধেও সরব হয়েছেন সাবিনা। এদিনও দুই অভিযুক্তের বাড়ি থেকে বোমা উদ্ধার করেছে পুলিশ। ২৪ জনের বিরুদ্ধে অভিযোগ করা হলেও মাত্র ৫ জনকে গ্রেপ্তার করেছে পুলিশ। এদিন আদালতে জবানবন্দি দিতে গিয়েও পুলিশের বিরুদ্ধে অভিযোগ করেছেন তিনি।

দিঘার প্রসাদ হিন্দুদের নিতে মানা শুভেন্দুর

অরূপ দত্ত

কলকাতা, ২৭ জুন : রথযাত্রার মঞ্চ থেকেও ফের হিন্দু ঐক্য গড়ে তোলার ডাক দিলেন রাজ্য বিজেপির অন্যতম মুখ শুভেন্দু অধিকারী। দিঘার রথযাত্রার সূচনায় নারকেল না ফাটায়, অনুষ্ঠানের সুচিতা নিয়ে নাম না করে মুখ্যমন্ত্রীকে কটাক্ষ করলেন শুভেন্দু।

শুক্রবার বেলা সোয়া বারোটা নাগাদ কলকাতার চিত্তরঞ্জন অ্যাভিনিউয়ে মহাজাতি সদনের বিপরীতে রথের অনুষ্ঠানে যোগ দেন শুভেন্দু। সারা ভারত বাউল, কীর্তনিয়া শিল্পী সংসদ আয়োজিত এই রথযাত্রার আনুষ্ঠানিক উদ্বোধন করার আগে মঞ্চ থেকে সমবেত জনতার উদ্দেশে শুভেন্দু বলেন, 'ব্রাহ্মণ, ক্ষত্রিয়, বৈশ্য ও শূদ্র- এসব জাতপাত সরিয়ে রেখে হিন্দু ঐক্য গড়ে তুলুন। আমরা কেউ রামকৃষ্ণ আশ্রম, কেউ ভারত সেবাশ্রম সংঘ, কেউ অনুকূল ঠাকুর আবার কেউ মতুয়া মহাসংঘের শিষ্য হতে পারি। সেই পরিচয় বজায় রেখেই সব হিন্দুদের এক হতে হবে। এটা সময়ের ডাক। সময় এসেছে হিন্দু ঐক্য গড়ে তুলুন। গ্রামে গ্রামে জোট বাঁধুন তৈরি হোন।'

'২৬-এর নির্বাচনে হিন্দু ভোট একজোট করে ক্ষমতা দখল করতে মরিয়া বিজেপি। রামনবমী, হনুমান জয়ন্তী থেকে এদিনের রথযাত্রায় হিন্দু ঐক্য গড়ে তোলাকেই পাখির চোখ করেছেন শুভেন্দু। রামনবমীতে রাজ্যজুড়ে ১ কোটি হিন্দু পথে নামবে বলে ঘোষণা করেছিলেন। কিছু জায়গায় রামনবমীর মিছিলে জনসমাগম হলেও, শুভেন্দুর ১ কোটির লক্ষ্য থেকে তা ছিল অনেক দূরে। এদিনও রথযাত্রা প্রসঙ্গে শুভেন্দু বলেছেন, হিন্দুদের ধর্মীয় আচার আচরণ পালন করা নিয়ে বাধা এলেও, রামনবমী থেকে রথযাত্রা সবক্ষেত্রেই হিন্দুরা তাদের শক্তি দেখাবে। রাজনৈতিক মহলের মতে, রাজ্য দখল করতে ধর্মীয় মেরুকরণই হাতিয়ার বিজেপির। হিন্দু ভোট একজোট করতেই রামনবমী থেকে শুরু করে রথযাত্রায় নেমেছে বিজেপি। সেই লক্ষ্যে কতটা এগোনো গেল তা মাপতেই এই শক্তিপ্রদর্শন। উত্তর কলকাতার এই রথে তাঁর সঙ্গে ছিলেন উত্তর কলকাতা জেলা বিজেপি সভাপতি তমোঘ্ন ঘোষ ও চাকদার বিধায়ক বঙ্কিম ঘোষ।

এদিন সরকারি উদ্যোগে দিঘার জগন্নাথ মন্দিরের রথযাত্রাই ছিল আকর্ষণের কেন্দ্র। দিঘায় নতুন মন্দির ও রথযাত্রা নিয়ে রাজ্যবাসীর মধ্যে আগ্রহ ছিল চোখে পড়ার মতো। জনতা জনার্দনের সেই মনোভাব বুঝেই সরাসরি দিঘার রথ নিয়ে এদিন কড়া সমালোচনা এড়িয়ে গিয়েছেন শুভেন্দু। শুভেন্দু বলেন, 'যতখুশি ভাস্কর্য তৈরি হোক, মন্দিরও হোক আপত্তি নেই। কিন্তু আমাদের চারধাম নিয়ে খেলা করার অধিকার কারও নেই। পুরীধামকে আপনি বদলাতে পারেন না।' তবে এদিনও হিন্দুদের ধর্মীয় ভাবাবেগকে উসকে দিয়ে শুভেন্দু বলেন, 'সামসুদ্দিনের তৈরি হালাল মিষ্টি কখনও হিন্দুরা জগন্নাথের প্রসাদ বলে গ্রহণ করবে না।' এরপর রথের রশি ধরে দু-টান দিয়েই শুভেন্দু তমলুকের গৌরাঙ্গ মহাপ্রভু মন্দিরের উদ্দেশে যাত্রা করেন।

ফের চালু রেজিস্ট্রেশন

কলকাতা, ২৭ জুন : চার দফা সুযোগ পেলেও রাজ্যের স্কুলগুলির একাংশ এখনও মাধ্যমিকের রেজিস্ট্রেশন সম্পূর্ণ করেনি। প্রায় ৯ হাজার স্কুল পড়ুয়াদের নথিভুক্ত করেছে। এখনও রেজিস্ট্রেশন বাকি প্রায় ১,৫০০ স্কুলের। তাদেরকে সময় দিতে মধ্যশিক্ষা পর্ষদ ফের অনলাইন পোর্টাল খুলছে ২৮ জুন। সকাল ১১টা থেকে ৫ জুলাই সকাল ১১টা পর্যন্ত চালু থাকবে।

রিকশায় সওয়ারি 'জীবন্ত' জগন্নাথ, সুভদ্রারা

রিমি শীল

কলকাতা, ২৭ জুন : হাতে টানা রিকশা। তাতে স্বয়ং বিরাজমান জগন্নাথ, বলরাম, সুভদ্রা। জীবন্ত দেবত্রয়ীকে দেখতে উপচে পড়ছে ভিড়। আর তাতেই আনন্দে মশগুল তিন জীবন্ত দেবতা। বার বার ইতিউতি চেয়ে দেখছে তারা। কেউ কেউ এসে তাদের পায়ে প্রণাম ঠুকে যাচ্ছে। আসলে তারা বিশেষভাবে সক্ষম। তাদেরই জগন্নাথ, বলরাম, সুভদ্রা হিসেবে সজ্জিত অবস্থায় টানা রিকশায় বসানো হয়েছে। ওরাও চায় সমাজে সাধারণ মানুষের মতো প্রতিটি উৎসবে মুখরিত হতে। কিন্তু বাস্তবতা তাদের দূরে সরিয়ে দেয়। এবার এই শিশুদের নিয়েই রথযাত্রার পূর্ণ তিথিতে অভিনব উদ্যোগ দেখা গেল উত্তর কলকাতায়। কলকাতার পুরাতন ঐতিহ্য হাতে টানা রিকশাকে সামনে এনে দেওয়া হল বিশেষ বার্তা। সেইসঙ্গে এই মাহেন্দ্রক্ষণে মুখে হাসি ফুটল বিশেষভাবে সক্ষম শিশুদের।

কারোর হাতে ঝাঁটা, কারোর হাতে ডান্ডিয়া, কারোর হাতে গঙ্গার জলসম্বলিত ঘট। ঝাঁট দিয়ে, গঙ্গার জল ছিটিয়ে পরিষ্কার করা হল জগন্নাথ, বলরাম, সুভদ্রার রথের রাস্তা। সেই পথেই রিকশায় করে শ্যামপুকুর থেকে দরজিপাড়া পর্যন্ত চলল দেবত্রয়ীদের টানা রিকশা। কলকাতার বুকে বর্তমানে যা প্রায় বিলীন হতে বসেছে। গুটিকয়েক উত্তর কলকাতার রাস্তায় দেখা গেলেও এই ঐতিহ্য অবলুপ্তির পথে। তবে শহর তিলোত্তমা এখনও পুরোনো ঐতিহ্য এখনও বজায় রাখতে চায়। তাই হাতে টানা রিকশা করেই রথযাত্রায় জগন্নাথ, বলরাম, সুভদ্রাকে পরিক্রমণ করানো হল। পরিক্রমায় অংশ নেওয়া অধিকাংশই শারীরিকভাবে সক্ষম। কেউ হাঁটল মায়ের হাত ধরে, কেউ ঠাকুমা বা দাদুর কোলে। অনেকে চলতে পারে না।

শ্যামবাজারে বিশেষভাবে সক্ষমরা দেবতার বেশে। ছবি-রাজীব মণ্ডল।

তাদের বসার ব্যবস্তা করা হল ম্যাটাডোরে।

অভিভাবক সর্বাণী জানা বললেন, 'এদের তো কোনও অপরাধ থাকে না। তবে সমাজ কেন এদের অন্য দৃষ্টিতে দেখে। কারোর পরিবারে এমন সন্তান হলে সেই পরিবারকেও অন্য চোখে দেখা হয়। এই দশকে এসেও আমরা কি সমাজে পরিবর্তন আনতে পেরেছি।'

উদ্যোক্তা সংগঠনের সম্পাদক গোবিন্দ রায় বললেন, '৩০ বছর ধরে আমরা রথযাত্রার দিন বিভিন্ন কর্মসূচি নিয়ে থাকি। প্রতিবছর হুইল চেয়ারে করেই জগন্নাথ, বলরাম, সুভদ্রার পরিক্রমা করানো হয়। কিন্তু এই বছর হাতে টানা রিকশায় করানো হচ্ছে। আর এই শিশুদেরও আনন্দ উৎসবে অংশ নিতে ইচ্ছে হয়। তাই এই উদ্যোগ।'

দল চাইলে দায়িত্বের দৌড়ে দিলীপ

কলকাতা, ২৭ জুন : বিজেপির রাজ্য সভাপতি নির্বাচনে দাঁড়াবেন না দিলীপ ঘোষ। তবে দল চাইলে আবার দায়িত্ব নিতে তাঁর আপত্তি নেই। কারণ, দলের নির্দেশ থাকলে তা মানতেই হবে তাঁকে। শুক্রবার রাজ্য বিজেপি সভাপতি নির্বাচন নিয়ে সাংগঠনিক প্রক্রিয়া শুরু হয়েছে বলে খবর চাউর হতেই বাংলার গেরুয়া শিবিরে তৎপরতা শুরু হয়েছে। জুলাইয়ের প্রথম সপ্তাহের মধ্যে এই প্রক্রিয়া শেষ হওয়ার কথা। এই প্রসঙ্গে দিলীপ বলেন, দলের রাজ্য সভাপতি নির্বাচন প্রক্রিয়া শুরু হলেও শেষপর্যন্ত সর্বসম্মতিক্রমেই রাজ্য সভাপতি নির্বাচন করা হয়ে থাকে। দিলীপ বলেন, 'আর ওসবের মধ্যে আমি নেই।' তবে দল সর্বসম্মতিক্রমে এরকম দায়িত্ব দিলে দিলীপ দলের নির্দেশ পালন করতে পিছপা হবেন না।

■ ৪৬ বর্ষ ■ ৪১ সংখ্যা, শনিবার, ১৩ আষাঢ় ১৪৩২

নয়া ইতিহাস

৪১ বছর বাদে ফের মহাকাশ অভিযানে দ্বিতীয় কোনও ভারতীয়। ১৯৮৪ সালে গিয়েছিলেন ভারতীয় বায়ুসেনার স্কোয়াড্রন লিডার রাকেশ শর্মা। তিনি প্রথম ভারতীয়, যিনি অন্তরীক্ষে গিয়েছিলেন। এবার বায়ুসেনার গ্রুপ ক্যাপ্টেন শুভাংশু শুক্লা শুধু মহাকাশে গেলেন তা নয়, প্রথম ভারতীয় হিসেবে তিনি পৌঁছোলেন আন্তর্জাতিক মহাকাশ স্টেশনে। এই সাফল্য প্রত্যেক ভারতীয়র গর্ব।

রাকেশ থেকে শুভাংশু- মহাকাশ গবেষণায় দীর্ঘ পথ পার হল ভারত। বহু চড়াই উতরাই পেরিয়ে তবে শুভাংশু পৌঁছোলেন আন্তর্জাতিক মহাকাশ স্টেশনে। ফ্লোরিডার কেনেডি স্পেস সেন্টার থেকে শুভাংশু সহ চার নভশ্চরকে নিয়ে স্পেসএক্সের ড্রাগন গিয়েছে সেখানে। ২৮ ঘণ্টা পর ড্রাগন যানটি আন্তর্জাতিক মহাকাশ স্টেশনে সফট ডকিং শুরু করে। মহাকাশ স্টেশনে ১৪ দিন থাকবেন এই ভারতীয় মহাকাশচারী।

উচ্ছ্বসিত শুভাংশুর প্রাথমিক প্রতিক্রিয়া, এই অনুভূতি ভাষায় প্রকাশ করা যায় না। তাঁর পরিবারও এই সাফল্যে আপ্লুত। আগামীদিনে ভারতের গগনযান পাঠানোর যে পরিকল্পনা আছে, তাতে থাকবেন শুভাংশু। স্পেসএক্সের অ্যাক্সিয়ম-৪ মিশনে তাঁর সঞ্চিত অভিজ্ঞতা গগনযানের অভিযানে কাজে লাগবে নিঃসন্দেহে। এর আগে চন্দ্রযান-৩, আদিত্য এল-১ মিশনে উল্লেখযোগ্য সাফল্য পেয়েছিল ভারত।

গোটা বিশ্বে মহাকাশ গবেষণায় গত চার দশকে প্রশ্নাতীত সাফল্য এসেছে। ভারতও একাধিক সাফল্য পেয়েছে। নানা সময় বহু উপগ্রহ মহাকাশে পাঠিয়েছে ভারত। তার জেরে বিজ্ঞান ও প্রযুক্তি ক্ষেত্রে বহু উন্নতি হয়েছে। কিন্তু মহাকাশ গবেষণার এই সাফল্য সত্ত্বেও কিছু প্রশ্ন থেকে যায়। সোভিয়েত রাশিয়ার সহায়তায় রাকেশ শর্মা মহাকাশে গিয়েছিলেন। তারপর দ্বিতীয় ভারতীয়ের মহাকাশে যেতে কেন ৪১ বছর সময় লেগে গেল?

গগনযান তৈরি এবং উৎক্ষেপণে এত সময় লাগছে কেন, সেটাই বড় প্রশ্ন। নভশ্চরদের নিরাপদে যাত্রা এবং পৃথিবীতে ফিরিয়ে আনার দিকে নজর দিয়ে পরিকল্পনা করতে হবে বটে। কিন্তু শুধু সেই কারণে একটি প্রকল্পের শম্বুকগতিতে এগোনো কোনও যুক্তি হতে পারে না। স্বাধীনতার পর থেকে ভারতে মহাকাশ গবেষণা উত্তরোত্তর বেড়েছে। কিন্তু মার্কিন যুক্তরাষ্ট্র, পূর্বতন সোভিয়েত রাশিয়া এবং চিনের অগ্রগতির ধারে-কাছে ভারত যেতে পারেনি।

এর অন্যতম বড় কারণ, ভারতে মহাকাশ গবেষণায় প্রয়োজনীয় রসদের অভাব। ২০২৫-’২৬ অর্থবর্ষের বাজেটে মহাকাশ গবেষণার জন্য ১৩,৪১৬.২ কোটি টাকা বরাদ্দ ছিল। ২০২৪ সালে ওই বরাদ্দ পরিমাণ ১৩,০৪২.৭৫ কোটি টাকা। অর্থাৎ ২.৮৬ শতাংশ বরাদ্দ বেড়েছে। কিন্তু এই বরাদ্দ বৃদ্ধির তুলনায় গগনযানের মতো প্রকল্পে খরচ অনেক বেশি। গোড়ার দিকে গগনযান প্রকল্প খরচ ধরা হয়েছিল ১০ হাজার কোটি টাকা। সেটা বেড়ে ইতিমধ্যে ২০ হাজার কোটি টাকা ছাড়িয়ে গিয়েছে।

এমন নয় যে, ভারত কম খরচে মহাকাশ গবেষণা করতে পারে না। কিন্তু সবক্ষেত্রে তা সম্ভব নয়। যে অ্যাক্সিয়ম-৪ মিশনে শুভাংশুরা আন্তর্জাতিক মহাকাশ স্টেশনে গিয়েছেন, সেটি নাসা এবং মার্কিন ধনকুবের এলন মাস্কের স্পেসএক্সের যৌথ উদ্যোগ। বেসরকারি বিনিয়োগ ছাড়া এই মুহূর্তে বড় মাপের মহাকাশ গবেষণার অগ্রগতি অসম্ভব। ভারতের ইসরো ইতিমধ্যে স্পেসএক্সের সঙ্গে গাঁটছড়া বেঁধে জিস্যাট এন২ উপগ্রহ উৎক্ষেপণ করেছে।

কিন্তু ভারতের মতো দেশে বেসরকারি বিনিয়োগকে বাঁকা চোখে দেখা হয়। মোদি সরকারের বিরুদ্ধে হামেশাই পুঁজিপতিদের স্বার্থ রক্ষার অভিযোগ ওঠে। কাজেই ইসরো ভবিষ্যতে এলন মাস্কের মতো ধনকুবেরের সংস্থার সঙ্গে বড় আকারে গাঁটছড়া বাঁধতে চাইলে কাজটি স্বচ্ছতার সঙ্গে করা দরকার। জাতীয় স্বার্থকে অসুরক্ষিত করে দেশের অগ্রগতি সম্ভব নয়।

রাকেশ, শুভাংশুরা নিঃসন্দেহে ভারতের মহাকাশ গবেষণায় নতুন দিশা দেখিয়েছেন। সেই দিশায় গবেষণার কাজের পরিধি বাড়াতে হলে যথেষ্ট রসদ জোগাড় প্রয়োজন। অর্থের অপচয় বন্ধ করে মহাকাশ গবেষণায় সরকার অধিক নজর দিলে দেশের বিজ্ঞান ও প্রযুক্তিতে উন্নয়ন হবে, বিজ্ঞানমনস্কতারও প্রসার ঘটবে।

অমৃতধারা

মনকে একাগ্র করতে হলে মনের ভেতরকার কোথায় কি দুর্বলতা ও হীনভাব আছে তাকে খুঁজে বার করতে হয়। আত্মবিশ্লেষণ না করলে মনের অসচ্ছলতা ধরতে পারা যায় না। সুচিন্তাই মনস্থির করার ও শান্তিলাভের প্রধান উপায়। সত্য ও অসত্য- এই দুইকে জানবার জন্য প্রকৃত বিচারবুদ্ধি থাকা চাই। মনকে সর্বদা বিচারশীল করতে হবে- যাতে আমরা সত্য ও অসত্যের পার্থক্য বুঝতে পারি। তাই বিচার ও ধ্যান দুইই একসঙ্গে দরকার। অবিদ্যার অর্থ হল অনিত্যে নিত্য বুদ্ধি, অশুচিতে শুচি-বুদ্ধি, অধর্মে ধর্ম-বুদ্ধি করা। অসত্যকে সত্য বলে ধরে থাকাই অবিদ্যার লক্ষণ। ‘অবিদ্যা’ মানে অজ্ঞান অর্থাৎ যে অবস্থায় মানুষ আপনার দিব্যস্বরূপকে জানে না তাকেই ‘অবিদ্যা’ বলে।

-স্বামী অভেদানন্দ

অবরুদ্ধ দেশে আফ্রিকার ‘নতুন মুক্তিসূর্য’

বারকিনা ফাসোর তরুণ প্রেসিডেন্ট ইব্রাহিম ট্রায়োরেকে নিয়ে সোশ্যাল মিডিয়া উত্তাল। ভারতে তাঁর বয়সি বড় নেতা কই?

রূপায়ণ ভট্টাচার্য

দেশটার উত্তর-পশ্চিমে মালি। উত্তর-পূর্বে নাইজার। দক্ষিণ-পূর্বে বেনিন। দক্ষিণ-পশ্চিমে আইভরি কোস্ট। দক্ষিণে ঘানা ও টোগো।

একেবারে সব দিক বন্ধ। ছয় দেশ দিয়ে অবরুদ্ধ একেবারে।

এই আফ্রিকান দেশটার নাম বারকিনা ফাসো। পৃথিবীতে এই মুহূর্তে ৪৪টি দেশ ভূগোলের বিচারে ডেড লকড। মানে এসব দেশের কোনওদিকেই সমুদ্র নেই। যেমন পাশের ভুটান, নেপাল ও আফগানিস্তান। বারকিনা ফাসোও তাই।

এসবের মধ্যে বারকিনা ফাসোকে নিয়ে লিখতে বসার একটাই কারণ। হঠাৎই এক অদ্ভুত কারণে বিশ্বে আলোচনার কেন্দ্রে দেশটা।

এমনিতে ইউরোপ বাদে অবরুদ্ধ দেশগুলোর অবস্থা শোচনীয়। রাজনৈতিক ও অর্থনৈতিক সমস্যা লেগেই থাকে। আন্তর্জাতিক জল না থাকা এক বিশাল সমস্যা। সেখানে জল পাওয়ার লড়াই প্রবল। তার জন্য নিয়মিত রক্ত ঝরে, গুলি চলে, অর্থ লুটপাট লেগে থাকে।

এমন প্রেক্ষাপটেই বারকিনা ফাসোর মিলিটারি শাসক ইব্রাহিম ট্রায়োরের নাম উঠছে বারবার। সোশ্যাল মিডিয়ায় ঘুরছে তাঁকে নিয়ে অসংখ্য সব ভিডিও। যেখানে ট্রায়োরে কতটা মহান দেখানো হচ্ছে। তাঁর মহানুভবতার গল্প ছড়িয়ে পড়েছে বিভিন্ন প্রান্তে। বিদেশি এয়ার হোস্টেস তাঁর চেহারা দেখে ব্যঙ্গ করছে, অথচ ট্রায়োরে নির্বাক। এতটাই নাকি মহানুভব ও ক্ষমাশীল।

একটু খোঁজ করলেই দেখা যাচ্ছে, অধিকাংশ ভিডিও এআই দিয়ে তৈরি। কোনটা সত্যি, কোনটা ফেক- খুঁজে বের করা কঠিন। এমনও ভিডিও পাবেন, যেখানে জাস্টিন বিবের, রিহানা, বিয়ন্সে গান গাইছেন ট্রায়োরেকে কুর্নিশ করে। কেউ বলছে কবিতা। বিতর্কিত আমেরিকান গায়ক আর কেলি চোখে জল নিয়ে গাইছেন, ‘গড প্রোটেক্ট ইব্রাহিম ট্রায়োরে’। অবশ্যই এআই দিয়ে তৈরি। বিবের, রিহানা, বিয়ন্সেও জীবনে এমন কোনও গান করেননি।

ট্রায়োরের বয়স মাত্র ৩৭। তিনি যে সোশ্যাল মিডিয়াকে ব্যবহার করে জনপ্রিয়তা বাড়ানোর সুবিধে নেবেন, তা জানা কথাই। সামরিক অভ্যুত্থানের মাধ্যমে তিনি যখন ক্ষমতা দখল করেন, তাঁকে কেউই চিনত না দেশে। এখন একটি ভাষণ সোশ্যাল মিডিয়ায় ছড়িয়ে পড়ার পর আমূল বদলে গিয়েছে ছবি। সেখানে তিনি যে বক্তব্য রেখেছেন, তা কে লিখে দিয়েছেন, প্রশ্ন আছে। প্রশ্ন নেই একটা ব্যাপার নিয়ে। ভাষণের আবেদন ছিল মারাত্মক। অবধারিতভাবে কোনও বিখ্যাত লেখক লিখে দিয়েছেন।

ক্ষমতায় আসার পরই তিনি বুঝিয়ে দিয়েছিলেন, এতদিন এলাকার দাদা ফ্রান্সকে মানতে রাজি নন আর। ফ্রান্সকে তাড়িয়ে রাশিয়ার দিকে ঝুঁকতে চান। সেই পুরোনো সোভিয়েত ইউনিয়ন নেই, রাশিয়াকেও ঠিক কমিউনিস্ট দেশ বলা কঠিন। তবু পুতিনের কথামতোই চলছেন ট্রায়োরে। আর্থিক নীতি অনেকটাই বামঘেঁষা। বারকিনা ফাসোর খনিজ দ্রব্য প্রচুর। সোনার খনিই অনেক। এতদিন ইংল্যান্ড, ফ্রান্স, অস্ট্রেলিয়ার মালিক ছিল সোনার খনির। বারকিনা ফাসোর প্রেসিডেন্ট সব চুক্তি বাতিল করে সরকারের হাতে নিয়ে নিয়েছেন সব স্বর্ণভাণ্ডার।

২০২৩ সালে তিনি রাশিয়া-আফ্রিকা সম্মেলনে অধিকাংশ আফ্রিকান নেতার সামনে বলেছিলেন, ‘পুতুলদের মতো আচরণ বন্ধ করুন। যে পুতুলগুলো নাচে শুধু সাম্রাজ্যবাদের দালালরা দড়ি ধরে টানাটানি শুরু করলে।’

ওই একটা ভাষণ থেকে স্পষ্ট, তিনি শুধু বারকিনা ফাসো নন, পুরো আফ্রিকা মহাদেশের নেতা হিসেবে নিজেকে তুলে ধরতে চান। রাশিয়ান মিডিয়াও তাঁকে দারুণ প্রচার দিয়েছিল সে সময়।

বারকিনা ফাসোতে অতীতে টমাস সাঙ্কারা নামে এক কিংবদন্তি কমিউনিস্ট নেতা ছিলেন। লোকে তাঁকে বলত ‘আফ্রিকার চে গেভারা।’ ইতিমধ্যেই সাঙ্কারার সঙ্গে ট্রায়োরের তুলনা শুরু হয়ে গিয়েছে। অনেকে বলছেন, ওই সাঙ্কারা কি আবার ফিরে এলেন? ট্রায়োরে যেভাবে উঠে এসেছেন, সেই সামরিক অভ্যুত্থানে উঠে এসেছিলেন সাঙ্কারা। তখন তিনি ৩৩। চার বছর আর একটি অভ্যুত্থানে সাঙ্কারা নিহত হন।

একটা সময় আফ্রিকান মহাদেশে এমন কিছু মুখ ছিল, যাঁদের প্রভাব বিশ্ব রাজনীতিতে দারুণ ছিল। অতি পরিচিত ছিলেন তাঁরা। লাইবিরিয়ার আয়রন লেডি এলেন জনসন সারলিফ, দক্ষিণ আফ্রিকার নেলসন ম্যান্ডেলা, ইথিওপিয়ার হাইলে সেলাসি, জিম্বাবোয়ের রবার্ট মুগাবে, জাম্বিয়ার কেনেথ কাউন্ডা, কেনিয়ার জোমো কেনিয়াট্টা, মিশরের মুবারক, সাদাত ও আসাদ, ঘানার কোফি আন্নান, কঙ্গোর প্যাট্রিস লুলুম্বা, তাঞ্জানিয়ার জুলিয়াস নায়ারে, সেনেগলের লিওপোল্ড সেনঘর।

তাঁরা ক্রমশ অস্তমিত হওয়ার পর দিকচক্রবালের পুরোটা জুড়ে শূন্যতা।

সেই জায়গাটা নিতে মরিয়া ট্রায়োরে। তিনি সোশ্যাল মিডিয়ায় পোস্ট করেন দুটো ভাষায়। ফরাসি ও ইংরেজি। সেখানে মুণ্ডুপাত হয় ইউরোপিয়ানদের। কথাগুলো খুব দ্রুত স্পর্শ করেছে তরুণ প্রজন্মের আফ্রিকানদের। সেসব দেশে এখনও বর্ণবৈষম্য, ক্রীতদাস প্রথা শেষ হয়ে যায়নি। কারও কাছে ট্রায়োরে হয়ে উঠেছেন ‘সেন্ট ট্রায়োরে’।

সন্ন্যাসী ট্রায়োরে? অথচ কথাবার্তায় কমিউনিজমের ছাপ! এই যে বিপ্লব, তার মধ্যে কোথাও লুকিয়ে থাকে একনায়কতন্ত্রের পদধ্বনি। আমাদের দেশ বা রাজ্যের বর্তমান ও অতীতে চোখ রাখলে তা স্পষ্ট হবে আরও। বিশেষ করে কারও নাম না করলেও চলে।

বিশ্বজুড়ে স্বাধীনতার একটা মানচিত্র প্রকাশিত হয় প্রতিবার। তাতে দেশগুলোকে তিনভাগে ভাগ করা হয়। পুরোপুরি স্বাধীন। আংশিক স্বাধীন। পরাধীন। বেগুনি রং দিয়ে পরাধীন দেশগুলোকে চিহ্নিত করা হয়। হলুদ রং দিয়ে আংশিক স্বাধীন দেশকে। সবুজ মানে পুরোপুরি স্বাধীন। আমরা ইদানীং প্রতিবারই থাকি হলুদ রংয়ের ছায়ায়। এখানে শুধু চিন, রাশিয়া বা উত্তর কোরিয়া নয়, আফ্রিকার অধিকাংশ দেশকে দেখানো হচ্ছে পরাধীন হিসেবে। বাকস্বাধীনতা নেই। স্বাধীন বলতে আফ্রিকায় দেখানো হয়েছে শুধু দক্ষিণ আফ্রিকা, নামিবিয়া, বৎসোয়ানা, সেনেগল ও ঘানাকে।

দুটো জিনিসকে সূচক ধরা হয়েছে স্বাধীনতা মাপতে গিয়ে। গ্লোবাল ফ্রিডম ও ইন্টারনেট ফ্রিডম। ভারতে জরুরি অবস্থার পঞ্চাশ বছর উপলক্ষ্যে নানা রকম দিবস পালন করছে মোদি সরকার। বলা হচ্ছে, স্বাধীনতার আর একবার মৃত্যু হয়েছে। সবই ভোটের কথা ভেবে। এখানে জানিয়ে রাখা ভালো, এই মুহূর্তে গ্লোবাল ফ্রিডমে ভারতকে দেওয়া হয়েছে ১০০-তে ৬৩, ইন্টারনেট ফ্রিডমে আরও কম- ১০০-তে ৫০। তাই আমরা আংশিক স্বাধীনের দলে। বাংলাদেশও তাই। তাদের নম্বর সেখানে ৪৫ ও ৪০। পাকিস্তান ৩২ ও ২৭। ইন্টারনেটের প্রেক্ষাপটে তারা পরাধীন।

এই যে বারকিনা ফাসোর ট্রায়োরে এত কথা বলছেন, সেখানে ইন্টারনেট ফ্রিডম বলতে কিছু নেই। গ্লোবাল ফ্রিডমেও তারা পরাধীনদের দলে। ১০০-র মধ্যে মাত্র ২৫। অথচ কী মজা দেখুন, ট্রায়োরেকে নিয়ে সোশ্যাল মিডিয়ায় যে হাইপ তৈরি করা হচ্ছে, তার প্রধান অস্ত্র ইন্টারনেট। উত্তর কোরিয়ার একনায়ক কিম জং উনও নিজেকে এভাবে বিশ্ব চরাচরে নিজেকে তুলে ধরতে পারেননি। অথচ তিনি ১৩ বছর ধরে ক্ষমতায়।

স্বাধীনতার সূচকে যে দেশগুলোকে পরাধীন দেখানো হচ্ছে, তার অধিকাংশতেই একনায়কদের জঙ্গল। আমরা ভাগ্যবান, এই পরিস্থিতি ভারতে অন্তত সরকারিভাবে নেই। আবার এটাও সত্যি, জরুরি অবস্থার ৫০ বছর পরেও আমরা বিশ্বের বিচারে পূর্ণ স্বাধীন হতে পারলাম না। আংশিক স্বাধীনদের মধ্যে পড়ে রয়েছি আজও। বাক স্বাধীনতা নিয়েও প্রশ্ন আছে।

জয়প্রকাশ নারায়ণ, মোরারজি দেশাই, জর্জ ফার্নান্ডেজের মতো নেতারা কি এমন স্বাধীনতা চেয়েছিলেন? জরুরি অবস্থার অজস্র খারাপ দিকের মধ্যে একটা ভালো দিক ছিল, সরকারি অফিসগুলো ঠিকঠাক সময়ে চলত। সময়ে চলত ট্রেন। ঘুষ নেওয়ার লোক কমে স্রেফ ভয়ে। আজ ওই ব্যবস্থাগুলোর আদৌ উন্নতি হয়েছে কি? ট্রায়োরের বয়সি তরুণ নেতারাই বা সর্বভারতীয় স্তরে উঠছেন কই?

অবশ্য ট্রায়োরে সামরিক অভ্যুত্থানে ক্ষমতায় আসার পর প্রতিশ্রুতি দিয়েছিলেন, ২০২৪ সালের জুলাইয়ের মধ্যে নির্বাচন হবে দেশে। সব প্রতিশ্রুতি জলে। দেশের তেমন উন্নতি হয়নি। ফ্রান্সকে দূরে সরিয়ে তিনি যে এখন রাশিয়া-তুরস্ক শিবিরে খোলাখুলি চলে গেলেন, তারা কেউই ধোয়া তুলসীপাতা নয়। বলা হচ্ছে, ট্রায়োরের ভালো যোগ রয়েছে রাশিয়ার বহু আলোচিত প্রাইভেট মিলিটারি সংস্থা ওয়াগনারের সঙ্গে।

ট্রায়োরে প্রথমে ছিলেন নীচুতলার মিলিটারি অফিসার। তাঁর উত্থান রকেটের গতিতে। সংবাদ সংস্থা রয়টার্সের একটি খবর হতচকিত করে দিয়ে যায়। অভ্যুত্থানের পর তিনি যখন রাজধানীওয়াগাডুগুতে ঢুকছেন, সে সময় যে জনতা তাঁর দিকে জাতীয় পতাকা দেখাচ্ছিল, তাদের অনেকের হাতেই ছিল রাশিয়ান পতাকা তারপর থেকে আলোচনা প্রবল, বর্তমান আফ্রিকার সবচেয়ে আলোচিত প্রেসিডেন্টের ক্ষমতায় আসার পিছনে রাশিয়ার হাত রয়েছে কি না।

অবশ্যই এই মুহূর্তে ৩৭ বছরের প্রেসিডেন্টকে নিয়ে বিশ্ব দুই ভাগ। একদল তাঁকে চে গেভারার মতো আইকন হিসেবে দেখাচ্ছেন। একদল বলছেন, প্রচারপ্রিয় বলিয়ে কইয়ে ধান্দাবাজ। ট্রায়োরে বুদ্ধি করে দেশের তরুণ প্রজন্মকে নিয়মিত বোঝাচ্ছেন, বৃদ্ধদের ক্ষমতা থেকে সরিয়ে তরুণদের শীর্ষে আনাই তাঁর লক্ষ্য। ক’দিন আগে দেশের কয়েকশো নাগরিককে খুন করে ট্রায়োরের সরকার ও জিহাদিরা মিলে। ট্রায়োরের বিরুদ্ধে আরও অভিযোগ ঝুলছে- তিনি নাকি সোনার খনিগুলো বিদেশিদের হাত থেকে কেড়ে নিজেই পকেট ভরছেন। সব আমাগো দেশের গল্প হয়ে যায়।

কেউ কেউ আবার গদি পেলে ছাড়তে চান না। ক্যামেরুনের প্রেসিডেন্ট পল বিয়া ৪৩ বছর নট নড়নচড়ন। আগের সাত বছর প্রধানমন্ত্রিত্ব ধরলে শাসনকাল ৫০ বছর। ইকোয়েটেরিয়াল গিনির প্রেসিডেন্ট এমবাসোগো ৪৩ বছর ধরে এক পদে। এই যে ইরানের সর্বোচ্চ নেতা আলি খামেনেই ১৯৮৯ থেকে পদে। আফ্রিকায় কঙ্গো, উগান্ডা, এরিট্রিয়া- সব দেশেই মিলিটারিরা ক্ষমতায় এসে আর যান না।

আসলে একনায়কতন্ত্র ও গণতন্ত্রের মধ্যে একটা অতিসূক্ষ্ম ফারাক রয়েছে। সেটাই কখনও এক হয়ে যায় সবার অজান্তে। বহু মৃত রাষ্ট্রনায়কের জীবন তা বলে দিয়ে গিয়েছে, বহু রাষ্ট্রনায়ক জীবন দিয়ে তা দেখাচ্ছেন আজও। আমি, আপনি ও আপনারা সবাই তাঁদের নাম শুনেছি। চিনি। কখনও বন্দনা করি, কখনও ভাসিয়ে দিই সমালোচনার তিস্তা-তোর্ষা-মহানন্দায়।

আজ

১৯২১

আজকের দিনে জন্মগ্রহণ করেন প্রাক্তন প্রধানমন্ত্রী পিভি নরসীমা রাও।

১৯৭২

বিজ্ঞানী প্রশান্তচন্দ্র মহলানবিশ প্রয়াত হন আজকের দিনে।

আলোচিত

আমাদের দেশের নিউক্লিয়ার কেন্দ্রগুলোর প্রচুর ক্ষতি হয়েছে। এত বড় ক্ষতি ভাবা মুশকিল। তবে আমি স্পষ্ট বলতে চাই, কোনও দেশের সঙ্গে নতুন কোনও চুক্তি বা কথাবার্তা এখনও হয়নি। ইরানিদের স্বার্থে আমরা পদক্ষেপ করব।

- আব্বাস আরাগচি
(ইরানের বিদেশমন্ত্রী)

ভাইরাল/১

বৃষ্টিতে রাঁচির পুকুর-নদী উপচে জল রাস্তার ওপর দিয়ে বয়ে চলেছে। জলের সঙ্গে মাছের ঝাঁক রাস্তায় কিলবিল করছে। মাছ ধরতে পথে মানুষের ঢল। কেউ খালি হাতে, কেউ বা মশারি দিয়ে মাছ ধরছেন। ভিডিও ভাইরাল।

ভাইরাল/২

পাটনার গঙ্গায় সেতুর ওপর দুই বাইকারের কেরামতি। একজন দ্রুতবেগে বাইক চালাতে চালাতে হ্যান্ডল ছেড়ে বাইকের ওপর সোজা হয়ে দাঁড়িয়ে রয়েছেন। পাশের জন হেলতে দুলতে স্পিডে বাইক চালিয়ে নিয়ে যাচ্ছেন। স্টান্টবাজদের দৌরাত্ম্যে ক্ষোভ।

উত্তরের পাঁচালি

শ্মশানে শান্তি

আক্ষরিক অর্থেই এখানে আজকাল খুব শান্তি। রায়গঞ্জ পুরসভার তত্ত্বাবধানে বন্দর শ্মশানকে এমনভাবে সাজানো হয়েছে যে জায়গাটি এক কথায় দারুণ সুন্দর এক পার্কে বদলে গিয়েছে। এলাকার বাসিন্দারা তো বটেই, বাইরে থেকে কেউ এই শহরে এলে একবার এখানে ঢুঁ মেরে যেতে চান। এই শ্মশানের ইতিহাস বেশ প্রসিদ্ধ। লোকে বলে তন্ত্রসাধনার পীঠস্থান এই শ্মশানে রঘুনন্দন গিরি গোঁসাই তন্ত্রসাধনা করতেন। এলাকাটি সন্ন্যাসী-ফকির বিদ্রোহের বহু স্মৃতি বহন করে। একসময় এলাকা অনেকটা বড় হলেও জবরদখলের পাল্লায় পড়ে সেই জমির অনেকটাই লোপাট হয়েছে। তবু একে ঘিরে শহরের অনেকটাই গর্ব। দুর্গা প্রতিমা নিরঞ্জন উপলক্ষ্যে এই শ্মশানঘাটে বিরাট মেলা বসে। বৈশাখী চড়কের মেলাও বসে। অনেকে তাতে শামিল হন। প্রচুর আনন্দ করেন। ছটপুজোর সময়ও এখানে লোকসমাগম চোখে পড়ার মতো। সমস্যা বলতে, শ্মশানের পাশে আবর্জনার স্তূপ। তাতে দৃশ্য দূষণের পাশাপাশি প্রচণ্ড দুর্গন্ধ। সমস্যা মেটাতে পুরসভা যাতে ব্যবস্থা নেয় সেই দাবি জোরালো হয়েছে।

গর্ব।। রায়গঞ্জের বন্দর শ্মশান।

-সুকুমার বাড়ৈ

মানুষের পাশে

পূজা মোক্তার।

পূজা মোক্তার শিলিগুড়ির আশরাফনগরের বাসিন্দা। ছোট থেকেই সংসারে প্রচণ্ড অভাবের মধ্যে দিয়ে বড় হয়েছেন। মোটে ১৩ বছর বয়স। তুলে নেন জীবনভার নিজের কাঁধে। স্থির করলেন দারিদ্র্যকে জয় করবেনই। সেই শুরু জীবনসংগ্রাম। সংসারের হাল ধরতে নদীতে সুপারি পারাপারের কাজ শুরু করলেন। আর সেই করতে গিয়ে নদীতে ভেসে গিয়ে প্রাণ হারাতে বসেছিলেন। দাম্পত্য জীবনও দীর্ঘস্থায়ী হয়নি। কিন্তু ওই যে জীবনযুদ্ধে হার না মানা ও বেঁচে থাকার ক্ষুধা। শত বাধা সত্ত্বেও জীবনের প্রতি তাঁর এক মনোভাব জন্মাল। ইতিবাচক। এরপর বয়স যতই বেড়েছে ততই সমাজসেবায় জড়িয়েছেন। ভক্তিনগর ওয়েলফেয়ার সোসাইটি তাঁরই উদ্যোগে তৈরি। দুঃস্থ পরিবারের পাশে দাঁড়িয়ে শবদাহ, মৎস্যমুখীর আয়োজনে তিনি সদাই এগিয়ে। বহু অসহায় বৃদ্ধ-বৃদ্ধা, ভবঘুরেদের খাদ্য ও চিকিৎসার ব্যবস্থাও করেছেন। এখনও তিনি তাঁর সাধ্যমতো দুঃস্থ পরিবারকে প্রয়োজনীয় সহায়তা করে থাকেন।

- সম্পা পাল

প্রযুক্তির প্রেমে বড় হয়ে ওঠে নোটিফিকেশন

রোমান্স কমল, নাকি ইন্টারনেটের গতির মতো দ্রুত হয়ে গেল? প্রযুক্তির প্রভাব শুধু প্রেমে নয়, সম্পর্কেও গভীর ছাপ ফেলেছে।

রুদ্র সান্যাল

একসময় প্রেমপত্র ছিল হৃদয়ের ব্যাকুলতা প্রকাশের মাধ্যম। আজ তা ইনবক্সের সংক্ষিপ্ত বার্তা। সম্পর্ক শুরু হয় ফেসবুক রিকোয়েস্টে, গভীর হয় মেসেঞ্জারে, আর শেষ হয় ব্লক লিস্টে।

কদমফুলের ভালোবাসা এখন গিফট কার্ডে সীমাবদ্ধ। প্রযুক্তি জীবন সহজ করেছে, কিন্তু এই সহজের আড়ালে কিছু কি হারিয়ে যাচ্ছে? এই দ্রুতগতির ভার্চুয়াল জীবন কি কেড়ে নিচ্ছে আমাদের আবেগ ও সম্পর্কের গভীরতা?

আগের প্রেমিক কবিতার মতো লিখত, ‘তোমার চোখ যেন রাতের তারা...’ এখনকার প্রেমিক লেখে, ‘তোমায় মিস করছি, ফোন করো!’ প্রশ্ন ওঠে, রোমান্স কি কমল, নাকি ইন্টারনেটের গতির মতো দ্রুত হয়ে গেল?

প্রযুক্তির প্রভাব শুধু প্রেমে নয়, সম্পর্কেও গভীর ছাপ ফেলেছে। অতিথি এলে চা অর্ডার হয় অনলাইনে, মুখোমুখি আড্ডা হারিয়েছে স্মার্টফোনে, আর চায়ের টেবিলেও চলে সাইলেন্ট স্ক্রলিং। চিঠির উত্তরের অপেক্ষায় যে আনন্দ, উদ্বেগ আর আশা ছিল, হোয়াটসঅ্যাপে ‘সিন’ দেখে উত্তর না এলে এখন অস্থিরতা বাড়ে। ধৈর্যের জায়গায় এসেছে একধরনের আত্মঘাতী তাড়াহুড়ো।

তবে প্রযুক্তির সুবিধাও অনস্বীকার্য। গুগল ম্যাপে পথ জানা যায়, মায়ের মেসেজ আসে ফোনে, লাইব্রেরির বদলে গুগলে মেলে তথ্য। দ্রুত তথ্যপ্রাপ্তি এবং যোগাযোগ নিঃসন্দেহে জীবনের গতি বাড়িয়েছে। ঘরে বসেই দুনিয়ার খবর রাখা যাচ্ছে, যা আগে ছিল অকল্পনীয়। দূরত্ব কমেছে, হাতের মুঠোয় এসেছে বিশ্ব, যা আমাদের জীবনকে আরও সহজ ও গতিময় করেছে।

কিন্তু এত আরামেও কি কিছু হারাচ্ছি না আমরা? সেই সম্পর্কের উষ্ণতা, চোখের দিকে তাকিয়ে কথোপকথনের সরল আনন্দ কি নেই হয়ে যাচ্ছে? আমাদের নস্টালজিয়ার জায়গা দখল করছে নোটিফিকেশনের ভিড়। উৎসবে একসঙ্গে বসে সিনেমা দেখার বদলে প্রত্যেকে ডুবে থাকে নিজের স্ক্রিনে, এমনকি পরিবারের মধ্যেও বাড়ছে ভার্চুয়াল দূরত্ব। এই স্ক্রিন-নির্ভরতা ক্রমশ আমাদের বিচ্ছিন্ন করে দিচ্ছে বাস্তব সম্পর্কগুলো থেকে। মানবিক আবেগ, পারস্পরিক বোঝাপড়া ফিকে হয়ে আসছে, যার প্রভাব আমাদের মানসিক স্বাস্থ্যেও।

আরেকটি আশঙ্কাজনক দিক হল সৃজনশীলতার হ্রাস। ছোটবেলায় গল্প লেখা বা হাতের লেখা সুন্দর করার যে অনুশীলন ছিল, যার মধ্য দিয়ে ভাষার সৌন্দর্য ও ভাব প্রকাশের ক্ষমতা বাড়ত, তা এখন হারিয়ে যাচ্ছে টাইপিং আর রেডিমেড মেসেজের সহজলভ্যতায়। শব্দের গভীরতা বা আবেগের নিজস্ব প্রকাশ ক্রমশ অনুপস্থিত হচ্ছে, যা ভাষার সমৃদ্ধিকে প্রভাবিত করছে।

প্রযুক্তির প্রেম নিঃসন্দেহে মধুর, কিন্তু তার পরিণতি অনেক সময় মিশ্র। আমাদের উচিত প্রযুক্তিকে নিজের মতো ব্যবহার করা, তার দ্বারা ব্যবহৃত হওয়া নয়। ইন্টারনেট থাকুক, তবে আন্তরিক যোগাযোগও যেন অক্ষুণ্ণ থাকে। কৃত্রিম বুদ্ধিমত্তার পাশাপাশি মানবিক বোধও যেন টিকে থাকে।

তাই আজই প্রিয় বন্ধুকে একটা ফোন করুন, পুরোনো বন্ধুর সঙ্গে দেখা করুন। অন্তত একদিনের জন্য হলেও স্ক্রিনের বাইরে এসে জীবনের বাস্তব রং অনুভব করুন। আর সেই মুহূর্তের ছবি ইনস্টাগ্রামে না দিলেও কিছু এসে যাবে না-কারণ ভালোবাসা, যোগাযোগ আর অনুভূতি-এসব জিনিস পোস্টের জন্য নয়, বেঁচে থাকার জন্য! প্রকৃত সুখ ও তৃপ্তি আসলে ডিজিটাল জগতে নয়, বরং বাস্তব সম্পর্কের বুননে নিহিত।

(লেখক শিলিগুড়ির বাসিন্দা। শিক্ষক)

শব্দরঙ্গ ■ ৪১৭৮

পাশাপাশি : ১। হাল না ছেড়ে আবার চেষ্টা ৩। এটা ছাড়া রান্না সম্ভব নয় ৫। রাস্তার ধারের জলা জায়গা ৭। ছাড় বা অব্যাহতি, মাফ করা ৯। ঘাটতি, কোনও কিছুর অভাব ১১। স্বামীর বড় দাদা বা ভাশুর ১৪। অপরাধের জন্য পুলিশের হাতে আটক ব্যক্তি ১৫। সমষ্টি বা একত্রিত হওয়া, সংকলন।

উপর-নীচ : ১। শ্রেষ্ঠ মানুষ ২। ম্লান বা নিষ্প্রভ ৩। নদীর স্রোতের বিপরীত দিকে ৪। যে পণ্য আসল নয় ৬। অত্যাচার বা নিপীড়ন ৮। যে পাখি ঘরে থাকে, বনেও থাকে ১০। অপরাধের জন্য বকাঝকা করা ১১। উনুনে বসানো দুধ উথলে ওঠা ১২। মায়ের মা বা দিদিমা ১৩। অভিজাত বা খানদানি।

সমাধান ■ ৪১৭৭

পাশাপাশি : ১। বিপাশা ৩। জ্বালা ৫। মাত্রা ৬। কবল ৮। সুজন ১০। কুহেলি ১২। ভ্রমর ১৪। হুঁকা ১৫। টব ১৬। চামর।

উপর-নীচ : ১। বিভাবসু ২। শামাদান ৪। লাঘব ৭। লগ্নি ৯। শুভ্র ১০। কুচোকাচা ১১। লিপিকর ১৩। মলাট।

বিন্দুবিসর্গ

সম্পাদক ও স্বত্বাধিকারী : সব্যসাচী তালুকদার। স্বত্বাধিকারীর পক্ষে প্রলয়কান্তি চক্রবর্তী কর্তৃক সুহাসচন্দ্র তালুকদার সরণি, সুভাষপল্লি, শিলিগুড়ি-৭৩৪০০১ থেকে প্রকাশিত ও বাড়িভাসা, জলেশ্বরী-৭৩৫১৩৫ থেকে মুদ্রিত। কলকাতা অফিস : ২৪ হেমন্ত বসু সরণি, কলকাতা-৭০০০০১, মোবাইল : ৯০৭৩২০৪০৪০। জলপাইগুড়ি অফিস : থানা মোড়-৭৩৫১০১, ফোন : ৯৬৪১২৮৯৬৩৬। কোচবিহার অফিস : সিলভার জুবিলি রোড-৭৩৬১০১, ফোন : ৯৮৮৩৫৫০৮০৫। আলিপুরদুয়ার অফিস : এনবিএসটিসি ডিপোর পাশে, আলিপুরদুয়ার কোর্ট-৭৩৬১২২, ফোন : ৯৮৮৩৫৩৯৮৭৮। মালদা অফিস : বিহানি আবাসন, গ্রাউন্ড ফ্লোর (নেতাজি মোড়ের কাছে), গোলাপট্টি, বাঁধ রোড, মালদা-৭৩২১০১, ফোন : ৯৮০০৫৮৫৯৫০। শিলিগুড়ি ফোন : সম্পাদক ও প্রকাশক : ৯৫৬৪৫৪৬৮৬৮, জেনারেল ম্যানেজার : ২৪৩৫৯০৩, বিজ্ঞাপন : ২৫২৪৭২২/৯০৬৪৮৪৯০৯৬, সার্কুলেশন : ৯৭৭৫৭৮৫৮৭৭, অফিস : ৯৫৬৪৫৪৬৮৬৮, নিউজ : ৭৮৭২৯৩৩৮৮৮, হোয়াটসঅ্যাপ : ৯৭৩৫৭৩৯৬৭৭।

Editor & Proprietor : Sabyasachi Talukdar
Uttar Banga Sambad: Published & Printed by Pralay Kanti Chakraborty on behalf of Proprietor from Siliguri, West Bengal, Pin 734001, Printed at Jaleswari, West Bengal, Pin 735135, Regn. No. 35012/1980 and Postal Regn. No. WB/NBSR/D-03/2003-08. E.Mail : uttarbanga@hotmail.com, Website : http://www.uttarbangasambad.in

গঙ্গা চুক্তিতে দেশের স্বার্থ আগে

তিস্তা নিয়ে কেন্দ্রের ‘ধীরে চলো’ নীতি

নয়াদিল্লি, ২৭ জুন : পহলগাম হামলার পর পাকিস্তানের সঙ্গে সিন্ধু জল চুক্তি স্থগিত রেখেছে ভারত। এদিকে ভারত-বাংলাদেশ গঙ্গা জলচুক্তির মেয়াদও শেষে হওয়ার পথে। সেই চুক্তির নবীকরণ নিয়ে তৈরি হয়েছে জল্পনা। কয়েক মাস আগে কলকাতায় গঙ্গা চুক্তির নবীকরণ নিয়ে দুই দেশের টেকনিক্যাল টিমের বৈঠক হয়েছিল। সেই আলোচনার পর কোনও তরফেই গঙ্গার জলবণ্টন নিয়ে মন্তব্য করা হয়নি। তবে কেন্দ্রীয় সরকারের একটি সূত্রের দাবি, ২০২৬-এ শেষ হওয়া বর্তমান গঙ্গা জল চুক্তির পর বাংলাদেশের সঙ্গে নতুন করে চুক্তি করতে আগ্রহী ভারত। সেই চুক্তিতে দেশ তথা পশ্চিমবঙ্গের স্বার্থকে গুরুত্ব দিয়ে কিছু শর্ত যুক্ত করা হতে পারে। এর মাধ্যমে গ্রীষ্মকালে ভারতের গঙ্গা অববাহিকার বাসিন্দারা যাতে পর্যাপ্ত জল পান, তা নিশ্চিত করা হবে।

১৯৯৬ সালে স্বাক্ষরিত বর্তমান গঙ্গা চুক্তির মেয়াদ ছিল ৩০ বছর। নতুন চুক্তির মেয়াদ কম রাখার পরিকল্পনা করা হয়েছে। তা হতে পারে ১০ থেকে ১৫ বছর। এ বিষয়ে বিদেশমন্ত্রকের এক কর্তার বক্তব্য, ‘পহলগাম হামলার আগে আমরা গঙ্গা চুক্তির মেয়াদ আরও ৩০ বছর বাড়ানোর ব্যাপারে চিন্তা-ভাবনা করছিলাম। কিন্তু এখনকার অবস্থা অনেক বদলে গিয়েছে। এছাড়া গত কয়েক দশকে ভারতে গঙ্গার জলের চাহিদা উল্লেখযোগ্যভাবে বেড়েছে। এই চুক্তি নিয়ে পশ্চিমবঙ্গেও উদ্বেগ রয়েছে। তাই অভ্যন্তরীণ চাহিদা এবং পশ্চিমবঙ্গের স্বার্থের কথা মাথায় রেখেই চুক্তি চূড়ান্ত করা হবে।’

একনজরে

- ভারত-বাংলাদেশ গঙ্গা জলচুক্তির মেয়াদ শেষ হবে ২০২৬ সালে
- বাংলাদেশের সঙ্গে নতুন চুক্তি করতে আগ্রহী ভারত। চুক্তিতে দেশ তথা পশ্চিমবঙ্গের স্বার্থকে গুরুত্ব দিয়ে কিছু শর্ত যুক্ত করা হবে
- এর মাধ্যমে গ্রীষ্মকালে ভারতের গঙ্গা অববাহিকার বাসিন্দারা যাতে পর্যাপ্ত জল পান, তা নিশ্চিত করা হবে

চলতি চুক্তি অনুযায়ী, ১ জানুয়ারি থেকে ৩১ মে পর্যন্ত গঙ্গার বিপুল পরিমাণ জল বাংলাদেশকে দিতে বাধ্য থাকে ভারত। যার জেরে দক্ষিণবঙ্গের বিরাট এলাকায় সেচের জলের সংকট দেখা যায়। নাব্যতার সমস্যায় ভোগে কলকাতা বন্দর। জলের প্রবাহ কমে যাওয়ায় পলি জমে বন্দরে জাহাজের গতিবিধি ব্যাহত হয়। পলি সরাতে ড্রেজিং করতে গিয়ে প্রচুর অর্থ খরচ হয়। এবার সেইসব সমস্যার কথা মাথায় রেখেই সিদ্ধান্ত নিতে চলেছে ভারত।

গঙ্গার সমান্তরালে তিস্তা নিয়েও চুক্তি করতে আগ্রহী বাংলাদেশ। তবে এই ইস্যুতে ধীরে চলতে চাইছে ভারত। কেন্দ্রীয় জলশক্তিমন্ত্রী সিআর পাতিল বৃহস্পতিবার এক প্রশ্নের জবাবে জানান, তিস্তা নিয়ে চুক্তি করার ক্ষেত্রে বাংলাদেশের এখনকার পরিস্থিতি অনুকূল নয়। প্রতিবেশী দেশে রাজনৈতিক স্থিতিশীলতা না এলে তিস্তা নিয়ে কোনও দীর্ঘমেয়াদি সমঝোতায় যাওয়া ভারতের পক্ষে সম্ভব নয়।

রথযাত্রায় জগন্নাথধাম পুরীতে জনজোয়ার। শুক্রবার।

বিহারের রবির হাতেই বঙ্গ বিজেপির ভাগ্য

নবনীতা মণ্ডল

নয়াদিল্লি, ২৭ জুন : বাংলার পরবর্তী বিজেপি সভাপতি বাছাই প্রক্রিয়ায় গুরুত্বপূর্ণ দায়িত্ব দেওয়া হল বিহারের দলীয় সাংসদ তথা প্রাক্তন কেন্দ্রীয় মন্ত্রী রবিশংকর প্রসাদকে। আগামী বছর রাজ্যে বিধানসভা ভোট। তার আগে পশ্চিমবঙ্গের বিজেপি সভাপতির নির্বাচন প্রক্রিয়া সেরে ফেলতে মরিয়া পদ্মশিবির। সেই প্রক্রিয়া সুষ্ঠুভাবে সম্পন্ন করতে পাটনাসাহিবের সাংসদ রবিশংকর প্রসাদকে দলের রাজ্য নির্বাচনি আধিকারিক হিসেবে নিযুক্ত করেছে বিজেপি। দলীয় সূত্রের খবর, কিছুদিনের মধ্যেই পশ্চিমবঙ্গে যাবেন রবিশংকর। মনোনয়ন পর্ব মিটে যাওয়ার পর নির্বাচনের মাধ্যমে পরবর্তী সভাপতি বেছে নেওয়া হবে। সেক্ষেত্রে সুকান্ত মজুমদারই রাজ্য সভাপতি পদে থাকবেন, নাকি অন্য কেউ সেই দায়িত্ব পাবেন তা ৬ জুলাইয়ের মধ্যে স্পষ্ট হয়ে যাবে।

শুধু নতুন বিজেপি সভাপতিই নন, দলের জাতীয় পরিষদে বাংলা থেকে কারা যাবেন, সেটাও ঠিক করবেন রবিশংকর প্রসাদ। এদিন কেন্দ্রীয় মন্ত্রী কিরেন রিজিজু এবং হর্ষ মালহোত্রাকে মহারাষ্ট্র ও উত্তরাখণ্ডের নির্বাচনি আধিকারিক হিসেবে নিয়োগ করা হয়েছে। বিজেপির মোট ৩৭টি সাংগঠনিক রাজ্য রয়েছে। নতুন জাতীয় সভাপতির নির্বাচন শুরু হওয়ার আগে অন্তত ১৯টি রাজ্যে সাংগঠনিক নির্বাচন শেষ হওয়া বাধ্যতামূলক। এর মধ্যে ১৪টি রাজ্যে ইতিমধ্যেই প্রক্রিয়া সম্পন্ন হয়েছে। পশ্চিমবঙ্গের পাশাপাশি উত্তরপ্রদেশ, মধ্যপ্রদেশ, গুজরাট, অন্ধ্রপ্রদেশ, তেলেঙ্গানা এবং উত্তরাখণ্ডেও বিজেপির সাংগঠনিক নির্বাচন বাকি রয়েছে।

রাজনৈতিক মহলের একাংশ মনে করছে, যেহেতু সামনের বছর পশ্চিমবঙ্গে বিধানসভা ভোট তাই তার আগে বিজেপি সভাপতি পদে রদবদল হলে সাংগঠনিক সমস্যা দেখা দিতে পারে। নতুন সভাপতির পক্ষে দলের নীচুতলার কর্মী, সমর্থকদের কাছে এই স্বল্প সময়ে পৌঁছোনো বেশ কঠিন ব্যাপার। তাই সেক্ষেত্রে সুকান্তই বিজেপি সভাপতি পদে থেকে যেতে পারেন বলে অনেকের ধারণা। তবে এক ব্যক্তি, এক পদ নীতি যেহেতু বিজেপিতে কার্যকর রয়েছে, তাই সুকান্তকে সরানোর বিষয়টিও সামনে চলে আসছে। তবে রাজনৈতিকভাবে সংবেদনশীল ও কঠিন লড়াইয়ের ময়দান হিসেবে বাংলাকে বিশেষ গুরুত্ব দিচ্ছেন বিজেপির শীর্ষনেতৃত্ব। সেই কারণেই অভিজ্ঞ ও কেন্দ্রীয় স্তরে দীর্ঘদিন কাজ করা নেতাকে বঙ্গ বিজেপির গুরুদায়িত্ব দেওয়া হয়েছে বলে মনে করা হচ্ছে। সাংগঠনিক দিক থেকে গুরুত্বপূর্ণ বাংলার দায়িত্বে রবিশংকরের মতো একজন অভিজ্ঞ প্রাক্তন কেন্দ্রীয় মন্ত্রীকে আনা তাই যথেষ্ট তাৎপর্যপূর্ণ।

সংঘকে নিশানা রাহুলের

নয়াদিল্লি, ২৭ জুন : জরুরি অবস্থা জারির ৫০ বছরে দাঁড়িয়ে দেশের সংবিধানের প্রস্তাবনা থেকে সমাজতান্ত্রিক এবং ধর্মনিরপেক্ষ শব্দদুটি বাদ দেওয়ার সওয়াল করলেন আরএসএসের সাধারণ সম্পাদক দত্তাত্রেয় হোসাবলে। স্বাভাবিকভাবেই তাঁর ওই বক্তব্যের তীব্র সমালোচনা করেছেন বিরোধীরা।

হোসাবলে একটি অনুষ্ঠানে বলেছেন, ‘সমাজতান্ত্রিক ও ধর্মনিরপেক্ষ শব্দদুটি বিআর আম্বেদকারের সংবিধানের প্রকৃত খসড়ায় ছিল না। জরুরি অবস্থার সময় ১৯৭৬ সালে ৪২ তম সংবিধান সংশোধন করে ওই শব্দদুটি অন্তর্ভুক্ত করা হয়েছিল। এই শব্দগুলি থাকা উচিত কিনা সেটা নিয়ে প্রকাশ্যে বিতর্ক হওয়া উচিত।’ সংঘ নেতার ওই মন্তব্যের বিরোধিতা করে শুক্রবার রাহুল এক্সে লিখেছেন, ‘আরএসএসের মুখোশ আবার খুলে গিয়েছে। সংবিধান যেহেতু সমতা, ধর্মনিরপেক্ষতা এবং ন্যায়বিচারের কথা বলে তাই তাতে ওঁদের গাত্রদাহ হচ্ছে। আরএসএস-বিজেপি সংবিধান নয়, মনুস্মৃতি চায়।’ অপরদিকে বেবি বলেন, আরএসএস সবসময় আমাদের সংবিধানের ওপর মনুস্মৃতিকে রাখার চেষ্টা করে। ধর্মনিরপেক্ষতা এবং সমতা এর মূলভিত্তি। আমাদের গণতান্ত্রিক সাধারণতন্ত্রকে রক্ষা করতে সিপিএম অকুতোভয় হয়ে লড়বে।’ তেজস্বী বলেন, ‘বিজেপি-আরএসএস চায় না দেশে সংবিধান থাকুক। কিন্তু আমরা সংবিধান রক্ষার জন্য সবকিছু করব।’

ভারতের সঙ্গেও বড় চুক্তি আমেরিকার

ওয়াশিংটন ও নয়াদিল্লি, ২৭ জুন : চিনের সঙ্গে বাণিজ্যচুক্তি সেরে ফেলেছে আমেরিকা। এবার ভারতের সঙ্গে খুব বড় ধরনের বাণিজ্যচুক্তি করতে চলেছেন তাঁরা। বৃহস্পতিবার একথা জানিয়েছেন প্রেসিডেন্ট ডোনাল্ড ট্রাম্প। হোয়াইট হাউসে সাংবাদিক বৈঠকে তিনি বলেন, ‘আমরা চিনের সঙ্গে একটি বাণিজ্যচুক্তি করেছি। এ ধরনের চুক্তি সবার সঙ্গে হবে না। তবে আরও কয়েকটি দেশের সঙ্গে দুর্দান্ত চুক্তি হতে চলেছে। ভারতের সঙ্গে আমরা খুব বড় একটি চুক্তি করতে যাচ্ছি।’

তাঁর কথায়, ‘আমরা ভারতের দরজা খুলতে চলেছি। চিনের সঙ্গে চুক্তিবদ্ধ হয়ে সেই প্রক্রিয়া শুরু করা হয়েছে। এগুলি এমন ব্যাপার যা আগে কখনও ঘটেনি। আমাদের সঙ্গে সব দেশের সম্পর্ক ইতিবাচক দিকে যাচ্ছে।’ যদিও ভারতের সঙ্গে আমেরিকার বাণিজ্যচুক্তির শর্তাবলি নিয়ে কোনও মন্তব্য করতে রাজি হননি ট্রাম্প। সূত্রের খবর, বেজিংয়ের সঙ্গে চুক্তি অনুযায়ী আমেরিকাকে বেশ কিছু বিরল খনিজ রপ্তানি করবে চিন। বিনিময়ে গাড়ি, যন্ত্রাংশ, প্রযুক্তি ক্ষেত্রে আমেরিকায় কর ছাড় পাবে তারা। পাশাপাশি মার্কিন সংস্থাগুলিকে পণ্য রপ্তানির ক্ষেত্রে কিছু সুবিধা দেবে শি জিনপিংয়ের সরকার। সূত্রটি জানিয়েছে, ৮ জুলাইয়ের মধ্যে ভারতের সঙ্গে প্রাথমিক বাণিজ্য চুক্তি সেরে ফেলতে চাইছেন ট্রাম্প। ওই সময়ের মধ্যে চুক্তি না হলে ৯ জুলাই থেকে ভারতীয় পণ্যের ওপর ২৬ শতাংশ হারে শুল্ক চাপানোর কথা আগেই জানিয়েছেন তিনি।

ঘোষণা মার্কিন প্রেসিডেন্টের

আমরা চিনের সঙ্গে একটি বাণিজ্যচুক্তি করেছি। এ ধরনের চুক্তি সবার সঙ্গে হবে না। তবে আরও কয়েকটি দেশের সঙ্গে দুর্দান্ত চুক্তি হতে চলেছে। ভারতের সঙ্গে আমরা খুব বড় একটি চুক্তি করতে যাচ্ছি।

ডোনাল্ড ট্রাম্প

ভারত, চিনের মতো বড় অর্থনীতিগুলির সঙ্গে চুক্তির পথে হাঁটলেও আমেরিকা সব দেশের সঙ্গে যে সমঝোতার পথে হাঁটবে না, তা বুঝিয়ে দিয়েছেন ট্রাম্প। মার্কিন প্রেসিডেন্টের কথায়, ‘আমরা সবার সঙ্গে চুক্তি করব না। আমরা ওইসব দেশকে চিঠি পাঠাব। আমেরিকার সঙ্গে বাণিজ্যের জন্য ধন্যবাদ জানিয়ে বলব, আপনাদের ২৫ শতাংশ, ৩৫ শতাংশ বা ৪৫ শতাংশ হারে কর দিতে হবে।’ ট্রাম্প ভারতের সঙ্গে বাণিজ্যচুক্তি নিয়ে আলোচনায় অগ্রগতির কথা বললেও এ ব্যাপারে পুরোপুরি নীরব কেন্দ্র। শুক্রবার এই ইস্যুতে মোদি সরকারকে নিশানা করেছে কংগ্রেস। ভারতের সঙ্গে বাণিজ্যচুক্তি সংক্রান্ত সব কথা কেন শুধু আমেরিকার তরফেই বলা হচ্ছে, তা নিয়ে প্রশ্ন তুলেছে বিরোধী দল।

কংগ্রেস নেতা জয়রাম রমেশ বলেন, ‘এই নিয়ে ১৬ বার। ভারত-পাকিস্তানের সংঘর্ষ বিরতির জন্য বাণিজ্যচুক্তিকে হাতিয়ার হিসাবে ব্যবহার করার কথা বলার পর ট্রাম্প এখন ঘোষণা করেছেন যে, আগামী কয়েক দিনের মধ্যে ভারত-মার্কিন বাণিজ্যচুক্তি স্বাক্ষরিত হতে চলেছে।’ এক্স হ্যান্ডেলে রমেশ লিখেছেন, ‘তিনি (ট্রাম্প) এটিকে খুব বড় চুক্তি বলছেন।... এখন জানা যাচ্ছে, দিল্লি নয়, ওয়াশিংটন ডিসির হোয়াইট হাউস থেকে ভারত সম্পর্কিত গুরুত্বপূর্ণ সিদ্ধান্তগুলি আমাদের জানতে হবে।’ পাক সেনাপ্রধান আসিম মুনিরকে ট্রাম্পের হোয়াইট হাউসে আমন্ত্রণ প্রশ্নের জবাবে বিদেশমন্ত্রকের মুখপাত্র রণধীর জয়সওয়াল বলেন, ‘আমরা ওই সফরের দিকে নজর রেখেছি। আমি এই নিয়ে মন্তব্য করতে চাই না। আমেরিকার সঙ্গে আমাদের অংশীদারি গণতান্ত্রিক মূল্যবোধ এবং কৌশলগত বোঝাপড়ার ওপর ভিত্তি করে গড়ে উঠেছে।’

চলতি মাসের শুরুতে ভারত-মার্কিন কৌশলগত অংশীদারি ফোরামে বক্তব্য রাখতে গিয়ে ভারতের সঙ্গে বাণিজ্যচুক্তি চূড়ান্ত হওয়ার পথে আমেরিকার বাণিজ্যসচিব হাওয়ার্ড লুটকিন বলেছিলেন, ‘আমার মতে আলোচনা খুব ভালো জায়গায় রয়েছে। অদুর ভবিষ্যতে ভারত ও আমেরিকার মধ্যে একটি বাণিজ্যচুক্তি হওয়ার সম্ভাবনা প্রবল। আমরা এমন একটি পরিস্থিতি তৈরি করতে পেরেছি যা দু-দেশের সাধারণ মানুষের স্বার্থ রক্ষা করবে।’

মৃত ৭ বানভাসি হিমাচলে

সিমলা, ২৭ জুন : হিমাচলপ্রদেশের কুলু ও কাংড়া, ধর্মশালা সহ বেশ কয়েকটি জেলায় টানা বৃষ্টি, মেঘভাঙা বৃষ্টি এবং হঠাৎ বন্যায় ভয়াবহ পরিস্থিতি তৈরি হয়েছে। চলতি দুর্যোগে এখনও পর্যন্ত মৃত্যু হয়েছে ৭ জনের। নিখোঁজ আরও কমপক্ষে ৬ জন। গত ২৪ ঘণ্টায় রাজ্যজুড়ে ঘটেছে ৩টি মেঘভাঙা বৃষ্টি, ৯টি হঠাৎ বন্যা ও ৩টি ধস। পরিস্থিতি সামাল দিতে যুদ্ধকালীন তৎপরতায় চলছে উদ্ধারকাজ। মুখ্যমন্ত্রী সুখবিন্দর সিং সুখু জানিয়েছেন, ‘রাজ্য সরকার পরিস্থিতি মোকাবিলায় যথাসাধ্য চেষ্টা করছে। শ’তিনেক মানুষকে ইতিমধ্যে উদ্ধার করে নিরাপদ স্থানে সরিয়ে নিয়ে আসা হয়েছে।’

দেহ উদ্ধার

লুধিয়ানা, ২৭ জুন : মিরাটে নীল ড্রামে সৌরভ রাজপুতের দেহ উদ্ধার তোলপাড় ফেলে ছিল। সেই স্মৃতি উসকে পঞ্জাবের লুধিয়ানায় ফের নীল ড্রাম থেকে হাত-পা বাঁধা এক অজ্ঞাতপরিচয় তরুণের পচা-গলা দেহ উদ্ধার করল পুলিশ। প্রাথমিক অনুমান, তরুণ ভিনরাজ্যের বাসিন্দা(৪০)।

আহমেদাবাদ বিমান দুর্ঘটনা

রাষ্ট্রসংঘের সাহায্য নেবে না ভারত

নয়াদিল্লি, ২৭ জুন : আহমেদাবাদ বিমান দুর্ঘটনার কিনারা করতে রাষ্ট্রসংঘের সাহায্য নিতে অস্বীকার করল ভারত। চলতি সপ্তাহের গোড়ায় রাষ্ট্রসংঘের অ্যাভিয়েশন এজেন্সি এয়ার ইন্ডিয়ার বিমান দুর্ঘটনার তদন্তে সাহায্য করার ইচ্ছাপ্রকাশ করেছিল। অভিশপ্ত বিমানের ব্ল্যাকবক্সের তথ্য উদ্ধারে বিলম্ব দেখে ওই কথা জানিয়েছিল তারা। কিন্তু ভারতের তরফে পত্রপাঠ রাষ্ট্রসংঘের ইচ্ছায় জল ঢেলে দেওয়া হয়। এর আগে ইন্টারন্যাশনাল সিভিল অ্যাভিয়েশন অর্গানাইজেশন (আইসিএও) ২০১৪ সালের মালয়েশিয়ায় এবং ২০২০ সালে ইউক্রেনের বিমান দুর্ঘটনায় সহযোগিতা করেছিল। সেই অভিজ্ঞতাকে কাজে লাগিয়ে আহমেদাবাদের ক্ষেত্রেও তদন্তকারীদের সাহায্য করতে চেয়েছিল তারা। সেই কারণে ভারতের তদন্তকারীদের থেকে তদন্ত কতটা এগিয়েছে তা জানতে চায় আইসিএও। কিন্তু ভারতের এয়ারক্রাফট অ্যাক্সিডেন্ট ইনভেস্টিগেশন ব্যুরো (এএআইবি) সেই প্রস্তাব মানতে অস্বীকার করে।

এরই মধ্যে বৃহস্পতিবার অসামরিক বিমান পরিবহণমন্ত্রক জানিয়েছে, দুর্ঘটনাগ্রস্ত বিমানের ব্ল্যাকবক্স থেকে তথ্য উদ্ধার করা সম্ভব হয়েছে। সেই কারণে ভারত আহমেদাবাদ দুর্ঘটনার তদন্তে আন্তর্জাতিক সহযোগিতার প্রস্তাব খারিজ করে দিয়েছে। সূত্রটি জানিয়েছে, আইসিএও তদন্তের কাজে নিজেদের প্রতিনিধিদের পাঠাতে চেয়েছিল। নজরদারি চালাতে চেয়েছিল। কিন্তু কেন্দ্রীয় সরকার তাতে অনুমতি দেয়নি। এই তদন্তে কোনও আন্তর্জাতিক হস্তক্ষেপ চাইছে না কেন্দ্র। এমনকি ব্ল্যাকবক্সের তথ্যও বিদেশি কোনও এজেন্সিকে দিতে চাইছে না নয়াদিল্লি। তবে একইসঙ্গে আহমেদাবাদের দুর্ঘটনার তদন্তে রাষ্ট্রসংঘ কেন আগ্রহ দেখাচ্ছে, তা নিয়েও প্রশ্ন তুলেছে ভারত।

ঢাকায় দুর্গা মন্দিরে বুলডোজার

নয়াদিল্লি ও ঢাকা, ২৭ জুন : ৫ অগাস্টের পর থেকে বাংলাদেশে সংখ্যালঘু সম্প্রদায় বিশেষ করে হিন্দুদের ওপর হামলার অসংখ্য ঘটনা সামনে এসেছে। হিন্দুদের ওপর হামলা, বাড়িঘর-ধর্মীয় প্রতিষ্ঠানে ভাঙচুরের তালিকা ক্রমশ দীর্ঘতর হচ্ছে। সেই তালিকায় সর্বশেষ সংযোজন ঢাকার খিলখেতে একটি দুর্গা মন্দির ভেঙে গুঁড়িয়ে দেওয়ার ঘটনা। এবার আর মৌলবাদীরা নয়, সরকারি উদ্যোগেই চলেছে মন্দির ভাঙার কাজ।

ধর্মীয় কাঠামোটি ভাঙতে আনা হয়েছিল বুলডোজার। ঘটনাটি জানাজানি হওয়ার পর নতুন করে আতঙ্ক ছড়িয়েছে বাংলাদেশের হিন্দুদের মধ্যে। মন্দির ভাঙার ঘটনার তীব্র নিন্দা করেছে ভারত।

বিদেশমন্ত্রকের মুখপাত্র রণধীর জয়সওয়াল বলেন, ‘মৌলবাদীরা ঢাকার খিলখেতে দুর্গা মন্দির ভাঙার দাবি করছিল। বাংলাদেশের অন্তর্বর্তী সরকার মন্দিরের নিরাপত্তা নিশ্চিত করার পরিবর্তে বিষয়টিকে অবৈধ জমি দখলের ঘটনা হিসাবে তুলে ধরে সেটি ধ্বংস করার অনুমতি

নিন্দায় ভারত

দিয়েছে। মন্দিরটি স্থানান্তর করার আগেই বিগ্রহ ক্ষতিগ্রস্ত হয়েছে। বাংলাদেশে এই ধরনের ঘটনার পুনরাবৃত্তি খুব উদ্বেগের ব্যাপার।’ সেখানে হিন্দুদের জীবন, সম্পত্তি এবং ধর্মীয় প্রতিষ্ঠানগুলি রক্ষা করা অন্তর্বর্তী সরকারের দায়িত্ব বলে জানিয়েছেন জয়সওয়াল।

বাংলাদেশের বিদেশমন্ত্রক অবশ্য গোটা ঘটনাকে সরকারি উচ্ছেদ অভিযানের অংশ বলে প্রমাণ করার চেষ্টা চালিয়ে যাচ্ছে। মন্ত্রক থেকে জারি করা বিবৃতিতে জানানো হয়েছে, মন্দিরটি রেলের জমিতে অবৈধভাবে গড়ে উঠেছিল। নিয়ম মেনে সেটি ভেঙে ফেলা হয়েছে। এদিকে লালমণিরহাটে তথাকথিত ধর্ম অবমাননার অভিযোগে পরেশচন্দ্র শীল ও বিষ্ণুপদ শীলের ওপর হামলা এবং মিথ্যা মামলায় গ্রেপ্তারির প্রতিবাদে শুক্রবার সকালে ঢাকার জাতীয় প্রেস ক্লাবের সামনে বিক্ষোভ, মানববন্ধন করেছে বাংলাদেশ জাতীয় হিন্দু মহাজোট।

উদ্ধার ৪২ বিবস্ত্র প্রবীণ

নয়াদিল্লি, ২৭ জুন : একে তো অবৈধ। তার ওপর মানবিকতার লেশমাত্র নেই। নয়ডার সেক্টর ৫৫-র সি-৫ ঠিকানায় ‘আনন্দ নিকেতন বৃদ্ধ সেবা আশ্রম’-এর অন্দরের নিরানন্দের ছবিটা স্পষ্ট হয়ে উঠল বিবস্ত্র অবস্থায় ৪২ জন প্রবীণ মানুষ উদ্ধার হওয়ার পর।

নয়ডার ওই অবৈধ বৃদ্ধাশ্রম থেকে বৃহস্পতিবার ৪২ জন প্রবীণ নারী-পুরুষকে প্রায় উলঙ্গ অবস্থায় উদ্ধার করে উত্তরপ্রদেশ পুলিশ। অভিযানের সময় দেখা যায়, কেউ কেউ অর্ধনগ্ন, কারও পরনে কিছুই নেই। এমনকি এক প্রবীণাকে বেঁধেও রাখা হয়েছিল। এছাড়া প্রত্যেকেই কমবেশি অসুস্থ। কেউ আবার থাকতেন ‘বেসমেন্টের মতো অন্ধকার ঘরে’। এদিন একথা জানিয়েছেন রাজ্য মহিলা কমিশনের সদস্য মীনাক্ষী ভরালা।

ঘটনাটি বৃহস্পতিবারের। রাজ্য মহিলা কমিশন ও সমাজকল্যাণ দপ্তরের আধিকারিকদের উপস্থিতিতে চালানো হয় এই অভিযান। মীনাক্ষী ভরালা বলেন, ‘এই বৃদ্ধাশ্রমটি সম্পূর্ণ বেআইনি। এখানে বসবাস করতেন ৪২ জন প্রবীণ মানুষ। তাঁদের মধ্যে একজন মহিলাকে হাত-পা বাঁধা অবস্থায় উদ্ধার করা হয়। প্রবীণ-প্রবীণাদের কেউ অর্ধনগ্ন, কেউ কেউ পুরোপুরি বিবস্ত্র অবস্থায় ছিলেন। আশ্রমের চেহারা দেখে আমরা তাজ্জব হয়ে গিয়েছি। দোষীদের বিরুদ্ধে খুব কড়া ব্যবস্থাই নেওয়া হবে।’

ভরালা জানিয়েছেন, সমাজকল্যাণ দপ্তরের তত্ত্বাবধানে তিনজন প্রবীণকে শুক্রবারই একটি সরকারি বৃদ্ধাশ্রমে স্থানান্তরিত করা হয়েছে।

ত্রাণশিবিরে হামলা হত ৫৬

জেরুজালেম, ২৭ জুন : গাজায় ত্রাণ নিতে গিয়ে প্রায়শই ইজরায়েলি হামলার মুখে পড়ছেন প্যালেস্তিনীয়রা। মারাও পড়ছেন। বৃহস্পতিবার মৃত্যু হয়েছে ৫৬ জনের। তাঁদের মধ্যে ৬ ত্রাণ সংগ্রহকারী। পুরো বিষয়টিকে ‘ভয়াবহ গণহত্যা’ বলে অভিহিত করেছেন স্পেনের প্রধানমন্ত্রী পেড্রো সানচেজ। ইউরোপীয় নেতাদের মধ্যে তিনিই প্রথম ইজরায়েলের কাণ্ডকারখানাকে ‘গণহত্যা’ বলে চিহ্নিত করেছেন। সানচেজ ইউরোপীয় ইউনিয়নকে ইজরায়েলের সঙ্গে যাবতীয় যোগাযোগ বন্ধ করার আর্জি জানিয়েছেন। রাষ্ট্রসংঘ নিন্দা করে জানিয়েছে, প্যালেস্তিনীয়দের বিরুদ্ধে খাদ্যকে অস্ত্র হিসেবে ব্যবহার করছে ইজরায়েল। বুভুক্ষু মানুষ খাবার নিতে গিয়ে গুলিগোলা খাচ্ছে।

উদ্ধব-রাজ আরও কাছাকাছি

মুম্বই, ২৭ জুন : মারাঠি অস্মিতার স্বার্থে একমঞ্চে আসার সম্ভাবনা আরও বাড়ল শিবসেনা (ইউবিটি) সভাপতি উদ্ধব ঠাকরে এবং এমএনএস সুপ্রিমো রাজ ঠাকরের। সৌজন্য মহারাষ্ট্রের প্রাথমিক স্কুলগুলিতে তৃতীয় ভাষা হিসেবে হিন্দি চালু করার ব্যাপারে মুখ্যমন্ত্রী দেবেন্দ্র ফড়নবিশের সরকারের সিদ্ধান্ত। উদ্ধব এবং রাজ দু’জনেই একযোগে এই সিদ্ধান্তের বিরোধিতা করেছেন। রাজ জানিয়েছেন, হিন্দি চালুর প্রতিবাদে আগামী ৬ জুলাই গিগাউম চৌপাত্তি থেকে আজাদ ময়দান পর্যন্ত একটি মিছিল করবেন তিনি। তাতে উদ্ধব ঠাকরের থাকার সম্ভাবনা রয়েছে। তিনি বলেন, ব্যক্তিগত মতবিরোধের থেকেও মহারাষ্ট্রের স্বার্থ বেশি গুরুত্বপূর্ণ। মারাঠি মানুষ আমাদের কাছে অনেক বেশি গুরুত্বপূর্ণ। শারদ পাওয়ার বলেন, ‘মহারাষ্ট্রের মানুষজন হিন্দি বিরোধী নন। কিন্তু প্রাথমিকের পড়ুয়াদের ওপর জোর করে হিন্দি চাপিয়ে দেওয়া ঠিক নয়।’

অ্যামাজন কর্তার বিয়েতে খরচ প্রায় ৫ কোটি ডলার

ভেনিস, ২৭ জুন : বিয়ে তো নয়, যেন আভিজাত্য ও বিলাসের প্রদর্শনী! এহেন রাজকীয় পরিণয়ের সাক্ষী হল শিল্প ও প্রেমের নগরী ইতালির ভেনিস।

চলতি সপ্তাহে রীতিমতো ঢাকঢোল পিটিয়ে বিয়ের পিঁড়িতে বসে পড়েছেন অ্যামাজন প্রতিষ্ঠাতা ধনকুবের জেফ বেজোস ও প্রাক্তন সাংবাদিক লরেন সানচেজ। তবে দুই তারকার চারহাত এক হওয়ার মুহূর্তেও বিতর্ক তাঁদের পিছু ছাড়েনি। বিলাসবহুল বিয়ের বিরুদ্ধে শহরজুড়ে প্রতিবাদ জারি রয়েছে।

শুক্রবার সান জর্জিও দ্বীপে বিবাহবাসর বসে বেজোস ও সানচেজের। দু’জনেরই এটি দ্বিতীয় বিয়ে। বিয়ের অন্তিম পর্বটি শনিবার আর্সেনালের একটি প্রেক্ষাগৃহে সম্পন্ন হবে। মধ্যযুগে এই বাড়িটি একটি জাহাজ নির্মাণ কারখানা ছিল। যদিও বর্তমানে ব্যবহৃত হচ্ছে শিল্পকলা প্রদর্শশালা হিসাবে।

বেজোস-সানচেজের হাই-প্রোফাইল বিয়ে উপলক্ষ্যে গত কয়েকদিন ধরে শহরের আকাশে উড়ছে প্রাইভেট জেট। লেগুনে ভাসছে বিশাল ইয়ট। চারপাশে সাজোসাজো রব। নিষিদ্ধ ড্রোন ও সাধারণ যানবাহন। মাছি গলার উপায় নেই। সর্বত্র নজরদারি পুলিশের। ঠাঁই নাই দশা শহরের সমস্ত তারাখচিত হোটেলের। অনেকে ‘শতাব্দীর সেরা বিয়ে’র তকমা দিয়েছেন এই অনুষ্ঠানকে। যাতে খরচ হচ্ছে প্রায় ৫ কোটি মার্কিন ডলার।

বিবাহপর্ব শুরু হয় গত বৃহস্পতিবার থেকে। শ’তিনেক সেলেবকে আমন্ত্রণ জানানো হয় এই বিয়েতে। আমন্ত্রিত অতিথিদের মধ্যে ছিলেন ধনকুবের বিল গেটস, মার্কিন প্রেসিডেন্ট ডোনাল্ড ট্রাম্পের মেয়ে ইভাঙ্কা ট্রাম্প ও

একান্তে জেফ বেজোস ও লরেন সানচেজ। ভেনিসে।

তাঁর জামাই জ্যারেড কুশনার, ব্রিটিশ অভিনেতা অরল্যান্ডো ব্লুম ও জর্ডনের রানি, মার্কিন যুক্তরাষ্ট্রের জনপ্রিয় টেলিভিশন সাংবাদিক অপরাহ উইনফ্রে, ক্রিনস জেনার, কিম কার্দেশিয়ান, টাইটানিকের নায়ক লিওনার্দো ডি’ক্যাপ্রিও প্রমুখ তারকা।

বৃহস্পতিবার সন্ধ্যায় কানারেজিও জেলার একটি মধ্যযুগীয় গির্জা মাদোনা দেল’অর্তোয় জড়ো হন অতিথিরা। অতিথিদের নিরাপত্তা ও গোপনীয়তা বজায় রাখতে মধ্যরাত পর্যন্ত ওই এলাকায় হাঁটাচলা ও জলযান চলাচল নিষিদ্ধ করা হয়। তার আগে বুধবার একটি হেলিকপ্টারে করে ভেনিসে আসেন জেফ বেজোস (৬১) ও লরেন সানচেজ (৫৫)। তাঁরা বিলাসবহুল আমান হোটেলে ওঠেন। তাঁদের কক্ষ থেকে গ্র্যান্ড ক্যানেলের দৃশ্য উপভোগ করা যায়। প্রতি রাতে এই কক্ষের ভাড়া ৪ হাজার ৬৮৬ ডলার।

এদিকে স্রেফ অর্থের বিনিময়ে ভেনিসের মতো সুন্দর শহরকে অতিধনীদের হাতে তুলে দেওয়ায় চটে গিয়েছেন স্থানীয় পরিবেশবাদীরা। তাঁদের অভিযোগ, চাঁদির জুতোয় ঘায়েল হয়েছে ভেনিস প্রশাসন। ধনীদের খুশি রাখতে শহরের দরজা এভাবে হাট করে খুলে দেওয়া হলে এর প্রকৃতি ও পরিবেশ আর সুরক্ষিত থাকবে না।

এই বিয়েকে ‘ধনিক শ্রেণির আত্মপ্রচারের’ প্রতীক হিসাবে দেখছেন স্থানীয় বাসিন্দারা। তাঁদের উদ্যোগে সেন্ট মার্ক’স স্কোয়ারে বিক্ষোভও হয়েছে। ‘নো স্পেস ফর বেজোস’ ইত্যাদি প্ল্যাকার্ড হাতে রাস্তায় নেমে বিক্ষোভ দেখানোয় বেশ কয়েকজনকে গ্রেপ্তারও করেছে স্থানীয় পুলিশ।

বর্ষামঙ্গল ৩

জানলা জানাচ্ছে মেঘেরা এসেছে কাছে, দু'চোখে দেখি সাজোসাজো রবে ওরা। জানলা খুলব ভেবে ফেসবুক খুলি, সেখানে আবার মেঘরং ব্যাকফুটে। রঙেদেরও আছে এলাকা এলাকা খেলা, বুঝিনি সেকথা। যেমন সকালের মেঘ বোঝে না জলে-কাদায় সবটা গুলিয়ে গেলে আর কবে ভালোবাসা খুঁজে পাবে? সবুজ বর্ষাদিনে, ঘাসের জাজিমে—নীল আকাশ শুয়ে থাকে বিলীন হয়ে জলে, প্রান্তরের বাতাসে। জানলার পাশ কাটিয়ে যেভাবে চলে যায় মেঘ, সেভাবেই বর্ষাদিন তার ডানা মেলে উড়ে যায় মাঠ-ঘাট-ঘাসের বুকের ওপর দিয়ে। সত্যি-মিথ্যে ভাবলে সময় নষ্ট, কলমের আঁচড়ে বর্ষাদিন হোক স্পষ্ট।।

ও বৃষ্টি! তুমি থেকো...

তানিয়া চৌধুরী

'এমনও দিনে তারে বলা যায়...' শুধু তাকে কেন? নিজেকেও তো বলা যায়। প্রাণের কথা, মনের কথা। সুখ কিংবা দুঃখদিনের সেইসব কাহিনী। যা কেবল নিজের। আলসে গ্রীষ্ম দুপুরে যে বিদ্রোহী মেঘ সোহাগি অবাধ্যতায় নেমে আসে বৃষ্টি হয়ে, তার আরেক নাম রেখেছি দুখজাগানিয়া। খটখটে মাটির বুকে সে এনে দেয় ভরা প্লাবন। সোঁদা গন্ধ ওঠে। যে গন্ধ আমাদের দাঁড় করিয়ে দেয় আয়নার সামনে। আত্মকথনের দোরগোড়ায়।

আজকাল টুপটাপ ইলশেগুঁড়ির দিনে বালুরঘাটের পাগলিগঞ্জের ব্রিজে দাঁড়িয়ে আত্রেয়ীকে মোহময়ী মনে হয়। উচ্ছল স্রোতস্বিনী মনে করায় একাকিত্ব, অপারগতার কথা। আক্ষেপের গল্প।

আত্মসমালোচনার আগে আমি রবিঠাকুরকে মনে করি। ঋতুপর্ণের ছবি দেখি। এই এতকালের জীবনে আমাকে নিজের সামনে দাঁড় করাতে পেরেছেন কেবল ওই দাড়িওয়ালা বুড়ো। আর তাঁর জীবনবোধকে পর্দায় ফুটিয়ে তুলেছিলেন ঋতু। মনে পড়ে সেই দৃশ্যটা। এক সাংবাদিক তাঁর পুরুষ বন্ধুকে প্রশ্ন করেন, 'আচ্ছা, দু'জনকে কি একসঙ্গে ভালোবাসা যায়?' উত্তর আসে, 'মামণিও ঠিক একই প্রশ্নটা জিজ্ঞেস করেছিল কাকামণিকে। কিন্তু একসঙ্গে যে দু'জনকে ভালোবাসা যায় না, সেটা মামণি নিজেই প্রমাণ করে দিয়েছে। তোতো জন্মাবার পর মামণি কমপ্লিটলি ভুলে গিয়েছিল আমাকে।'

আজও যখন তাকে না বলা কথাগুলো মাথায় ঘুরপাক খায়, আমি ঋতুপর্ণকে মনে করি। জীবনে নূতনের খেলা আরম্ভ হলে যে পুরাতনের বিদায় অনিবার্য হয়ে ওঠে, সেকথা তো রবিই প্রথম বুঝিয়েছিলেন বৌঠানকে দিয়ে। আর এই সহজ সত্যিটা বাঙালির মনে গেঁথে দিয়েছেন ঋতু। এবার প্রশ্ন ওঠে, কোনটা নতুন? আর পুরোনোটাই বা কী? যে সবসময় মনে জেগে থাকে, সে পুরোনো? তাহলে যার সঙ্গে সেই সখ্য নেই, সে নতুন হল কীভাবে? তাই ভালো-মন্দের সীমানা যেখানে অস্পষ্ট, আমি সেখানেই দাঁড়াই। আপেক্ষিকতা তত্ত্ব তুলে ধরি আরশিতে। মন নামের বস্তুবাদের সঙ্গে লড়াই করি। নিজেকে বোঝাই।

এই সমালোচনার বেলায় আলো-আঁধারি বিষণ্ণ মেঘ আর এক দামাল ঝোড়ো হাওয়ার ঝাপটা আমার কাছে অপার বৈভব। একটা ম্যাডনেস। কেউ একদিন বলেছিলেন, 'ইফ ইটস নট ম্যাডনেস, ইটস নট লাভ।' আসলে আমাদের সবারই কিছু ক্ষত থাকে। আমরা তাকে সারাতে চাই না। পুষে রাখি। বারবার ব্যথাকে গ্রহণ করি পরম আতিথেয়তায়। খুব গোপনে বারবার সেই ক্ষততে হাত বোলাই এই ভয়ে, পাছে সে হারিয়ে যায়। তাই সারাটা সময় তাকে ভুলে থাকলেও বৃষ্টি এলে মনে করি। ব্যথার আঘাতে প্রমাণ পাই, বেঁচে আছি। আর লাইফ সার্টিফিকেট পাওয়ার লোভে মাথা উঁচিয়ে থাকে নিবিড় প্রার্থনা, 'ও বৃষ্টি তুমি থেকো, আজ সাক্ষী হয়ে সংগোপনে।'

অর্ধেক আকাশের একান্ত কথনে 'নারীর মনোবীণা'

পঙ্কজ মহন্ত

'বিশ্বে যা কিছু মহান সৃষ্টি, চিরকল্যাণকর, অর্ধেক তার করিয়াছে নারী, অর্ধেক তার নর।' নারীর একান্ত আত্মকথন, আত্মক্রন্দন ও অঃন্তক্ষরণের এক বিশেষ প্ল্যাটফর্ম, 'নারীর মনোবীণা'। নারীকেন্দ্রিক এই ষাণ্মাসিক সাহিত্য পত্রিকার পথচলা শুরু হল সম্প্রতি বালুরঘাট প্রাচ্যভারতী বিদ্যাঙ্গনে। সম্পাদিকা শ্রাবন্তী দাস সরকারের স্বাগত ভাষণ, দীপ্তি বসাকের রবীন্দ্রসংগীতে পত্রিকার আত্মপ্রকাশের ঐতিহাসিক মুহূর্তের সাক্ষী হতে জেলার একাধিক কবি, সাহিত্যিক ও সংস্কৃতিপ্রেমীরা উপস্থিত ছিলেন।

পত্রিকার সম্পাদিকা শ্রাবন্তী দাস সরকার জানান, 'কলকাতা থেকে প্রকাশিত বহুল প্রচারিত নারীদের পত্রিকার থেকেও বেশি বিভাগ এই পত্রিকায় রাখার চেষ্টা করছি। কবিতা, রম্যরচনা, রহস্যমূলক গল্প সহ সাহিত্যের সব আঙ্গিক তুলে ধরা হবে। রান্নার রেসিপি, সাজগোজ সহ নারীদের বিভিন্ন পছন্দের বিভাগ থাকবে এখানে। জেলার প্রচুর লেখিকা আমাদের সঙ্গে যুক্ত হয়েছেন। নতুন প্রজন্মের লেখিকাদের কাছ থেকে আরও ভালো লেখা পাব আশা করছি।' গঙ্গারামপুর কলেজের অধ্যাপিকা নীলাব্জা রায় এই সাহিত্য পত্রিকার আত্মপ্রকাশ অনুষ্ঠানে উপস্থিত থেকে লেখালেখির প্রতি নারীদের আগ্রহের কথা তুলে ধরেন। তাঁর মতে, 'এমন উদ্যোগ মননশীল ও পরিশ্রমী সম্পাদিকার সৎ প্রচেষ্টাতেই সম্ভব হয়েছে। জেলায় এর আগে শুধু নারীদের জন্য এমন পত্রিকা ছিল না। আশা করব নতুন লেখিকারা এই পত্রিকায় লেখা দেবেন। এই পত্রিকা নতুন সমাজের দিশা দেখাবে বলেই প্রত্যাশা। এমন সাহসী পদক্ষেপে আমরা সকলে তাঁর পাশে আছি।'

প্রসঙ্গত, প্রচুর মহিলা তাঁদের লেখা ছাপা হরফে প্রকাশিত দেখতে চান। কিন্তু প্রকাশের সুযোগ না পেয়ে সংগোপনেই থেকে যায় মনের কথাগুলো। এই সময়ে দাঁড়িয়ে এই পত্রিকা নারীদের মধ্যে এক আলোর সঞ্চার করল। জেলার একমাত্র নারী পত্রিকা বিশ্ব নারীসমাজে ছড়িয়ে পড়বে বলেই প্রত্যাশা। পত্রিকায় মনোনীত কবিরা স্বরচিত কবিতা পাঠ করেন এবং সুপর্ণা কুণ্ডু কবি শুভ দাশগুপ্তের 'আমি সেই মেয়ে' কবিতার সঙ্গে নৃত্য পরিবেশন করেন। সমগ্র অনুষ্ঠানটি সঞ্চালনা করেন নাট্যব্যক্তিত্ব শ্রীতমা দেব।

'কবিতার ঘনিষ্ঠ পাঠক সবসময় কম হওয়াই ভালো' সুদেষ্ণা

সুদেষ্ণা মৈত্র

সুদেষ্ণা মৈত্র। বাড়ি মালদা শহরের বিবেকানন্দপল্লিতে। সিরিয়াস লেখালেখি ২০১০-'১১ থেকে। ২০১৫-য় প্রথম বই 'চোখ রেখেছি চোখে'। পেশা শিক্ষকতা। একসময় উত্তরবঙ্গ সংবাদের মালদা অফিসে সাব-এডিটর পদে ছিলেন। এখনও পর্যন্ত চারটি কবিতার বই প্রকাশিত। সম্প্রতি প্রাপ্তির ঝুলিতে বাংলা সাহিত্য আকাদেমি যুব পুরস্কার ২০২১-এ প্রকাশিত 'একরোখা চিরুনি তল্লাশি' বইটির জন্য। নন্দিনীর পাতায় কবির সঙ্গে কবিতার আলাপচারিতায় অনিন্দ্য সরকার

উত্তরবঙ্গের প্রথম সাহিত্য আকাদেমি যুব পুরস্কার পাওয়ার অনুভূতিটা কেমন?

ভীষণরকম চমকে দেওয়া, অবাক করে দেওয়া এবং একইসঙ্গে প্রচুর আনন্দের হাওয়া বয়ে নিয়ে আসার মতো। এত অচেনা মুখ, এত অচেনা মানুষের অভিনন্দন ভীষণ আপ্লুত করে দিয়েছে এবং কাছে এসে যে মানুষগুলো বলছে, 'আমি জানতাম, তুই পাবি,' এই কথাটাই যে কী বিশাল একটা প্রাপ্তি!

আপনার প্রথম কাব্যগ্রন্থ 'চোখ রেখেছি চোখে' থেকে আজকের এই পুরস্কারপ্রাপ্ত 'একরোখা চিরুনি তল্লাশি'- উত্তরণের পথটা ঠিক কীরকম?

'একরোখা চিরুনি তল্লাশি'র পরেও ২০২৪ সালে 'নক্ষত্রে গাঁথা শরীর' নামে একটা বই বেরিয়েছে। উত্তরণ বলতে যেটা প্রচুর দেখা, ভাবার পাশাপাশি যখন আরও নতুন নতুন পড়া এবং তার ভেতর দিয়ে যাওয়া যায়, তখন অনেক আঙ্গিক বদলে যায়, বোধের বিকাশ ঘটে। তারই কিছু ছায়া পড়ে পরবর্তী কবিতাগুলোর মধ্যে। ২০২৫-এ দাঁড়িয়ে যে কবিতাগুলো লিখছি, সেগুলো আগের কবিতার থেকে আলাদা। অনেকটাই বাঁকবদল ঘটেছে।

কবিতা লেখার রসদ খুঁজে পান কীভাবে? দৈনন্দিন জীবনযাপন কীভাবে ধরা দেয়?

আমি আমাদের ব্যবহারিক জগৎ থেকে যা কিছু অনুভূতি, তার নির্যাসটুকু নেওয়ার চেষ্টা করি। আর ওই নির্যাসটুকু হচ্ছে ছাদে জামাকাপড় মেলার সময় জামাটাকে নিঙড়ে জলটা ফেলে দিয়ে তারের গায়ে মেলে দেওয়ার মতো। যে জলটুকু পড়ে গেল, ওই জলটুকুই কবিতায় ধরার চেষ্টা করি।

মুখোমুখি আলাপচারিতা

কবিতার ক্ষেত্রে কি নির্দিষ্ট কোনও কাঠামো বা সিগনেচার স্টাইল অনুসরণ করেন?

কখনও এরকম চেষ্টা করিনি, বরং ভাঙার চেষ্টা করেছি। আমি ভাবমূর্তিতে বিশ্বাসী নই। অপছন্দ হয়, যখন কেউ দেগে দেয় যে, পড়লেই বোঝা যায় এটা তার লেখা। সেই জায়গা থেকে আমি সরে সরে আসি। তাও হয়তো কিছু একটা থেকে যায়।

কবিতার পাশাপাশি তো আপনার প্রবন্ধের বই রয়েছে 'কোলাজ', 'স্বপ্নময় চক্রবর্তী কথা সেলাই'। এছাড়া আপনি গল্পও লিখেছেন 'তুরুপ অষ্টাদশ'-এ। কবিতা লেখা থেকে এই গল্প-প্রবন্ধ লেখা কতটা আলাদা?

প্রথমত, আমি আলোচনা লিখতে ভালোবাসি কারণ, আমার খুঁজতে ভালো লাগে। যে কোনও কিছুর ইতিহাস খুঁজতে খুব ভালো লাগে। আলোচনা যদি তুলনামূলক হয় বা আমার পছন্দের কিছু নিয়ে লিখতে বলা হয়, সেক্ষেত্রে আমার প্রবন্ধ লিখতেই ভালো লাগে। কিন্তু আমি সচেতনভাবে চেষ্টা করি, আমার লেখার ভেতর তত্ত্বের ভাবগম্ভীর ব্যাপারটা না রাখতে, সেটা যেন নদীর জলের মতো সহজে বহমান হয়। এখনও পর্যন্ত আমার ছ'টা গল্প আছে। জোর করে গল্প লিখলেও লেখার পরে পাঠক হিসেবে পড়তে গিয়ে দু'একটা গল্প আমার নিজেরই খুব ভালো লেগেছে।

গল্প, উপন্যাসের তুলনায় কবিতার পাঠক তুলনামূলকভাবে কম। কবিতার ভাষা কি এতটাই কঠিন যে সাধারণ পাঠকের কাছে পৌঁছোতে পারে না? সেক্ষেত্রে কবির সীমাবদ্ধতা বা দায়বদ্ধতা কতটা?

কবিতার পাঠক বরাবরই কম। জীবনানন্দ বলতেন, শুদ্ধতম কবিতার পাঠক সবসময় কম হবে। আমিও বিশ্বাস করি যে কবিতার ঘনিষ্ঠ পাঠক সবসময় কম হওয়াই ভালো কারণ, কবিতা তো নেতার বক্তৃতা নয়, যে মঞ্চে দাঁড়িয়ে দিলাম আর হাজার হাজার মানুষ করতালিতে ফাটিয়ে দিল। সেটা হলে তো পদ্য, ছড়া, স্লোগান হয়ে যাবে, কবিতা হয়ে উঠবে না। কবিতা ভীষণ নির্জন, নিমগ্ন হয়ে পড়ার।

দেবারতি মিত্র আপনার প্রিয় কবি। তাঁর কবিতায় যে নারীবাদ আর নারী চেতনার ছোঁয়া থাকে... আপনার কবিতাও কি সেই ভাবনাই বহন করে?

দেবারতি মিত্রের কবিতায় কখনও সচেতনভাবে নারীবাদ বা নারীচেতনা থাকে না। কবিতার ভেতর যে শৈল্পিক চাতুর্য থাকে, যেখানে ব্যক্তিগত স্বর ভীষণরকম প্রোজ্জ্বল হয়ে ওঠে, যার ভেতর দিয়ে তিনি কথা বলে ওঠেন, যেন জলের ভেতর কোনও মন্দ্রস্বর। আমার ভীষণ প্রিয়। আমি কখনও একপেশে কোনও বাদে বিশ্বাস করি না। আমি মানবতাবাদে বিশ্বাসী, আমার কবিতায় মানুষ কথা বলে। প্রকৃত নারীবাদ তো মানবতাবাদের কথাই বলে।

বাংলা সাহিত্য তো অনেকটাই কলকাতাকেন্দ্রিক। অন্যান্য বিষয়ের মতো সাহিত্যেও কি উত্তরবঙ্গ পিছিয়ে আছে বলে আপনার মনে হয়?

একদম না। আসলে উত্তরবঙ্গকে ইচ্ছে করে আলো দেওয়া হয় না, এটা আমি বিশ্বাস করি। এটাকে বলে নীরব রাজনীতি। উত্তরবঙ্গের ভীষণরকমভাবে নিজস্ব স্বর আছে। উত্তরবঙ্গের প্রচুর ভালো লেখা পড়েছি। মফসসলে ভালো লেখা হচ্ছে, এটাই বড় কথা।

বর্তমান যুবসমাজ বইয়ের প্রতি আগ্রহ হারাচ্ছে বলে আপনার মনে হয়?

একদমই না। এখন যুবসমাজই সবচেয়ে বেশি পড়াশোনা করছে। আর যে আগ্রহ হারানো যুবসমাজের কথা বলা হচ্ছে, তারা সবসময়, সব যুগেই ছিল।

পুরস্কারপ্রাপ্তির পর তো দায়িত্ব অনেকটা বেড়ে গেল। এরপর পাঠক আপনার নতুন লেখা পড়ার জন্য অপেক্ষা করে থাকবে। পরবর্তী বই কবে আসবে?

পুরস্কারের দ্যুতি তো খুব সহজে ফুরিয়ে যায়। আলো বেশিদিন থাকে না। আর আমি খুব বেশি আলোয় থাকতে পারি না। আমার একটা কবিতার বই অনেকের ভালো লেগেছে, এটাই আমার দারুণ লাগছে। কিন্তু একটা কথা পাশাপাশি ভাবছি, আমার ওই লেখা থেকে তো এখনকার লেখা অনেক বদলে গিয়েছে। পরবর্তীতে আমার যে বইটি জন্মাবে তখন আমি ঘনিষ্ঠ পাঠক পাব তো? পরবর্তী বই নিয়ে এখনও কিছু ভাবিনি। তবে আমি লেখাতেই থাকতে চাই।

জুন মাসের বিষয় : ডাকছে পাহাড়

সোনমার্গ, কাশ্মীর

প্রথম : নীহাররঞ্জন সরকার
(ধলদিঘি, দক্ষিণ দিনাজপুর) আইফোন ১৫

মিলাম ভ্যালি, উত্তরাখণ্ড

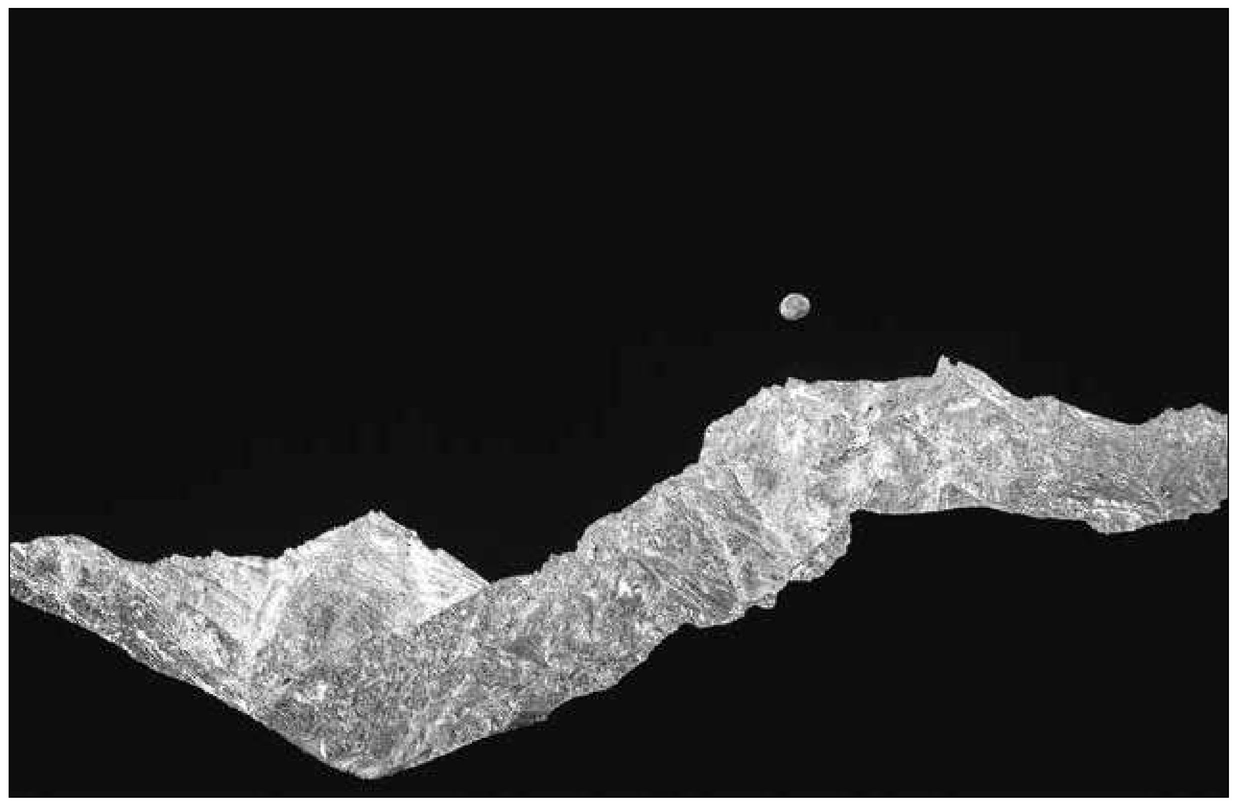

দ্বিতীয় : সৌম্যকমল গুহ
(কালিয়াগঞ্জ, উত্তর দিনাজপুর) নিকন ডি৫৩০০

উরা ভ্যালি, ভুটান

তৃতীয় : দুর্জয় রায়
(ধূপগুড়ি, জলপাইগুড়ি) ক্যানন ইওএস ১২০০ডি

ইয়ুমথাং, সিকিম

চতুর্থ : শেখর বন্দ্যোপাধ্যায়
(মাটিগাড়া, শিলিগুড়ি) নিকন ডি৭০০০

কালিম্পংয়ে প্যারাগ্লাইডিং

পঞ্চম : রৌনক শূর রায়
(কলেজপাড়া, শিলিগুড়ি) নিকন ডি৭১০০

চুইখিম, কালিম্পং

ষষ্ঠ : অনুপম চৌধুরী
(ভোলারডাবরি, আলিপুরদুয়ার জংশন) নিকন জেড৫

টেমি টি গার্ডেন, সিকিম

সপ্তম : নওয়াজ শরিফ রহমান
(ফালাকাটা, আলিপুরদুয়ার) শাওমি পোকো এক্স ২

জুলুক, সিকিম

অষ্টম : অমিতাভ সাহা
(দেবীবাড়ি, কোচবিহার) নিকন ডি৭০০

সিলারিগাঁও থেকে কাঞ্চনজঙ্ঘা দর্শন

নবম : অন্তরা ঘোষ
(গোফানগর, দক্ষিণ দিনাজপুর) স্যামসাং গ্যালাক্সি এস২১

চিত্র বিচিত্র
আলোকচিত্র প্রতিযোগিতা

আরও যাঁরা ছবি পাঠিয়েছেন

রাই ঘোষ, দিবাকর পাল, পাপাই সান্যাল, অভিরূপ ভট্টাচার্য, উদয়ন মজুমদার, সুভম শর্মা, অসীম সরকার, সাগ্নিক সূত্রধর, অরিজিৎ সরকার, সোমনাথ মৈত্র, তনুশ্রী সরকার, দুর্জয় বর্মন, অঙ্কুশ মজুমদার, প্রতীকরঞ্জন দাস, প্রত্যয় রায়, মমি জোয়ারদার, তনুশ্রী শংকর সাহু, সৌমাল্য দত্ত, সঞ্জীব সরকার, সৌভিক রায়, শুভ্রজ্যোতি রায়, অনিমেষ বর্মন, সুজয় টুঙ্গা, পিয়ালি দাস, সুমন চক্রবর্তী, অয়ন দাস, শুভজিৎ গোস্বামী, অভিজিৎ পাল, অনিন্দিতা সরকার, দীপাঞ্জয় ঘোষ, সৌমিক সাহা, জয়াশিস বণিক, মনীষা দাস, সুশান্তকুমার দাস, মধুমিতা দাস, অর্যমা দাস, অভ্রদীপ বর্মন, জীবন ব্যাপারী, পল্লব বর্মন ও মহম্মদ মনিরুজ্জামান।

আবার সোনমার্গ

দশম : কৌশিক দাম
(গোমস্তপাড়া, জলপাইগুড়ি) নিকন জেড৫

শাকপাতায় সুখ বাঙালির

বাঙালির প্রিয় খাবার হল ভাত, শাক ও মাছ। শাকসবজি হল যেমন রুচিকর তেমন পুষ্টিগুণসম্পন্ন খাবার। শাকপাতা হল ভিটামিন ও খনিজ পদার্থ সমৃদ্ধ সবজি। একাধারে এত পুষ্টিগুণসম্পন্ন সবজি পাওয়া দুষ্কর। আবার সব ঋতুতেই শাকসবজি পাওয়া যায়।

নটে

গ্রীষ্ম ও বর্ষাকালের অন্যতম গুরুত্বপূর্ণ শাক হল নটে। নটে বলতে আমরা ‘অ্যামারানথার্স’ গোষ্ঠী বা দলের সবজিকেই বোঝায়।

পুষ্টিগুণ

প্রতি ১০০ গ্রাম নটে শাকের খাদ্যোপযোগী অংশে পাওয়া যাবে

কার্বোহাইড্রেট ৬.৩ গ্রাম, ফসফরাস ৮৩.০ মিগ্রা., প্রোটিন ৪.০ গ্রাম, ক্যালসিয়াম ৩৯৭.০ মিগ্রা, ফ্যাট বা চর্বি ০.৫ গ্রাম, পটাসিয়াম ৩৪১.০ মিগ্রা, আঁশ ১.০ মিগ্রা, সোডিয়াম ২৩০.০ মিগ্রা, লোহা ২৫.৫ মিগ্রা, ভিটামিন-‘এ’ ৯২০০ আই.ইউ, রিবোফ্ল্যাবিন ০.১ মিগ্রা, ভিটামিন-‘সি’ ৯৯.০ মিগ্রা

ভেষজ গুণ

নটে শাকের ভেষজ গুণ নেহাত কম নয়। নটেশাকে প্রচুর পরিমাণে লোহা থাকায় রক্ত পরিষ্কার ও রক্ত তৈরিতে দারুণভাবে সাহায্য করে। অ্যানিমিয়া বা রক্তাপ্লতায় ভুগছেন এমন রোগীদের কাছে নটেশাক হল মহৌষধ। দাঁত ও হাড়ের গঠন মজবুত করতে নটে সাহায্য করে। প্রচুর পরিমাণে ভিটামিন-‘এ’ থাকায় রাতকানা ঠেকাতে এবং ভিটামিন-‘সি’ থাকায় স্কার্ভি ও ক্যানসার প্রতিরোধে সাহায্য করে।

জলবায়ু ও মাটি

নটে মূলত উষ্ণ ও আর্দ্র আবহাওয়া পছন্দ করে এমন সবজি। দিন ছোট হলে গাছে ফুল চলে আসে। অধিক বৃষ্টি বা বাতারের আর্দ্রতা এই সবজির পক্ষে ক্ষতিকারক। হালকা মাটি হল নটে চাষের জন্য উপযুক্ত। মাটিতে যথেষ্ট জৈব পদার্থ থাকতে হবে। মাটি হবে সুনিকাশি ও সুবাতাসি। মাটির ক্ষারল্লমান হতে হবে নিরপেক্ষ।

জাত

নটে শাক পাতার রং অনুসারে লাল, সাদা ও সবুজ হয়। এছাড়াও শাক উৎপাদনকারী ছাড়াও ডাঁটা উৎপাদনকারী কাটোয়ার ডাঁটা ও চম্পা ডাঁটা হল অন্য দলভুক্ত। ছোট পাতাযুক্ত পুনকা শাকও হল নটে গোষ্ঠীর সবজি। চাঁপা নটে, পদ্ম নটে, লাল শাক ও কনকানটে সারাবছর চাষ করা যাবে। কাটোয়া ডাঁটা স্পেশাল ও কাটোয়া ডাঁটা (লাল) গ্রীষ্মকালে এবং জবাকুসুম ডাঁটা সারাবছর চাষ করা যাবে।

জমি নির্বাচন

উঁচু ও মাঝারি অবস্থানের খোলামেলা জমি হল নটে চাষের জন্য উপযুক্ত। ছায়ামুক্ত, নীচু ও জলবসা জমি এই শাক চাষের পক্ষে অনুপযোগী।

জমি তৈরি

নটে চাষের জমি সতর্কতার সঙ্গে তৈরি করতে হবে। গভীরভাবে চাষ দিয়ে মাটি ঝুরঝুরে করতে হবে। জমিকে সমতল করতে হবে। আগাছা তুলে ফেলতে হবে। জমিকে কয়েকটি খন্ডে কেয়ারিতে ভাগ করে চাষ করলে পরিচর্যার সুবিধা হবে।

বীজ বোনা

কেয়ারির মাটিতে বীজ ছিটিয়ে চাষ করতে হবে। নটের বীজের আকার খুবই ছোট হওয়ার জন্য সমপরিমাণ বালি মিশিয়ে ছড়ালে তবেই সমানভাবে বীজ পড়বে। বীজ ছড়ানোর পরে মিহি করে চেলে নেওয়া জৈব সার বীজের উপরিভাগে ছিটিয়ে বীজ ঢেকে দিতে হবে। লাঠি দিয়ে নেড়ে দিয়েও বীজকে ঢেকে দেওয়া যায়। এবার উপরিভাগ খড় দিয়ে ঢেকে দিতে হবে। বীজ বোনার পরেই হালকা করে জল দিতে হবে। এক বিঘা জমির জন্য ২০০-২৫০ গ্রাম বীজ লাগবে। ফেলার আগে অবশ্যই বীজ শোধন করে নিতে হবে।

সার প্রয়োগ

মূল সার হিসেবে বিঘাপ্রতি ১০-১৫ কুইন্টাল জৈব সার প্রয়োগ করতে হবে। এছাড়াও নটে চাষের জন্য বিঘাপ্রতি ৮ কেজি নাইট্রোজেন, ৪ কেজি ফসফরাস এবং ৪ কেজি পটাশ লাগবে। এজন্য লাগবে প্রায় ১৮ কেজি ইউরিয়া, ২৫ কেজি সুপার ফসফেট

এবং ৬.৫ কেজি মিউরেট অফ পটাশ। মূল সার হিসেবে অর্ধেক ইউরিয়া এবং সম্পূর্ণ ফসফেট ও মিউরেট অফ পটাশ জমিতে প্রয়োগ করতে হবে। বাকি ইউরিয়া (৯ কেজি) সমান দুই ভাগে বীজ বোনার ২১ দিন ও ৪২ দিন পরে চাপান হিসেবে প্রয়োগ করতে হবে।

সেচ প্রয়োগ

বীজ বোনার সময়ে জমিতে রস থাকতে হবে। গ্রীষ্মকালে ৭-১০ দিন অন্তর হালকা সেচ দিতে হবে। চাপান সার প্রয়োগের পরে অবশ্যই সেচ দিতে হবে।

পরিচর্যা

জমি থেকে নিড়ানি দিয়ে আগাছা তুলে ফেলতে হবে। গোড়ায় মাটি খসিয়ে আলগা করে দিতে হবে। অতিরিক্ত জল নিকাশের ব্যবস্থা নিতে হবে গাছের গোড়ায় যাতে জল না জমে সেটা দেখতে হবে।

ফসল তোলা

বীজ বোনার ৩০-৪০ দিন পর থেকেই শাকপাতা তোলা যায়। ডাঁটা হিসেবে তুলতে গেলে বেশি সময় লাগবে। কেটে নিলে শাকের উৎপাদন বাড়ে।

ফলন

বিঘা প্রতি শাক সহ ডাঁটার ফলন প্রায় ১০-১৫ কুইন্টাল।

রোগপোকার সমস্যা

নটে চাষে তেমন কোনও মারাত্মক ক্ষতিকারক রোগ-পোকায় সমস্যা দেখা যায় না।

পুঁই

বাঙালির কাছে পুঁই হল অত্যন্ত জনপ্রিয় শাক। সকলেই নিরামিশ আহারে পুঁই শাকের পাতা ও ডাটা দিয়ে উপাদেয় রান্না করে থাকেন। এমন সবজির বাজারে বা হাটে দেখা মিলবেই। সারাবছরে এটি পাওয়া যায়। প্রায় এলাকায় সকলের প্রিয় সবজি হল এই পুঁই।

পুষ্টিগুণ

প্রতি ১০০ গ্রাম খাদ্যোপযোগী পুঁইশাকের অংশে পাওয়া যাবে লোহা নামক খনিজ উপাদান ১০ মিগ্রা। এছাড়াও এর মধ্যে প্রচুর পরিমাণে আঁশ, ভিটামিন-‘এ’ ও ভিটামিন-‘সি’ মজুত আছে।

ভেষজ গুণ

লোহা থাকায় পুঁইশাক রক্তাল্পতা রোগ সারাতে কার্যকরী ভূমিকা পালন করে। প্রচুর পরিমাণে আঁশ থাকার জন্য কোষ্ঠকাঠিন্য সারাতে সাহায্য করে।

জলবায়ু ও মাটি

পুঁই চাষের জন্য উষ্ণ ও আর্দ্র আবহাওয়া দরকার হয়। বাতাসের তাপমাত্রা ১৫-২০ সেন্টিগ্রেডের নীচে হলে বীজ অঙ্কুরিত হতে চায় না। ৪০-৪২ সে. তাপমাত্রা পর্যন্ত গাছ বেঁচে থাকতে পারে এর বৃদ্ধি ও পরিস্পুরণের জন্য যথেষ্ট পরিমাণ বৃষ্টির দরকার হয়। বড়দিনে পুঁইয়ের বৃদ্ধি হয় আশানূরূপ।

যদিও সব ধরনের মাটিতে এর চাষ হতে পারে, কাদা, এঁটেল, বেলে দোঁয়াশ ও কাকুড়ে মাটিতে এর চাষ হয়। মাটিতে ক্ষারাম্লমান নিরপেক্ষ হলে ভালো। মাটিকে হতে হবে উর্বর ও জৈবপদার্থে সমৃদ্ধ।

জাত

পশ্চিমবঙ্গে চাষের জন্য দুই প্রকারের পুঁই আছে। একটি হল সবুজ এবং অন্যটি হল লাল। পুঁইয়ের কোনও উন্নতজাতের সন্ধান পাওয়া যায়নি।

জমি নির্বাচন

পুঁই চাষের জন্য উঁচু ও মাঝারি অবস্থানের জমি হল পুঁই চাষের জন্য উপযুক্ত। জমি যেন যথেষ্ট পরিমাণে আলো ও বাতাস পায় সেটা দেখতে হবে। এছাড়াও মাচা ও বাড়ির চালেও পুঁই লাগিয়ে ওঠানো যায়।

জমি তৈরি

চাষ দিয়ে জমি তৈরি করতে হবে। আগাছা তুলে ফেলতে হবে। মই দিয়ে উপরিভাগ সমতল করতে হবে। বেড বা কেয়ারি তৈরি করে চাষ করতে হবে। দুটি কেয়ারির মাঝে নিকাশিনালার ব্যবস্থা রাখতে হবে। এটি ৪৫ সেমি-৬০ সেমি চওড়া হতে হবে।

বীজ বোনা

বীজ থুপি করে বা মাদায় বসাতে হবে। সারি থেকে সারির দূরত্ব রাখতে ১ মিটার। সারিতে গাছ থেকে গাছের দূরত্ব থাকবে ৬০ সেমি। কাটিং বসিয়েও চাষ করা যাবে। আবার খাড়া পুঁই এর বেলায় সারি থেকে সারির দূরত্ব হবে ৬০ সেমি. এবং গাছ থেকে গাছের দূরত্ব হবে ৪৫ সেমি.।

সার প্রয়োগ

শেষ চাষের সময় জমিতে বিঘা প্রতি ১৫ কুইন্টাল জৈব সার প্রয়োগ করতে হবে। জৈব সার হিসেবে আবর্জনা, সার, গোবর এবং খোল ব্যবহার করলে ভালো ফল পাওয়া যায়। বিঘা প্রতি ৪ কেজি হিসেবে মোট দু’বার চাপান সার ইউরিয়া প্রয়োগ করতে হবে।

সেচ প্রয়োগ

বর্ষাকাল বাদে অন্য সময়ে পুঁই চাষ করলে সেচ দিতে হবে। বীজ লাগানোর পর চারাগাছ বের হবার পর ১৫ দিন অন্তর সেচ দিতে হবে। গ্রীষ্মকালে ৩-৪টি সেচ লাগবে।

পরিচর্যা

আগাছা তুলে জমি পরিষ্কার করতে হবে। বর্ষাকালে অতিরিক্ত জল জমি থেকে নিকাশের ব্যবস্থা করতে হবে। দরকার হলে গাছে ঠেকনা দেওয়ার জন্য খুঁটি পুঁততে হবে। গাছের গোড়ার মাটি খসিয়ে দিতে দিয়ে মাটিকে আলগা করতে হবে। বর্ষাকালে চাষের জন্য গোড়ায় মাটি ধরিয়ে দিতে হবে।

ফসল তোলা

বীজ বসানো বা চারা লাগানোর ৪৫-৬০ দিনের মাথায় পুঁইশাক হিসেবে তোলার উপযুক্ত হয়ে যাবে। ধারালো ছুরি অথবা কাস্তের সাহায্যে লতা কেটে ঝুরিতে রাখতে হবে। মনে রাখতে হবে লতা কাটলে কাণ্ডের পাশ থেকে শাখা ডাল বেশি করে উৎপন্ন হবে। এর ফলে ফলনও বেশি পাওয়া যাবে।

ফলন

বিঘা প্রতি পুঁই লতার গড় ফলন প্রায় ১৫-২০ কুইন্টাল।

রোগ পোকার সমস্যা

পুঁই চাষ মূলত লতার ও পাতার জন্য করা হয়। এর চাষে রোগ-পোকার মারাত্মক সমস্যা দেখা যায় না। কেবল রোগের মধ্যে পাতায় দাগ মাঝে-মধ্যে দেখা যায়। এটি নিয়ন্ত্রণের জন্য ব্যাভিসটিন প্রতি লিটার জলে গুলে ১ গ্রাম হিসেবে ১০ দিন অন্তর দুবার স্প্রে করতে হবে।

লেটুস

লেটুস হল বিদেশ থেকে আমাদের দেশে আসা নতুন সবজি। ভারতবর্ষ তথা পশ্চিমবঙ্গে এই শাকটির চাষ ও জনপ্রিয়তা দুটোই বাড়ছে। দেশের বড় বড় হোটেল, রিসর্ট ও রেস্টুরেন্টে এই সবজির ক্রমবর্ধমান চাহিদা রয়েছে। এর বর্তমান বাজারও আশাব্যঞ্জক।

মূলত পাতা শাক হিসেবে লেটুস খাওয়ার প্রচলন আছে। এটি সহজে হজম করা যায়। কাঁচা অর্থাৎ স্যালাড এবং রান্না করেও লেটুস খাওয়া যায়। লেটুস হল মূলত শীতকালের সবজি।

পুষ্টিগুণ

প্রতি ১০০ গ্রাম খাদ্যোপযোগী অংশে পাওয়া যাবে। কার্বোহাইড্রেট ২.৫ গ্রাম, ফসফরাস ২৮ মিগ্রা, প্রোটিন ২.১ গ্রাম, ক্যালসিয়াম ৫০ মিগ্রা, ফ্যাট বা চর্বি ০.৩ গ্রাম, থায়ামিন ০.৯ মিগ্রা, আঁশ ০.৫ গ্রাম, ভিটামিন-‘এ’ ১৬৫০ মিগ্রা, লোহা ২.৪ মিগ্রা, ভিটামিন-সি ১০ মিগ্রা, রিবোফ্ল্যাবিল ০.১৩ মিগ্রা

জলবায়ু ও মাটি

লেটুস হল মূলত শীত মরশুমের সবজি। এই সময়ের তাপমাত্রা কমপক্ষে ১২-১৫০ সে. হলে এই সবজির চাষ করা যাবে। মাটি ও বাতাসের তাপমাত্রা ৩০০ সে. এর অধিক হলে বীজের অঙ্কুরোদগম হবে না। গরম পড়লে পাতা শুকোতে শুরু করে এবং পাতার স্বাদ তেঁতো হয়ে যায়। তাছাড়া অধিক তাপমাত্রায় গাছে ফুল এসে যাবে। হালকা মাটি হল লেটুস চাষের পক্ষে উপযোগী। মাটিতে যথেষ্ট পরিমাণ জৈব পদার্থ মজুত থাকতে হবে। মাটি উর্বর হবে এবং যথেষ্ট জল ধারণ ক্ষমতাও থাকবে। মাটির ক্ষারাম্লমান ৫.৮-৬.৫ হওয়া দরকার।

জমির নির্বাচন

লেটুস খোলামেলা ও উঁচু অবস্থানের জমি পছন্দ করে। জমির মাটির নিকাশি ব্যবস্থাও ভালো থাকতে হবে। জমি যেন যথেষ্ট সূর্যের আলো পায়।

জাত

লেটুসের জাতগুলিকে দুটি প্রকারে ভাগ করা যায়। একটি প্রকারের মাথাগুলি দেখতে বাঁধাকপির মতো গোল। অন্যটির পাতাগুলি হবে মসৃণ ও কোঁচকানো। ভারতীয় কৃষি অনুসন্ধান পরিষদ, দিল্লি যে জাতগুলি চাষের জন্য সুপারিশ করেছে সেগুলি হল গ্রেট লেকস, স্লোবোল্ট এবং চাইনিজ ইয়েলো। গ্রেট লেকস নামক জাতটির মাথা বাঁধাকপির মতো। অন্য দুটি জাতের গাছ থেকে বারবার পাতা তোলা যায়।

জমি তৈরি

লেটুস চাষের জন্য মাটি ভালোভাবে চাষ দিয়ে তৈরি করতে হবে। মাটিতে হতে হবে সরুদানাবিশিষ্ট। লাঙল দিয়ে চাষের পর মাটি সমতল করে নিতে হবে। সকল ধরনের আগাছা তুলে ফেলতে হবে।

বীজ বোনা

লেটুসের চারা বীজতলায় তৈরি করতে হবে। এজন্য ১৫ সেমি. উঁচু বীজতলায় বীজ বুনতে হবে। বীজতলার ধার বা কিনারা উঁচু রাখতে হবে। বীজতলার মাটিতে যথেষ্ট পরিমাণ জৈব সার প্রয়োগ করে মাটিকে ঝুরঝুরে রাখতে হবে। বীজতলায় পাতলা করে বীজ ছড়িয়ে দিতে হবে। জৈব সার ও মাটি মিশ্রণের পাতলা স্তর দিয়ে মাটি ঢেকে দিতে হবে। প্রতি বিঘার জমির জন্য প্রায় ৬০-৭০ গ্রাম বীজের প্রয়োজন হবে। এরপর খড় দিয়ে ঢেকে হালকা করে জল দিয়ে মাটি ভিজিয়ে দিতে হবে।

চারা বসানো

সারিতে ৬ সপ্তাহের বয়সের চারা জমিতে বসাতে হবে। সারি থেকে সারি ও চারা থেকে চারার দূরত্ব ২০-২৫ সেমি রাখতে হবে। চারা বসানোর সময় মাটিয়ে রস থাকতে হবে। দরকার হলে চারা বসানোর পর হালকা করে জল প্রয়োগ করতে হবে।

সার প্রয়োগ

শেষ চাষের সময় জমিতে বিঘা প্রতি ১৮-২০ কুইন্টাল জৈব সার অবশ্যই প্রয়োগ করতে হবে। বিঘা প্রতি জমির জন্য লাগবে ১৬ কেজি ইউরিয়া, ৪৭ কেজি পটাশ সার মূল সার হিসেবে জমিতে প্রয়োগ করতে হবে। ইউরিয়া সমান দুইভাবে গাছে একমাস ও দুমাস বয়সের সময় চাপান হিসেবে প্রয়োগ করতে হবে।

সেচ প্রয়োগ

সার প্রয়োগে পরেই সেচ দিতে হবে। লেটুসের মাথা বাঁধা শুরু হলেই হালকা সেচ দিতে হবে। জমির জো দেখে তবেই সেচ দিতে হবে।

পরিচর্যা

১) আগাছা তুলে জমি পরিষ্কার রাখতে হবে। ২) চারাকে রোদের হাত থেকে রক্ষা করতে ঢাকা দিতে হবে। ৩) গাছের গোড়ায় মাটি তুলে দিতে হবে। ৪) জমি থেকে জল নিকাশের ব্যবস্থা করতে হবে।

ফলন তোলা

গ্রেট লেক জাতের লেটুসের মাথা জমাট বেঁধে গেলেই জমি থেকে তোলার উপযুক্ত হয়ে যাবে। আবার অন্য জাত দুটির বেলায় পাতা বড় ও নরম থাকা অবস্থায় তুলে ফেলার উপযুক্ত হবে। বার বার তোলা যাবে।

ফলন

প্রথম জাতটির বিঘা প্রতি গড় ফল হল ৮-১০ কুইন্টাল। অন্য জাত দুটির গড় ফল হল ১০-১২ কুইন্টাল।

রোগপোকার সমস্যা

ভাইরাস ঘটিত মোজেক বা সাহেব রোগের কিছুটা উপদ্রব দেখা যায়। এজন্য বাহক পোকা নিয়ন্ত্রণের ব্যবস্থা করতে হবে। এছাড়াও ‘ডাউনি মিলডিউ’ নামক রোগটির আক্রমণ এখন দেখতে পাওয়া যাচ্ছে। প্রতিরোধের জন্য কপার ঘটিত ছত্রাকনাশক স্প্রে করতে হবে।

পরিচিত আগাছার বৈশিষ্ট্য ও নিয়ন্ত্রণ

বেনেবউ

একবর্ষজীবী শীতকালীন পরজীবী আগাছা। এর পাতা ছোট ঝিল্লির মতো এবং ক্লোরোফিল বিহীন। ফুলের বিন্যাস অনিয়মিত ও নীল বর্ণের। অক্টোবর-নভেম্বর মাসে শীতের শুরুতে আশ্রয়দাতা উদ্ভিদ মূলের নিঃসরণের প্রভাবে বীজ অঙ্কুরিত হয়। আগাছার চারা চোষক মূলের সাহায্যে আশ্রয়দাতা উদ্ভিদের মূলে শক্ত করে প্রোথিত করে এবং ছোট কন্দ তৈরি করে। আগাছার বৃদ্ধি হয়। কিন্তু খাদ্য সংগ্রহ করে আশ্রয়দাতা উদ্ভিদের মূল থেকে। ফলে আশ্রয়দাতা উদ্ভিদে দুর্বল হতে থাকে। ফলন কমে যায়। অকাল মৃত্যুও ঘটে। তামাক, সর্ষে, আলু, বাঁধাকপি, তুলো, ভুট্টা, শিম্বজাতীয় উদ্ভিদ, টমেটো প্রভৃতি ফসলের ওপর এই আগাছা বাসা বাঁধে।

নিযন্ত্রণ ঃ

১. বেনেবউকে আশ্রয় দেয় না এমন ফসল যেমন গম, যব, পেঁয়াজ, রসুন, পালং ফসল চক্রে ঢোকানো উচিত।

২. ফসলে আগাছা দেখা গেলে ফুল আসার আগে তুলে ফেলা উচিত।

৩. ফাঁদ ফসল চাষ করলে আগাছা বীজ সহজে অঙ্কুরিত হয় এবং শেষ পর্যন্ত বেশিদিন বেঁচে থাকতে পারে না।

৪. জৈব আগাছানাশক ফাইটোমাইজা (মাছি) ও ফিউজারিয়াম (ছত্রাক) স্প্রে করা যাবে।

চায়ের সঙ্গে তরমুজ চাষ

খোকন সাহা

চায়ের সঙ্গে তরমুজ খাওয়া যায় না। তবে চায়ের সঙ্গে তরমুজের চাষ করা যায়। শুধু চাষ করাই নয় রীতিমতো বড়সড়ো সাফল্য অর্জন করা সম্ভবও হয়েছে।

জলপাইগুড়ি জেলার ভান্ডিগুড়ি চা বাগানে বিভিন্ন জাতের তরমুজ চাষ করে তাক লাগিয়ে দিলেন সেখানকার চা বাগান কর্তৃপক্ষ। এই সাফল্যের পিছনে সহায়তা রয়েছে উত্তরবঙ্গ বিশ্ববিদ্যালয়ের সেন্টার অফ ফ্লোরিকালচার অ্যান্ড অ্যাগ্রি বিজনেস ম্যানেজমেন্ট (কোফাম) টেকনিক্যাল অফিসার অমরেন্দ পান্ডের। চা বাগানের ফাঁকা জমিতে এত বড় এলাকা নিয়ে তরমুজ চাষ বিরল। শীতের ৩ মাস চা বাগান বন্ধ থাকে ওই সময়ে শ্রমিকদের কাজ থাকে না। ওই সময়ে বাগানের ফাঁকা জমিতে চাষ করে অতিরিক্ত আয় করার সুযোগ পেতে পারেন বড় এবং ছোট দুই ধরনের বাগিচা মালিক কর্তৃপক্ষ। এজন্য যে সকল কারিগরি সহায়তা প্রশিক্ষণ দরকার সবই কোফাম থেকে দেওয়া হবে।

অমরেন্দ বলেন, আমরা ভান্ডিগুড়ি চা বাগানে বিভিন্ন জাতের তরমুজ চাষ পরীক্ষামূলকভাবে করাই। বিভিন্ন জাতের তরমুজ চাষ করানোর কারণে এতে বোঝা যায় কোন প্রজাতির চাষ কোন এলাকার মাটি ও জলবায়ুর পক্ষে উপযুক্ত এবং ফলনের পরিমাণ কত। আমরা এখানকার চাষের নামকরণ করেছি ‘তরমুজ পার্টি’।

এই চা বাগানের প্রিন্সিপাল অফিসার সুজয় সেনগুপ্ত বলেন, আমাদের চা বাগান প্রায় ৫০০ একরের। কিছুটা নীচু জমি যেখানে সেখানে ১৩ একরজুড়ে তরমুজের চাষ করা হয়। তরমুজের ৪টি ভ্যারাইটি চাষ করা হয়েছে। একর প্রতি ২৫ হাজার কেজি উৎপাদন হয়েছে। প্রথম লটের তরমুজ তুলে জলপাইগুড়ি এবং শিলিগুড়ি বাজারে পাঠানো হয়েছে। ভালো মার্কেট পাওয়া গিয়েছে। তরমুজ ছাড়াও সুইট কর্ন, খরমুজ, কাকড়ির চাষ করা হয়েছে। প্রতিদিন গড়ে ৯০ জন শ্রমিক এর চাষের সঙ্গে যুক্ত ছিল। তাদের কর্ম সংস্থান হয়েছে।

আয় বাড়ানোর উদ্যোগ

- জলপাইগুড়ি জেলার ভান্ডিগুড়ি চা বাগানে বিভিন্ন জাতের তরমুজ চাষ
- চা বাগানের ফাঁকা জমিতে এত বড় এলাকা নিয়ে তরমুজ চাষ বিরল
- শীতের ৩ মাস চা বাগান বন্ধ থাকায় ওই সময়ে শ্রমিকদের কাজ থাকে না
- এই সুযোগে শ্রমিকদের কাজে লাগিয়ে বাগানের ফাঁকা জমিতে অতিরিক্ত আয় করার সুযোগ
- সাফল্য পেতে পারে বড় এবং ছোট দুই ধরনের বাগিচা মালিক কর্তৃপক্ষ
- এজন্য যে সকল কারিগরি সহায়তা প্রশিক্ষণ দরকার সবই কোফাম থেকে দেওয়া হবে

শখের অফিস বাগান

অপর্ণা গুহ রায়

ইচ্ছে থাকলেই উপায় হয়। বহু পুরোনো এই কথাটিই আবার নতুন করে প্রমাণ করেছেন কোচবিহার নিবাসী নিশিথরঞ্জন মিত্র। কত মানুষই না সবুজ ভালোবাসেন। তবে স্থানাভাবে তাঁদের সেই ইচ্ছে পূরণ হয়ে ওঠে না। নিশিথেরও সেই সুপ্ত ইচ্ছে ছিল। স্থানাভাবও ছিল। কিন্তু নিশিথ মোটেও দমে যাননি। বাবার রেলে চাকরির সুবাদে রেল কোয়ার্টারের খানিকটা জায়গায় ফুলের গাছ বাবা-দাদা-দিদির সঙ্গে হাত মিলিয়ে করতেন। সেই থেকেই গাছের নেশা মাথায় ঢুকে যায়। কিন্তু কোয়ার্টারের জায়গার অভাবে ঠিকমতো ইচ্ছেপূরণ করতে পারছিলেন না। পরবর্তীকালে তাঁর নিজের বাড়ি হলেও সেখানেও গাছ লাগানোর মতো পর্যাপ্ত জায়গা ছিল না। তাই টবে গাছ লাগিয়ে মনকে শান্ত করতে হত। বর্তমানে তিনি নিজেও রেলে চাকরি করেন এবং নিউ কোচবিহার চলে আসেন। এখানে এসে প্রচুর জায়গা পেয়ে তাঁর সুপ্ত ইচ্ছা বাস্তবায়নের সুযোগ পান। গত ৭ বছর ধরে নিজ ব্যয়ে ও বন দপ্তরের সহযোগিতায় নিজের অফিস চত্বরে প্রচুর গাছ লাগান। আমলকি, আম, পেয়ারা, কুল, মেহগনি গাছের সঙ্গে সারাবছরই রকমারি ফুলের গাছ খুব আনন্দ সহকারে লাগান নিজের অফিসের কাজের অবসরে। রকমারি গাঁদা ফুল, গোলাপ, রজনীগন্ধা ও শীতের বাহারি ফুলের সম্ভারে ভরে ওঠে তাঁর এই বাগান। তিনি তাঁর বাগানের নাম রেখেছেন রবীন্দ্র উদ্যান। তিনি মনে প্রাণে গাছের সান্নিধ্যে থাকতে ভালোবাসেন।

ছোট্ট তারা

বালুরঘাট কেন্দ্রীয় বিদ্যালয়ের তৃতীয় শ্রেণির ছাত্রী ডেইজি হোড়ো (৮) ১১তম জেলা তাইকোন্ডো চ্যাম্পিয়নশিপে আন্ডার-২৭ কেজি কিরুগি ফাইট বিভাগে ব্রোঞ্জ পদক পেয়েছে।

... ভক্তেরা লুটায়ে পথে করিছে প্রণাম

মেলায় ‘হিট’ নিম কাঠ

পঙ্কজ মহন্ত

বালুরঘাট, ২৭ জুন : নিম গাছের কাঠ দিয়ে তৈরি জগন্নাথ, বলরাম ও সুভদ্রাকে নিয়ে রথে বসে আছেন। রথযাত্রা ঘিরে সেই মেলায় নিম কাঠের সরঞ্জাম কিনতে ক্রেতাদের ভিড়। তাছাড়াও, কাঁঠাল, আকাশমণি কাঠ সহ বিভিন্ন কাঠের চৌকি, আলনা, কাবার্ড, পিঁড়ি ইত্যাদি সরঞ্জাম কিনতে ভিড় জমাচ্ছেন ক্রেতারা। বালুরঘাট শহরের রথযাত্রায় দীপালিনগরের রথের মেলায় বিশেষ আকর্ষণ এই কাঠের সামগ্রী। শহরের পাশাপাশি গ্রামাঞ্চল থেকেও প্রচুর ব্যবসায়ী লাভের আশায় এই মেলায় পসরা সাজিয়ে বসেছেন। আবহাওয়া তুলনামূলক ভালো থাকায় এবছর বিক্রিবাটা ভালোই হয়েছে বলে জানিয়েছেন বিক্রেতারা।

রথতলা, গ্রিনস ক্লাব, নিউটাউন ক্লাব সহ বিভিন্ন এলাকায় রথযাত্রা আয়োজিত হলেও সকলের চোখ থাকে নেতাজি স্পোর্টিং ক্লাবের মাঠের এই রথের মেলায়। যেখান থেকে কাঠের একাধিক সামগ্রী কিনতে বছরভর অপেক্ষা করে থাকেন বাসিন্দারা। এমনকি বালুরঘাট শহরের পার্শ্ববর্তী ডাংগি, খিদিরপুর, ভাটপাড়া সহ একাধিক এলাকা থেকে মানুষ আসেন এই মেলায়। নগরায়ণের সঙ্গে পাল্লা দিয়ে গ্রামবাংলার চিরাচরিত কাঠের পিঁড়ি, চৌকি হারিয়ে যেতে বসলেও এই মেলায় এখনও সেই ধারা অমলিন। এখনও শহরবাসী এইসব কাঠের সামগ্রী কেনার প্রতি আগ্রহ প্রকাশ করেন। বিশেষ করে বাড়ির ঠাকুরঘরে ব্যবহৃত কাঠের সিংহাসন বিশেষ নজর কেড়েছে এবছর মেলায়। তাছাড়াও, জামাকাপড় সাজিয়ে রাখার জন্য কাঠের আলনার বিভিন্ন ডিজাইন যেন অন্যমাত্রা পেয়েছে এবার। প্রচুর ছাত্রছাত্রী ও চাকরিজীবীরা বাড়িভাড়া নিয়ে থাকেন। তাঁদের নজর থাকে কাঠের শক্তপোক্ত চৌকির দিকে। তাই বিভিন্ন মাপের চৌকির সম্ভার দেখা গিয়েছে এবছর রথের মেলায়।

প্রায় ৪০ বছর ধরে দীপালিনগরের রথের মেলায় কাঠের সামগ্রী বিক্রি করছেন খাদিমপুর বটতলা এলাকার সুবল মহন্ত। তাঁর কথায়, ‘প্রতি বছর রথযাত্রার জন্য অপেক্ষা করে থাকি। এখানে বেচাকেনা ভালোই হয়। ক্রেতারাও কাঠের ভালো সামগ্রী পেতে খুঁটিয়ে যাচাই করে কেনেন। এবছর আকাশমণি কাঠের আলনা ও টেবিল কিনতে নজর রাখছেন অনেকেই। আলনা ১৫০০ টাকা ও টেবিল ১২০০ টাকা দরে বিক্রি হয়েছে।’

দীপালিনগরের রথযাত্রায় কাঠের সরঞ্জাম সাজিয়ে বিক্রেতারা। শুক্রবার। ছবি : মাজিদুর সরদার

রঘুনাথপুর এলাকা থেকে বিগত ১০ বছর ধরে এই মেলায় কাঠের সামগ্রী বিক্রির জন্য আসেন রতন সূত্রধর। তাঁর মতে, ‘এই মেলার বিশেষ আকর্ষণ হল কাঠের সরঞ্জাম। আমার কাছে ৩০০০ টাকা মূল্যের কাঁঠাল কাঠের ভালো চৌকি রয়েছে। অনেকেই দামদর করে তা কিনেছেন। বিশ্বাসের জায়গা থেকেই ক্রেতারা দোকানে আসেন।’

সুকান্ত কলোনির কাঠের ব্যবসায়ী প্রশান্ত সূত্রধর বললেন, ‘ঠাকুরঘরের সিংহাসন ১৫০০ থেকে ২২০০ টাকা দামের। নিম কাঠের কদর এই মেলায় তুলনামূলক বেশি।’ অতনু দাস কাঠের চৌকি কিনতে এসেছিলেন। তাই দরদাম করছিলেন। তিনি বলেন, ‘এখানে ভালো মানের কাঠের সরঞ্জাম পাওয়া যায়। কয়েক বছর আগে কাঠের আলনা কিনেছিলাম যা এখনও অক্ষত রয়েছে। এবছর চৌকি কিনতে এসেছি। কাঠের জিনিস এই মেলায় ভালো পাওয়া যায় বলে অন্য দোকান থেকে কিনি না।’

খিচুড়ি, মালপোয়ায় পূজিত জগন্নাথ

কল্লোল মজুমদার

মালদা, ২৭ জুন : মালদা শহরের ‘অন্ধকার’ লেনে রাস্তার ঠিক মাঝামাঝি জায়গায় রয়েছে একটা ছোট্ট মন্দির। সেই মন্দিরেই সারা বছর পূজিত হন জগন্নাথ, বলরাম আর সুভদ্রা। রথযাত্রা পালনও হয় বেশ অন্যভাবে। ওই মন্দিরে বেজে ওঠে কাঁসর-ঘণ্টা। মেয়েরা দেন উলুধ্বনি। জোরে জোরে মন্ত্র উচ্চারণ করতে থাকেন পুরোহিত। কিছুক্ষণ পর পুরোহিতদের কোলে চেপে জগন্নাথ, বলরাম, সুভদ্রা রওনা দেন রথের উদ্দেশ্যে। ঠিক এভাবেই রথযাত্রা পালিত হয় মালদার যৌনপল্লিতে।

এই রথের বয়স খুব বেশি না। বড়জোর বছর কুড়ি হবে। কথা হচ্ছিল এই রথের অন্যতম উদ্যোক্তা রাজা দত্তের সঙ্গে। কীভাবে এই রথের শুরু? প্রশ্নের জবাবে তিনি বলেন, ‘আজ থেকে বছর কুড়ি আগে আমার মা সন্ধ্যা ভৌমিক পুরীতে গিয়েছিলেন। সেখানে জগন্নাথ দেবের দর্শনের পর মালদায় ফিরে আসেন। এই সময় তিনি স্বপ্নাদেশে নির্দেশ পান জগন্নাথ দেবের মূর্তি স্থাপন করে রথ টানার জন্য। তাই ২০০৫ সাল থেকে এখানে সকলের উদ্যোগে রথযাত্রা হচ্ছে।’

প্রথম থেকেই রথের দিন পুজো করেন ওড়িশার ব্রাহ্মণ পণ্ডিত গৌরাঙ্গ ত্রিবেদী। তাঁর দাবি, ‘এই পুজো হয় পুরীর জগন্নাথ মন্দিরের অনুকরণে। সমস্ত নিয়মই মানা হয়।’ মন্দির থেকে প্রায় এক কিলোমিটার দূরে থাকে রথ। সুদর্শন পাঠিয়ে রথকে আমন্ত্রণ জানানো হয়। এরপর মন্দির থেকে জগন্নাথ, বলরাম, সুভদ্রা পুরোহিতদের কোলে চেপে রওনা দেন রথের উদ্দেশ্যে। বিভিন্ন পথ ঘুরে অস্থায়ী মন্দিরে সাতদিন অবস্থান করেন। মন্দিরের এক সেবাদাসীর কথায়, ‘খিচুড়ি, মালপোয়া, গজা সহ নানান ফল দিয়ে ভোগ নিবেদন করার রেওয়াজ রয়েছে।’

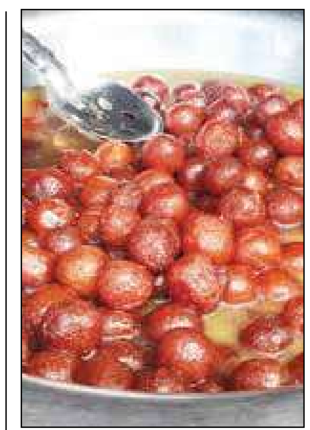

নিখুঁতি, গজার স্বাদে মগ্ন মালদা

মালদা, ২৭ জুন : পুরী বা মাহেশের রথ ঐতিহ্যবাহী। প্রচুর মানুষের সমাগম হয় এই দুই জায়গায়। তবে মালদাতেও রথযাত্রাকে কেন্দ্র করে উন্মাদনা তৈরি হয়। মালদা যেন হয়ে ওঠে একটুকরো পুরী। শুধু পুজোর ক্ষেত্রেই নয়, ভোগ আর রেওয়াজেও রয়েছে পুরীর ছোঁয়া। রথের দিন গজায় মজেছে মালদা। সেইসঙ্গে দোসর হয়েছে নিখুঁতি তথা গুটলিমোহন।

নিখুঁতি মালদায় গুটলিমোহন নামে পরিচিত। লালমোহনের ক্ষুদ্র সংস্করণ। রথের দিন এই মিষ্টি খাওয়া যেন একটা রেওয়াজে পরিণত হয়েছে। মালদার মকদুমপুর রথের মেলায় সারি সারি দোকান এই মিষ্টির পসরা সাজিয়ে বসেছে। মান অনুযায়ী নিখুঁতি বিকোচ্ছে ২৪০ টাকা থেকে ৩০০ টাকা কেজি দরে। শুধু মেলাতেই নয়, রথের দিন এই মিষ্টির চাহিদা বুঝে পাড়ার দোকানগুলিতেও দেদার বিকোচ্ছে গুটলিমোহন। নিখুঁতি কিংবা গুটলিমোহনের সৃষ্টি নিয়ে একটি গল্প রয়েছে। রাধাপ্রসাদ গুপ্তের লেখা কালজয়ী বই ‘বাংলার মিষ্টান্ন’ বই থেকে জানা যায়, শান্তিপুরের গোভাগাড় মোড়ে বিখ্যাত মিষ্টান্ন ব্যবসায়ী ইন্দ্র ময়রার বাড়ি ছিল। নিখুঁতি নামে ইন্দ্র ময়রার একজন মেয়ে ছিল। আসলে তাঁর হাতেই এই মিষ্টি তৈরি হয়। বাবার অনুপস্থিতিতে দোকানে বসে পান্তুয়ার লেচি থেকে গোল্লা বানিয়ে খেলার ছলেই ভেজে ফেলে মেয়েটি। পরবর্তীকালে সেটিই জনপ্রিয়তা পায়।

অন্যদিকে পুরীতে ৫৬ ভোগের মধ্যে অন্যতম প্রসাদ হল গজা। পুরীতে গিয়ে কেউ গজা খাননি, এমন লোক খুব কমই রয়েছে। মালদাতে রথযাত্রাকে কেন্দ্র করে গজার সম্ভার দেখা যায়। মালদায় মকদমপুর কিংবা ইসকন ছাড়াও পাড়ায় পাড়ায় প্রচুর রথ রাস্তায় নামে। প্রতিটি রথকে কেন্দ্র করে ছোটখাটো মেলা বসে যায়। সেখানেই দেদার বিকোচ্ছে গজা। একেকটির দাম ১০ থেকে ১৫ টাকা।

এমনই এক গজা বিক্রেতা বাবলু রায়ের মতে, ‘আজ থেকে কয়েক বছর আগেও এই দিনটাতে জিলিপি কেনার প্রচলন ছিল। কিন্তু এখন জিলিপির চাহিদা অনেকটাই কমে এসেছে। জিলিপির বদলে এখন গজার চাহিদা বাড়ছে। এবছর হাজার দুয়েক গজা বানিয়েছি।’ এলাকার বাসিন্দা এক গৃহবধূ শর্মিষ্ঠা চক্রবর্তী বললেন, ‘রথের দিন নারায়ণপুজো করলে ভোগে গজা দেব না, তা হয় নাকি। পুরীতে তো জগন্নাথ দেবের অন্যতম প্রসাদ গজা।’

রথ সাজিয়ে বের করেছে ছোটরা।

বাবার আনা রথ সাজাল শ্রুতিরঞ্জনীরা

কালিয়াগঞ্জ, ২৭ জুন : শুক্রবার সকাল থেকেই বন্ধুবান্ধবীদের সঙ্গে নিয়ে রথ সাজানোর কাজে ব্যস্ত ছিল খুদেরা। জগন্নাথ, সুভদ্রা, বলরামকে সুন্দর করে সাজিয়েছিল সকলে মিলে। মেয়ের ‘হুকুম’ মেনে বাজার থেকে রথের নতুন রশি কিনে আনেন বাবা। সকালেই জগন্নাথের প্রিয় গজা, প্যাঁড়া দোকান থেকে নিয়ে আসা হয়েছে। বিকালে আবার কে কোন ড্রেস পরবে, পাড়ার কোন গলি দিয়ে রথ যাবে ইত্যাদি নিয়ে পরিকল্পনা চলছিল খুদেদের। এভাবেই দিনটি কাটে শ্রুতিরঞ্জনী, তৌশিনি, কৌশিকদের।

কালিয়াগঞ্জ শহরের বুকে রাজ্য সড়কের উপর দিয়ে বড় রথের মাঝেও পাড়ায় আয়োজিত ছোটদের রথযাত্রার উন্মাদনা চোখে পড়ল এদিন। কালিয়াগঞ্জের শান্তিকলোনির বাসিন্দা কৌশিক বিশ্বাস। নয় বছরের কৌশিকের কথায়, ‘প্রতি বছর ঠাকুমার কোলে চড়ে রথযাত্রা দেখতে যেতাম। আমারও খুব রথ টানতে ইচ্ছা করত। বাবা চার বছর আগে পিচবোর্ড দিয়ে একটি রথ বানিয়ে দিয়েছিল। তারপর স্থানীয় এক কাঠ মিল থেকে কাঠের ছোট রথ তৈরি করিয়ে নিয়ে আসেন বাবা। সেটাই আমরা সাজাই।’

আমবাগানপাড়ার শ্রুতিরঞ্জনীর কথায়, ‘বাবা কলকাতা থেকে রথ কিনে এনে দিয়েছেন। সেই রথই প্রতিবার বন্ধুরা মিলে বের করি। বড়রাও আমাদের সঙ্গ দেন। ওঁরা কাসর, ঘণ্টা, শাঁখ বাজিয়ে রথের সঙ্গে যান। পাড়ার এক কাকিমার বাড়িতে মাসির বাড়ি হিসাবে সাতদিন রথ রাখা হয়। আবার সাতদিন পর সেই রথ মাসির বাড়ি থেকে আমার বাড়িতে আনা হয়।’

নার্সারির পড়ুয়া তৌশিনিও দেদার খুশি। আধো আধো গলায় বলল, ‘বিকালে ফল, জিলিপি খাওয়াদাওয়া, খুব মজা হয়েছে। আশপাশের বাড়ির সকলে বেরিয়ে এসে রথের দরি ধরেন। আর সবাই বলেন -- জয় জগন্নাথ।’

রংদার রোববার

ছাতা

সেই কবে কোন কালে ভরসা হয়ে আমাদের মাথায় তার উদয়। তারপর থেকে জীবন তাকে ছাড়া ভাবাই যায় না। বর্ষায় তো বটেই, প্রখর গরমে বা স্রেফ ফ্যাশন স্টেটমেন্ট হয়ে সে আমাদের সঙ্গী। নামভারে সে আমাদের জীবনের অন্যতম অবলম্বনও। এবারের প্রচ্ছদে ছাতা।

প্রচ্ছদ কাহিনী সন্দীপন নন্দী, শুভ্রদীপ রায় ও দেবদত্তা বিশ্বাস
গল্প কিংবা গল্প নয় পিসি সরকার (জুনিয়ার)
ট্রাভেল ব্লগ দীপঙ্কর দাশগুপ্ত
কবিতাগুচ্ছ শিশির রায়নাথ
কবিতা স্নেহাংশু বিকাশ দাস, পরাগ মিত্র, সুরভি চট্টোপাধ্যায়, অদীপ ঘোষ ও পাপিয়া মিত্র

ডেঙ্গি রুখতে ১৪৭ জনের দল

সিদ্ধার্থশংকর সরকার

পুরাতন মালদা, ২৭ জুন : বর্ষার বৃষ্টি শুরু হয়েছে। জমছে জল একাধিক জায়গায়। বাড়ছে ডেঙ্গির আশঙ্কা। এমন পরিস্থিতিতে সচেতনতায় নজর দিল পুরাতন মালদা পুরসভা। শহরবাসীকে ডেঙ্গির থেকে দূরে রাখতে পুরসভার থেকে শুরু করা হয়েছে সচেতনতা ও প্রতিরোধ অভিযান। পুরসভা সূত্রে খবর, এর জন্য ১৪৭ জনকে নিয়ে দল গঠন করা হয়েছে। কাজ ঠিকমতন হচ্ছে কি না, তা তদারকি করার জন্য চার সদস্যের কোর কমিটি গঠন করা হয়েছে। পুরসভার চেয়ারম্যান কার্তিক ঘোষ বলছেন, ‘ডেঙ্গি মোকাবিলায় সমস্ত পদক্ষেপ করা হচ্ছে। আমরা সতর্ক রয়েছি। প্রতিটি ওয়ার্ডে কর্মীরা বাড়তি নজর রাখছেন’

বর্ষা প্রবেশেই ডেঙ্গি আতঙ্ক বাড়ছে পুরাতন মালদায়। গত বছর ২২ জন ডেঙ্গিতে আক্রান্ত হয়েছিল। যে কারণে আতঙ্কটা বেশি। পরিস্থিতি যাতে নাগালের বাইরে না যায়, তার জন্য সতর্কতামূলক পদক্ষেপ করছে পুরসভাও। প্রাথমিকভাবে পুরসভা নজর দিয়েছে, মশার বংশবিস্তার রোধে। যে কারণে কোথাও জল জমছে কি না, কেউ জ্বরে আক্রান্ত কি না, বাড়ি বাড়ি গিয়ে খোঁজ নিচ্ছেন পুরসভার স্বাস্থ্যকর্মীরা। সাফাইকর্মীদেরও কাজে লাগানো হচ্ছে। পুরসভা সূত্রে খবর, ২০টি ওয়ার্ডের সুপারভাইজারের কাছ থেকে পরিস্থিতির রিপোর্ট নেওয়া হচ্ছে। ডেঙ্গি মশার সম্ভাব্য প্রজননস্থলগুলি চিহ্নিত করে পদক্ষেপ এবং নাগরিকদের সচেতন করতে ১৪৭ জনের একটি বিশাল দলও গঠন করেছে পুরসভা। ডেঙ্গি মশা জন্মানোর মতো পরিস্থিতি আছে কি না, বাড়ি বাড়ি পৌঁছে দেখছে দলটি। পাশাপাশি ডেঙ্গি প্রতিরোধ সচেতনতা গড়ে তোলার কাজ করছে। পুরসভার স্বাস্থ্য বিষয়ক আধিকারিক সাধন দাস বলেন, ‘গত বছর পুরাতন মালদা শহরে ২২ জন ডেঙ্গিতে আক্রান্ত হয়েছিল। তবে নিবিড় নজরদারির জন্য ডেঙ্গি মোকাবিলায় সাফল্য পাওয়া গিয়েছিল। এ বছরও সাফল্যের সেই ধারা বজায় রাখতে আমরা বদ্ধপরিকর।’

কুমোরটুলিতে ব্যস্ততা

রায়গঞ্জ, ২৭ জুন : শুক্রবার রথযাত্রা উৎসব পালনের সঙ্গে প্রথা মেনে এই দিন থেকেই কুমোরটুলিতে দুর্গাপুজোর প্রস্তুতি শুরু হয়ে গেল। শাঁখ, উলুধ্বনি ও পুরোহিতের মন্ত্রোচ্চারণের মধ্যে দিয়ে দুর্গা প্রতিমার কাঠামোপুজো করা হয়। পুজোর পরেই প্রতিমা নির্মাণের কাজ শুরু করেন শিল্পীরা। রায়গঞ্জের ছত্রপুর রামকৃষ্ণ মিশনের দুর্গা প্রতিমার কাঠামোর পুজো হয় শিল্পী ভানু পালের কারখানায়। বনেদি বাড়ি থেকে বারোয়ারি, মন্দির, বিভিন্ন জায়গার পুজো উদ্যোক্তারা এদিন উপস্থিত হন কুমোরটুলিতে এবং প্রতিমার বরাত দেন। প্রথিতযশা শিল্পীরা কমবেশি সকলেই এদিন বরাত পেয়েছেন। ইতিমধ্যে অধিকাংশ শিল্পী প্রতিমা গড়ার কাজ শুরুও করে দিয়েছেন। এদিন অনেক ক্লাবেও কাঠামোর পুজো হয়।

ট্রাকের ধাক্কায় মৃত্যু আমচাষির

গৌতম দাস

গাজোল, ২৭ জুন : আম বিক্রি করতে এসে ট্রাকের ধাক্কায় শুক্রবার ঘটনাস্থলেই এক আমচাষির মৃত্যু হল। মানিক সরকার (৫০) নামে ওই ব্যক্তি বৈরগাছি-২ গ্রাম পঞ্চায়েতের আকালপুর সংলগ্ন মহাতলি গ্রামের বাসিন্দা ছিলেন। বেপরোয়া গতিতে চলা ওই ট্রাকের ধাক্কায় ক্ষতিগ্রস্ত হয়েছে দুটি টোটো, একটি অটো এবং একটি মোটরবাইকও। ঘটনার পর দুর্ঘটনাগ্রস্ত ট্রাকটি ফেলে চম্পট দেয় চালক। ঘটনার জেরে ১২ নম্বর জাতীয় সড়কের মালদাগামী লেনে যান চলাচল বন্ধ হয়ে যায়। খবর পেয়ে ঘটনাস্থলে আসে গাজোল থানার পুলিশ। মৃতদেহ উদ্ধার করে রাস্তা পরিষ্কারের পর ধীরে ধীরে যান চলাচল স্বাভাবিক হয়। পলাতক ট্রাকচালকের খোঁজে তল্লাশি চালাচ্ছে পুলিশ। নির্দিষ্ট ধারায় মামলা রুজু করে মৃতদেহ ময়নাতদন্তের জন্য পাঠানো হয়েছে মালদা মেডিকেল কলেজ ও হাসপাতালে।

গ্রাম থেকে টোটোতে করে আম নিয়ে এসেছিলেন মানিক। তাঁর সঙ্গে সহযোগী ছিলেন দীপঙ্কর মণ্ডল। দীপঙ্কর বলেন, 'আমরা আম বিক্রি করে রাস্তার নীচেই দাঁড়িয়েছিলাম। হঠাৎ দেখি একটি ট্রাক পরপর আমাদের টোটো, অটো এবং মোটরবাইকে ধাক্কা মারে। টোটোর পেছনেই দাঁড়িয়ে ছিলেন মানিকদা। আমি সরে যেতে পারলেও দাদাকে পিষে দিয়ে কিছু দূর গিয়েই ট্রাকটি দাঁড়িয়ে যায়। ব্রেক ফেল হয়ে যাওয়ার জন্যই নাকি এই দুর্ঘটনা ঘটেছে।'

দুর্ঘটনাটি ঘটেছে গাজোলের আলমপুর হাট এলাকায়। মালদা জেলার অন্যতম বড় পাইকারি আম বিক্রির বাজার বসে এখানেই। জেলার বিভিন্ন এলাকা থেকে আমচাষিরা আম বিক্রি করার জন্য আসেন আলমপুর হাটে।

প্রত্যক্ষদর্শী টোটোচালক প্রশান্ত মণ্ডলের কথায়, 'তিনটি টোটোবোঝাই করে আম বিক্রি করার জন্য নিয়ে এসেছিলেন ওই আমচাষি। ভালো আম বিক্রি করার পর ছাঁট আম বিক্রি করে টাকা নিচ্ছিলেন তিনি। সেই সময় গাজোলের দিক থেকে বেপরোয়া গতিতে ছুটে আসা একটি ট্রাক প্রথমে পিষে দেয় মানিককে। তারপর একের পর এক ধাক্কা মারে টোটো, অটো এবং একটা মোটরবাইককে।' মৃত ওই আমচাষির প্রতিবেশী শিবু মণ্ডল বলেন, 'কোথা থেকে কী হয়ে গেল, মানিকের বাড়িতে কীভাবে জানাব বুঝতে পারছি না। এত বড় হাট, যান চলাচল নিয়ন্ত্রণে পুলিশের আরও নজরদারি দরকার ছিল।'

ক্ষুব্ধ স্থানীয় ব্যবসায়ীদের কথায় আলমপুর বাসস্ট্যান্ডে ঢোকার আগেই যানবাহনের গতি রোধ করার জন্য পুলিশের পক্ষ থেকে প্রচুর ব্যারিকেড লাগানো হয়েছে, তাতে কাজের কাজ কিছুই হচ্ছে না। হাটের দিন পুলিশি প্রহরা বাড়াতে হবে।

পুড়ল টোটো

মানিকচক, ২৭ জুন : উপার্জনের একমাত্র সম্বল ছিল টোটো। কিন্তু বৃহস্পতিবার রাতে সেই সম্বলটুকুও পুড়ে ছাই হয়ে গেল। টোটোচালক গোপাল মণ্ডল গত দু'বছর ধরে দু'বেলা টোটো চালিয়ে আয় করেই সংসার চালাতেন। শুধু টোটো নয় বাড়ির আসবাবপত্র, জামাকাপড় সহ সবকিছু পুড়ে ছাই হয়ে গিয়েছে। মানিকচকের ধরমপুর গ্রাম পঞ্চায়েতের সোনাপুর গ্রামের বাসিন্দা গোপাল বৃহস্পতিবার রাতে টোটো চার্জে বসিয়েই ঘুমিয়ে পড়েন। গভীর রাতে যখন ঘুম ভাঙে তখন দাউদাউ করে আগুন জ্বলছে। তাঁর চিৎকারে প্রতিবেশীরাও ছুটে আসেন। ঘণ্টা দুয়েকের চেষ্টায় আগুন নেভানো গেলেও ততক্ষণে বাড়ির প্রায় সবকিছু পুড়ে গিয়েছে।

কুইজ

বালুরঘাট, ২৭ জুন : জমে উঠল লিজেন্ডস প্রিমিয়ার লিগ কুইজ প্রতিযোগিতা। আটজন কুইজ মাস্টার নিয়ে উত্তরবঙ্গের আটটি জেলার ২০০ জনেরও বেশি প্রতিযোগীকে নিয়ে বিরাট কুইজ প্রতিযোগিতা শুরু হল বালুরঘাটে। ২০১৮ সালে পথ চলা শুরু করে দক্ষিণ দিনাজপুর জেলা কুইজ সংস্থা। বাংলা টেলিভিশনের জনপ্রিয় অনুষ্ঠান 'দাদাগিরি'তেও অংশ নিয়েছিলেন এই সংস্থার কর্ণধাররা। এবার এই প্রতিযোগিতা তৃতীয় বছরে পড়ল। প্রতিযোগিতার শেষ দিনে রবীন্দ্র ভবনে উপস্থিত থাকবেন ক্যাকটাস ব্যান্ডের গায়ক সিধু।

সংঘর্ষ

বহরমপুর, ২৭ জুন : অনলাইন জুয়া খেলাকে কেন্দ্র করে বচসা থেকে তুলকালাম সংঘর্ষে জিয়াগঞ্জে ব্যাপক উত্তেজনা ছড়াল। জিয়াগঞ্জ ও ভগবানগোলা থানা থেকে বিশাল পুলিশবাহিনী পৌঁছে পরিস্থিতি নিয়ন্ত্রণে আনে।

বাকি ১৯ জনকে রাতের মধ্যে ছাড়া হতে পারে

ওড়িশায় মুক্ত মালদার এক শ্রমিক

সৌরভকুমার মিশ্র

হরিশ্চন্দ্রপুর, ২৭ জুন : গত বুধবার রাতে হরিশ্চন্দ্রপুর থানা এলাকার ২০ জন শ্রমিককে ওড়িশার কটক জেলার মাহঙ্গা এবং চৌদার থানায় বাংলাদেশি সন্দেহে আটক করা হয়েছিল। শুক্রবার সকালে চৌদার থানায় আটক হরিশ্চন্দ্রপুর তালগাছি এলাকার বাসিন্দা শরিফ উদ্দিন নামে এক পরিযায়ী শ্রমিককে ছেড়ে দেওয়া হল। ওই শ্রমিকদের পরিবারের লোকেরা হরিশ্চন্দ্রপুর এলাকার স্থানীয় জনপ্রতিনিধির মাধ্যমে জেলা প্রশাসনকে বিষয়টি জানিয়েছিলেন। তারপর রাজ্য এব্যাপারে হস্তক্ষেপ করে ওড়িশার সংশ্লিষ্ট পুলিশ-প্রশাসনের সঙ্গে যোগাযোগ করে। তারপরই এদিন একজনকে ছেড়ে দেওয়া হয়েছে। তবে প্রশাসনিক সূত্রে জানা গিয়েছে, মাহঙ্গা থানা থেকেও শুক্রবার রাতের মধ্যে বাকি ১৯ জন আটক শ্রমিককেও ছেড়ে দেওয়া হবে। হরিশ্চন্দ্রপুর থানার আইসি মনোজিৎ সরকার বলেন, 'ওড়িশার পুলিশ প্রশাসনের সঙ্গে যোগাযোগ করা হয়েছে। আটক শ্রমিকদের আইডেন্টিটি ভেরিফিকেশন করা হয়েছে। ওঁরা যে পশ্চিমবঙ্গের বাসিন্দা সে সম্পর্কে নিশ্চিত করা হয়েছে। আশা করছি রাতের মধ্যেই সবাই ছাড়া পেয়ে যাবেন।'

আটক শ্রমিকদের পরিবারের সঙ্গে দেখা করল বাংলাপক্ষ। শুক্রবার।

এদিকে, শুক্রবার হরিশ্চন্দ্রপুর-২ ব্লক প্রশাসনের উদ্যোগে তালগাছি এলাকার কুড়িজন শ্রমিকের পরিবারকে খাদ্যসামগ্রী সহ বস্ত্র এবং অন্যান্য সামগ্রী তুলে দেওয়া হয়। এবিষয়ে এলাকার বিডিও তাপস পাল বলেন, 'জেলা প্রশাসনের তরফ থেকে ওড়িশার শ্রমিকদের সঙ্গে যোগাযোগ করা হচ্ছে। এখানকার প্রশাসনের সঙ্গেও এব্যাপারে কথা বলা হয়েছে। তবে যেহেতু ওই শ্রমিকরাই তাঁদের পরিবারের একমাত্র রোজগেরে সদস্য, তাই এদিন ব্লক প্রশাসনের তরফ থেকে ওই শ্রমিকদের পরিবারের জন্য আমরা খাদ্যসামগ্রীর পাশাপাশি বস্ত্র সহ অন্যান্য ত্রাণসামগ্রী প্রদানের ব্যবস্থা করেছি।'

শুক্রবার গ্রামে গিয়ে দেখা গেল পরিবেশ থমথমে। আটক শ্রমিক মোস্তাকের বাবা সোহরাব বলেন, 'আমাদের পরিবারে চরম অভাব। তাই ছেলে ওড়িশাতে ফেরিওয়ালার কাজ করতে গিয়েছিল। মনিহারি জিনিস ফেরি করে বেড়াত। ওখানে গিয়ে বাংলায় কথা বলাটাই বিপদ হয়েছে। সংসারে রোজগারের জন্য ভিনরাজ্যে যেতে হবে। কিন্তু এরপর ফিরে এলে আর ওড়িশায় পাঠাব না।' অন্যদিকে এনিয়ে তৃণমূলের হরিশ্চন্দ্রপুর-২ ব্লকের যুব সভাপতি মণিরুল ইসলাম বলেন, 'বিজেপিশাসিত রাজ্যগুলিতে বাংলা থেকে রোজগারের তাগিদে যাওয়া শ্রমিকদের ওপর অত্যাচারা চালানো হচ্ছে। এর আগে রাজস্থানেও একই কাণ্ড হল। গত বছর আমাদের এলাকার কিছু মানুষকে ওড়িশার সাধারণ মানুষ নিগ্রহ করেছিল। এবার পুলিশের কাছেই হয়রানির শিকার হতে হচ্ছে গরিবদের। আমরা এই সমস্ত বিষয়ই লিখিতভাবে মুখ্যমন্ত্রীকে জানিয়েছি।'

শুক্রবার আবার শ্রমিকদের পরিবারের সঙ্গে মালদা জেলার বাংলাপক্ষের দলও দেখা করে। ওই সংগঠনের জেলার সহ সম্পাদক আশরাফুল হক বলেন, 'ওড়িশায় এই এলাকার শ্রমিকদের নিগ্রহের ঘটনা অত্যন্ত নিন্দনীয়। আমরা সকলেই শ্রমিকদের পরিবারের পাশে রয়েছি। আমাদের তরফ থেকে তাঁদের সবরকম সাহায্য করা হবে।'

বাংলাদেশি সন্দেহে হরিশ্চন্দ্রপুর এলাকার বেশ কয়েকজন পরিযায়ী শ্রমিককে ওড়িশায় পুলিশ আটক করে। এমনকি পুলিশের বিরুদ্ধে তাঁদের নির্যাতন করারও অভিযোগ ওঠে। বৃহস্পতিবার সেই খবর ওই শ্রমিকদের বাড়ির লোকের কাছে এসে পৌঁছালে এলাকায় আতঙ্কের পরিবেশ তৈরি হয়।

বিপত্তি 'বাংলায়'

- গত বুধবার হরিশ্চন্দ্রপুর থানা এলাকার ২০ জন শ্রমিককে ওড়িশার কটক জেলায় বাংলাদেশি সন্দেহে আটক করা হয়েছিল
- শুক্রবার হরিশ্চন্দ্রপুর তালগাছি এলাকার বাসিন্দা শরিফ উদ্দিন নামে এক পরিযায়ী শ্রমিককে ছেড়ে দেওয়া হল
- অন্যদিকে, এদিন ব্লক প্রশাসনের তরফে শ্রমিকদের পরিবারগুলিকে খাদ্য, বস্ত্র সহ নানা সামগ্রী দেওয়া হয়

পথ অবরোধ

হবিবপুর, ২৭ জুন : পানীয় জলের দাবিতে পথ অবরোধ করলেন গ্রামবাসীরা। শুক্রবার ঘটনাটি হবিবপুর ব্লকের কানতুর্কা-জাজইল সড়কের বড়াইল মোড় এলাকায় ঘটেছে। খবর পেয়ে পুলিশ ঘটনাস্থলে পৌঁছে অবরোধকারীদের সঙ্গে আলোচনা করে। কিন্তু পানীয় জল না পেলে অবরোধ উঠবে না বলে স্পষ্ট জানিয়ে দেন তাঁরা। অবশেষে কানতুর্কা গ্রাম পঞ্চায়েতের প্রধান রমেন বর্মন ঘটনাস্থলে পৌঁছে বিকল সাবমার্সিবল মেরামতির আশ্বাস দেন। এছাড়া মেরামত না হওয়া পর্যন্ত পানীয় জলের গাড়ি দিয়ে এলাকায় জল সরবরাহের ব্যবস্থা করা হবে বলে জানান তিনি। আশ্বাস মেলায় গ্রামবাসীরা অবরোধ তুলে নেন।

স্থানীয় বাসিন্দা তালাময়ী হেমব্রম বলেন, 'বড়াইল গ্রামে দুটি সাবমার্সিবল পাম্প রয়েছে। একটির মোটর চুরি হয়ে গিয়েছে। অপরটি কিছুদিন আগে বিকল হয়ে যায়। ফলে এলাকায় পানীয় জলের চরম সংকট দেখা দিয়েছে।'

একপশলার পরে।।

শুক্রবার কুশমণ্ডির আকাশে রামধনু। ছবি : সৌরভ রায়

ধৃত ৪

ফরাক্কা, ২৭ জুন : মুর্শিদাবাদের ফরাক্কা থানার নেতাজি সেতুর সামনে থেকে বৃহস্পতিবার বিপুল পরিমাণ আগ্নেয়াস্ত্র ও কার্তুজ সহ চারজনকে গ্রেপ্তার করল বেঙ্গল এসটিএফ। ধৃতদের নাম মুকেশ মিশ্রা, শ্যামজিৎকুমার ঠাকুর, নইমুদ্দিন শেখ ও সানাউল শেখ। এদের মধ্যে মুকেশ ও শ্যামজিৎকুমারের বাড়ি বিহারের ভাগলপুর জেলার কেহেলগাঁও-এ। বাকি দুইজন মালদা জেলার কালিয়াচকের বাসিন্দা। একটি মালবাহী গাড়ি করে ওই অস্ত্রশস্ত্র পাচার করা হচ্ছিল। তল্লাশি চালিয়ে মোট ৯টি আগ্নেয়াস্ত্র এবং ১৫৮ রাউন্ড তাজা কার্তুজ বাজেয়াপ্ত করা হয়। বাজেয়াপ্ত করা হয় গাড়িটিকেও।

দুর্ঘটনায় জখম

বুনিয়াদপুর, ২৭ জুন : পিকআপ ভ্যানের সঙ্গে বাইকের ধাক্কায় গুরুতর আহত হলেন বাইকচালক। শুক্রবার বিকেলে বুনিয়াদপুর বিডিও অফিসের সামনে জাতীয় সড়কের ঘটনা। তুফান মণ্ডল নামে ওই তরুণ পুরাতন মালদার সাহাপুরের বাসিন্দা। আঘাত গুরুতর হওয়ায় রশিদপুর হাসপাতালে প্রাথমিক চিকিৎসার পর ওই তরুণকে মালদায় স্থানান্তরিত করা হয়। বংশীহারী থানার পুলিশ বাইক ও পিকআপ ভ্যানটিকে থানায় নিয়ে যায়।

কলেজেই গণধর্ষণ

প্রথম পাতার পর

ইতিমধ্যে এই ঘটনার দায় স্বীকার করে মুখ্যমন্ত্রীর পদত্যাগ দাবি করেছেন বিরোধী দলনেতা শুভেন্দু অধিকারী।

তিনি বলেন, 'এর জন্য পুলিশই দায়ী। রাজীব কুমার, বিনীত গোয়েল, মনোজ ভার্মা সহ গোটা কলকাতা পুলিশ দিঘায় কী করছে?' বিজেপি সভাপতি সুকান্ত মজুমদার বলেন, 'অপদার্থ মুখ্যমন্ত্রী। কোথাও নাবালিকাকে খুন করা হচ্ছে। কোথাও ধর্ষণ হচ্ছে। যতই রথ টানুন না কেন, এই পাপ থেকে মুক্তি পাবেন না।'

তৃণমূল নেতৃত্ব অবশ্য প্রথম থেকে ঘটনার নিন্দা করছে এবং অভিযুক্তদের সঙ্গে সম্পর্ক নেই বলে যুক্তি দিচ্ছে। দলের অফিশিয়াল এক্স হ্যান্ডেলে বলা হয়েছে, তৃণমূল এ ধরনের অপরাধে কঠোর পদক্ষেপ গ্রহণ করে। এই কারণে অপরাজিতা বিল আনা হয়েছিল। কিন্তু বিজেপির কারণে সেই বিল এখনও কার্যকরী করা সম্ভব হয়নি। বিজেপি ধর্ষকদের শাস্তি দেয় না। সুরক্ষা দেয় বলে অপরাজিতা বিল ২০২৪-এর গুরুত্ব তাদের কাছে নেই।

তৃণমূল নেতা কুণাল ঘোষ অভিযুক্তের উদ্দেশে সমাজমাধ্যমে লেখেন, 'জানোয়ারকে মেরে পিঠের চামড়া তুলে দেওয়া উচিত।' তৃণমূল ছাত্র পরিষদের প্রদেশ সভাপতি তৃণাঙ্কুর ভট্টাচার্য জানান, ২০১৯ সালে অভিযুক্ত তৃণমূলের নিম্নতর পদে ছিলেন। তিনি ২০২৫ সালে এই ঘটনা ঘটাবেন, তা তাঁরা জানবেন কী করে! পুরমন্ত্রী ফিরহাদ হাকিম একধাপ এগিয়ে দাবি করেন, 'যাঁরা তৃণমূল করেন, তাঁরা এ ধরনের ঘটনায় যুক্ত থাকেন না।'

রাজনৈতিক তর্জা কিংবা সাফাই গণধর্ষণের শিকার ছাত্রীটির ভয়াবহ অভিজ্ঞতাকে ঢাকতে পারছে না। তিনি পুলিশের কাছে অভিযোগ করেছেন, মনোজিতের বিয়ের প্রস্তাব প্রত্যাখ্যান করায় তাঁকে এই চরম পরিণতির শিকার হতে হয়েছে। শ্লীলতাহানি, ধর্ষণের পাশাপাশি তাঁকে হকি স্টিক দিয়েও মারধর করা হয়েছে। ঘটনাটি ঘটে বুধবার। ওইদিন ওই ছাত্রী পরীক্ষার ফর্ম ফিলআপ করতে কলেজে গিয়েছিলেন।

কাজ শেষ হওয়ার পর মনোজিৎ তাঁকে ইউনিয়ন রুমে অপেক্ষা করতে বলেন। বিকেল ৪টায় বেরোনোর চেষ্টা করলেও বসিয়ে রাখা হয়। সন্ধে ৬টা নাগাদ মনোজিৎ ওই তরুণীকে প্রেম নিবেদন করেন। তরুণী তা প্রত্যাখ্যান করলে তাঁকে ফের ইউনিয়ন রুমে অপেক্ষা করতে বলা হয়। সন্ধে ৭টা ৩০ মিনিট নাগাদ শৌচালয়ের কাছে নিয়ে গিয়ে তাঁকে ফের মনোজিৎ বিয়ের প্রস্তাব দেন বলে অভিযোগ।

ফের তিনি সেই প্রস্তাব প্রত্যাখ্যান করলে মনোজিৎ তাঁর ওপর চড়াও হন। তাতে অসুস্থবোধ করায় ওই নির্যাতিতা তাঁকে কাছে একটি বেসরকারি হাসপাতালে নিয়ে যেতে বললেও শোনা হয়নি। বরং একটু সুস্থ হয়ে বাড়ি ফিরতে চাইলে কলেজের মেইন দরজা বন্ধ করে দেয় বাকি দুই অভিযুক্ত। জোর করে তাঁকে ইউনিয়ন রুমে নিয়ে যাওয়া হয়। এরপর নিরাপত্তারক্ষীর ঘরে জোর করে তাঁকে নিয়ে যায় প্রমিত ও জইব। সেখানে তাঁকে ধর্ষণ করা হয় বলে তরুণী পুলিশের কাছে দায়ের করা অভিযোগে জানিয়েছেন।

মোবাইলে ধর্ষণের ভিডিও তুলে ভাইরাল করার হুমকি দেওয়া হয়। এমনকি, পুলিশের কাছে অভিযোগ জানালে নির্যাতিতার প্রেমিক ও মা-বাবাকে প্রাণে মারার হুমকিও দেওয়া হয়। তারপর ফের ইউনিয়ন রুমে নিয়ে গিয়ে ১০টা ৩০ মিনিট পর্যন্ত ন্যক্কারজনক ঘটনা চলতে থাকে। ইতিমধ্যে নির্যাতিতার মেডিকেল টেস্ট করানো হয়েছে চিত্তরঞ্জন মেডিকেল কলেজে। ম্যাজিস্ট্রেটের কাছে গোপন জবানবন্দি দিয়েছেন তিনি।

ঘটনাস্থল থেকে নমুনা সংগ্রহ করেছেন ফরেন্সিক বিশেষজ্ঞরা। ল' কলেজের অধ্যক্ষ নয়না চট্টোপাধ্যায় বলেন, 'আইন অনুযায়ী যা শাস্তি হওয়া উচিত, সেই ব্যবস্থা হবে।' কলকাতা বিশ্ববিদ্যালয়ের উপাচার্য শান্তা দত্ত দে বলেন, 'অধ্যক্ষকে রিপোর্ট দিতে বলা হয়েছে। ঘটনার পর কী পদক্ষেপ করা হয়েছে, তা রিপোর্টে উল্লেখ করতে হবে। মঙ্গলবারের মধ্যে তৈরি হবে তথ্য অনুসন্ধান কমিটি।'

কলেজ কর্তৃপক্ষের ভূমিকা নিয়েও প্রশ্ন উঠেছে। সন্ধে পর্যন্ত কী করে অভিযুক্তরা কলেজে রইলেন, কারও কানে আওয়াজ গেল না কেন ইত্যাদি সন্দেহ তৈরি হয়েছে। মূল অভিযুক্ত ওই কলেজেরই প্রাক্তনী। এখন আলিপুর আদালতে আইনজীবী হিসাবে প্র্যাকটিস করেন। কলেজের গভর্নিং বডির সভাপতি অশোক দেবের অনুমতিতে অস্থায়ী কর্মী হিসেবে তাঁকে নিযুক্ত করা হয় বলে জানিয়েছেন কলেজের ভাইস প্রিন্সিপাল। কলেজের দেওয়ালজুড়ে লেখা রয়েছে, 'মনোজিৎ দাদা ইজ ইন আওয়ার হার্ট'।

ফরাক্কা এক্সপ্রেস

প্রথম পাতার পর

রেল সূত্রে জানা গিয়েছে, ওই ট্রেনের পাঁচটি কামরায় সমস্যা হয়েছিল। যার ফলে ট্রেন ছাড়তে পারছিল না। কাটিহার থেকে নতুন কোচ আসার পর ট্রেন ছাড়ে। ট্রেন যাত্রী সীতেশ বর্মন বলেন, 'বিকেল পাঁচটায় ট্রেন ছাড়ার কথা। তাই ঘণ্টাখানেক আগে স্টেশনে চলে এসেছিলাম। কিন্তু নির্দিষ্ট সময়ের বহু পরে ট্রেন ছাড়ে। আমরা যারা দূরদূরান্ত থেকে এসেছিলাম তারা সব থেকে বেশি বিপদে পড়েছিলাম। সারারাত ট্রেনে কাটাতে হয়েছে। খাওয়াদাওয়ার তেমন কোনও ব্যবস্থা ছিল না। এই ট্রেনে মাঝেমধ্যেই এমন সমস্যা হয় বলে শুনেছি। বিষয়টি রেল কর্তৃপক্ষকে দেখা দরকার।'

বালুরঘাটের বিধায়ক তথা অর্থনীতিবিদ অশোককুমার লাহিড়ি বলেন, 'বিষয়টি নিয়ে খোঁজখবর নেব। রেল আধিকারিকদের সঙ্গে এনিয়ে কথা বলব। মাঝেমধ্যেই এমন হলে সকলেরই সমস্যা হবে।'

বেআইনিভাবে যাতায়াত বালির গাড়ির

রাজ্য সড়কে টানা ১৪ ঘণ্টা অবরোধ

বরুণ মজুমদার

করণদিঘি, ২৭ জুন : প্রশাসনিক বৈঠক থেকে পরিবহণমন্ত্রী স্নেহাশিস চক্রবর্তীর সাফ কথা ছিল, 'ওভারলোডেড গাড়ি চলতে দেওয়া যাবে না।' কিন্তু বাস্তবে ঘটছে উলটোটা। প্রতিদিন রাজ্য সড়কে দাপিয়ে বেড়াচ্ছে বালিবোঝাই ওভারলোডেড ট্রাক। তবে সাধারণ মানুষ নয়, এর প্রতিবাদে এবার অবরোধ আন্দোলনে নামলেন বালি পরিবহণকারীরা। বৃহস্পতিবার রাত ১২টা থেকে শুক্রবার দুপুরে ২টা অবধি প্রায় দুই শতাধিক ওভারলোডেড ট্রাক আটকে করণদিঘি থানার রসাখোয়া ফাঁড়ির খন্তায় বেঙ্গল টু বেঙ্গল রাজ্য সড়কে বিক্ষোভ দেখালেন ট্রাকচালক ও মালিকদের একাংশ।

রসাখোয়া ফাঁড়ির খন্তায় বিক্ষোভ দেখাচ্ছেন বালি পরিবহণকারীরা।

বেআইনি কারবারিদের দাপটে আইনি পথে চলে তাঁরা ক্ষতিগ্রস্ত, এমন দাবি তুলে টানা প্রায় ১৪ ঘণ্টা রাস্তা আটকে আন্দোলন চালালেন বালি পরিবহণকারীদের একাংশ। রসাখোয়ার ট্রাকচালক তোফাজুল বলছেন, 'কিছু গাড়ির মালিক পুলিশকে এন্ট্রি দিয়ে ওভারলোডেড গাড়ি চালাচ্ছেন। ওভারলোডেড গাড়ি পুলিশ আটক করছে না। আমরা টাকা না দেওয়ায় পুলিশ হয়রান করছে। আইন মেনে গাড়ি চালানোর পরেও পুলিশি হেনস্তা সহ্য করতে হচ্ছে। গাড়ি আটক করছে পুলিশ।' চোপড়া, ইসলামপুর, গোয়ালপোখর থানায় এন্ট্রি দিতে হয় বলে তাঁর অভিযোগ। পুলিশকে টাকা দেওয়ার সুবাদে গাড়িতে দ্বিগুণ বালি তোলার 'অনুমতি' পাওয়া যায় বলে আন্দোলনে নামা অনেক ট্রাকচালকের অভিযোগ। এক চালক বলছেন, 'পুলিশের আরটি ভ্যান ও সিভিক ভলান্টিয়ারদের টাকা দেওয়ার পর কিস্তির টাকা পরিশোধ করা সম্ভব নয়। তাই আমরা বাধ্য হয়ে আন্দোলনের পথ বেছে নিয়েছি।' একই বক্তব্য, ট্রাক মালিক মোজাম্মেল হকের। মহম্মদ সামিমের অভিযোগ, 'যে গাড়ির ৬, ১৬, ২০ টন বালি পরিবহণ করার কথা, সেই গাড়ি ১০, ৪০, ৮০ টন পরিবহণ করছে। ফলে পরিবহণ খরচ কম পড়ছে, মুনাফা হচ্ছে বেশি।' ওভারলোডেড গাড়ি চলাচল বন্ধের দাবি তুলেছেন সামিম আক্তারের মতো ট্রাক মালিকরা।

বিক্ষুব্ধদের অভিযোগ, পুলিশ ও সংশ্লিষ্ট দপ্তরের আধিকারিকদের চোখ এড়িয়ে এভাবে ওভারলোডেড বালির ট্রাক চলাচল করতে পারে না। চোপড়া থেকে বালি তোলার পর ইসলামপুর, গোয়ালপোখর মিলিয়ে ৩টি থানা এলাকা গাড়িগুলি পার হয় কীভাবে? অবরোধের জেরে আটকে পড়া রায়গঞ্জের জনৈক ট্রাকচালক জানান, চোপড়া থেকে রসাখোয়া পৌঁছাতেই পুলিশকে তাঁর দিতে হয়েছে সারে তিন হাজার টাকা। সমস্ত অভিযোগ খতিয়ে দেখে ব্যবস্থা নেওয়ার আশ্বাস পুলিশের তরফে দেওয়া হলে অবরোধ প্রত্যাহার হয়।

অভিযোগ

- প্রশাসনিক নিষেধাজ্ঞা উপেক্ষা করেই ওভারলোডেড ট্রাক চলছে
- পুলিশকে টাকা দিয়েই ওভারলোডেড বালির গাড়ি চলাচলের অভিযোগ
- চোপড়া থেকে রসাখোয়া পর্যন্ত তিনটি থানার নজর এড়ায় কীভাবে, প্রশ্ন
- প্রতিবাদে টানা ১৪ ঘণ্টা রাজ্য সড়ক অবরোধ ট্রাক মালিক, চালকদের একাংশের

রদবদল

রায়গঞ্জ, ২৭ জুন : সারা ভারত মতুয়া মহাসংঘের উত্তরবঙ্গ জোনের ইনচার্জ হলেন অনিমেষ বালা। এছাড়া উত্তরবঙ্গ জোনের অবজার্ভার হয়েছেন রায়গঞ্জ বিশ্ববিদ্যালয়ের অধ্যাপক বাবুলাল বালা। কোঅবজার্ভার কমল গোঁসাই। বৃহস্পতিবার রাতে বিজেপি সাংসদ তথা সারা ভারত মতুয়া মহাসংঘের সংঘাধিপতি শান্তনু ঠাকুর এই সংক্রান্ত নোটিশ জারি করেছেন।

পুলিশি তল্লাশি

গঙ্গারামপুর, ২৭ জুন : গোপন সূত্রে খবর পেয়ে গত বুধবার অভিযান চালিয়ে জাল লটারির টিকিট সহ একজনকে গ্রেপ্তার করেছিল পুলিশ। ধৃতকে জেরা করে মেলা তথ্য অনুযায়ী জাল লটারির টিকিট সহ পাঁচটি কম্পিউটার ও একটি টোটো উদ্ধার করা হয়েছে। ঘটনায় মোট চারজনকে গ্রেপ্তার করা হয়েছে। শুক্রবার গঙ্গারামপুর বাসস্ট্যান্ড সংলগ্ন একাধিক স্থানে পুলিশ তল্লাশি চালায়।

সশস্ত্র ধৃত

রায়গঞ্জ, ২৭ জুন : অত্যাধুনিক আগ্নেয়াস্ত্র সহ এক দুষ্কৃতীকে রায়গঞ্জ থানার অন্তর্গত কর্ণজোড়া ফাঁড়ির পুলিশ গ্রেপ্তার করল। মাসুম আলম নামে ওই ব্যক্তি রায়গঞ্জ থানার কমলাবাড়ি-১ গ্রাম পঞ্চায়েতের চৌরিঙ্গ মোড় এলাকার বাসিন্দা। ধৃতের কাছ থেকে আগ্নেয়াস্ত্র সহ এক রাউন্ড কার্তুজ ও ম্যাগাজিন পাওয়া গিয়েছে।

খুঁত খোঁজার প্যাঁচপয়জার

প্রথম পাতার পর

অতএব যে যেমন পারো, প্রশাসন হয়ে যাও।

প্রসাদ প্রকল্প লিখেছি। হ্যাঁ, ঠিকই শুনছেন- সরকারি প্রকল্প। যেন আরেকটা লক্ষ্মীর ভাণ্ডার। কিংবা স্বাস্থ্যসাথী বা কন্যাশ্রী, রূপশ্রী ইত্যাদি সাথী বা শ্রী যুক্ত সরকারি খয়রাতি। পাইয়ে দেওয়ার রাজনীতি-কথাটা চালু ছিল কংগ্রেস ও বাম শাসনেও। কংগ্রেস আমলে নেতাদের সিগারেটের খাপে লেখা সুপারিশে চাকরি হয়ে যেত। সেই পাইয়ে দেওয়াটা এখন ভাতা নাও টাকা দাও। অনুচ্চারিত স্লোগানটা সামান্য বদলে বলা যায়- প্রসাদ নাও, ভোট দাও।

প্রশ্ন করলে কি অন্যায় হবে যে, প্রসাদ বিলি কি সরকারের কাজ হতে পারে? প্রসাদ তো দেবতার উদ্দেশে নিবেদিত খাদ্য। দেবতা গ্রহণ করার পর যেটুকু থাকে, তা ঈশ্বরের দেওয়া আশীর্বাদ হিসেবে দেওয়া হয়। নির্দিষ্ট একটি ধর্মের প্রথা। ধর্মনিরপেক্ষ রাষ্ট্রে প্রশাসন কেন প্রসাদ বিলোবে? ইদের অনুষ্ঠানে বা গির্জায় মন্ত্রী ও জনপ্রতিনিধিরা গেলে তোষামোদের রাজনীতি বলে হইচই হয়। প্রশাসন প্রসাদ বিলোলে ভিন্ন তোষামোদের অভিযোগ কেন উঠবে না?

না, মশাই না। অভিযোগ একটা উঠছে। সেটা প্রশাসনের প্রসাদ বিলোনো নিয়ে নয়। প্রসাদের শুদ্ধতা নিয়ে। শুভেন্দু অধিকারী, সুকান্ত মজুমদাররা উচ্চগ্রামে প্রচার করছেন এই প্রসাদে ঈশ্বরের ছোঁয়া নেই। এই প্রসাদ জগন্নাথের নয়। জগন্নাথ তো শুধু পুরীর একচেটিয়া। দিঘা তো ধর্মস্থানই নয়। অথচ রাম মন্দির উদ্বোধনে যেভাবে নেমে পড়েছিল উত্তরপ্রদেশ সরকার, দিঘায় তারই পুনরাবৃত্তি করছে পশ্চিমবঙ্গ প্রশাসন।

তৃণমূল ও বিজেপি- দু'পক্ষই গাইতে পারে 'মোরা যাত্রী একই তরণীর, সহযাত্রী একই তরণীর...।' সেই সহযাত্রীদের রাজনীতি এখন শুধুই ধর্মকেন্দ্রিক। সেই ধর্ম-রাজনীতির নতুন অস্ত্র হয়ে উঠল প্রসাদ। শুধু মেরুকরণের প্রচারে ততটা লাভ হচ্ছে না বাংলার মাটিতে। মোথাবাড়ি, ধুলিয়ান, মহেশতলার সাম্প্রদায়িক বিরোধ কালীগঞ্জের ভোটে ডিভিডেন্ড দিল না। কিন্তু খেলা চলছে নিরন্তর। আজ হয়নি বলে কাল হবে না- তেমন নিশ্চয়তা নেই।

সহজ এই আশঙ্কাটা আঁচ করেছেন মমতা বন্দ্যোপাধ্যায়। যাঁর কথা, আচরণ, গান নিয়ে মিম-খিল্লি যতই হোক, অস্বীকার করা যাবে না যে, মানুষের মন পড়তে তিনি পারদর্শী। একা ৩৪ বছরের বাম শাসনের জগদ্দল পাথরটাকে নাড়িয়ে দিয়েছিলেন তো। হিন্দু ভোটের পদ্মাসন ঠেকাতে তাঁর এই দিঘা অভিযান ও প্রসাদ প্রকল্প। হিন্দু ভোট আটকানোর এই চক্রব্যূহে ভেদ করার মন্ত্র খুঁজতে তাই ব্যস্ত বিজেপি।

পুরীর মাহাত্ম্যের তুলনায় দিঘাকে খাটো দেখানোর সর্বাত্মক প্রয়াস সত্ত্বেও তেমন কাজ হচ্ছে না। তাই প্রসাদে খুঁত ধরা, তার শুদ্ধতা নিয়ে প্রশ্ন তোলার হাস্যকর প্রয়াসে মরিয়া এখন শুভেন্দু অধিকারীরা। তাঁদেরই (বিজেপি) ছেঁড়া জুতোয় পা গলিয়ে যে পদচারণা চলছে মমতা বন্দ্যোপাধ্যায়ের। কোন পশুপাত অস্ত্রে তা ঠেকাবে পদ্ম শিবির? অথচ সামনে পড়ে অনেক হাতিয়ার। পড়ে পড়ে নষ্ট হচ্ছে।

এই যেমন আরজি কর মেডিকেলে চিকিৎসককে ধর্ষণ-খুন, নিয়োগে দুর্নীতি, শিক্ষক-শিক্ষাকর্মীদের চাকরি বাতিল ইত্যাদি। এসব ব্যবহারে ব্যর্থ বিজেপির বঙ্গ নেতৃত্ব। জুনিয়ার ডাক্তাররাই বলুন কিংবা চাকরিহারা শিক্ষক-শিক্ষাকর্মীরা বিজেপিকে এড়িয়ে গিয়েছেন দুটো কারণে। প্রথমত, রাজনীতির ছোঁয়ায় আন্দোলনের শুদ্ধতা নষ্ট ও নেতৃত্ব হারানোর ভয়ে। দ্বিতীয়ত, বিজেপির ওপর ভরসা রাখতে না পারায়।

মমতা নিশ্চিত, সংখ্যালঘু ভোট তাঁকে ছেড়ে যাবে না। একসময় তিনি বলেছিলেন, যে গোরু দুধ দেয়, তার লাথি খেতে তাঁর আপত্তি নেই। অন্যদিকে, শুধু হিন্দু ভোটের ভরসায় বাংলা দখলের চেষ্টায় আছে বিজেপি। কেন্দ্রের ক্ষমতায় থাকলেও তারা বোঝে না, বাংলায় এমন একটি রাজনৈতিক সমাজ তৈরি হয়ে আছে, যেখানে সব হিন্দুরা মেরুকরণের পক্ষে নন। অথচ দলটার সমস্যা হল হাতে 'হিন্দু হিন্দু ভাই ভাই' ছাড়া আর কোনও অস্ত্র নেই।

শুভেন্দু মনে করছেন, আরও ৪-৫ শতাংশ হিন্দু ভোট পদ্মের ইভিএমে টেনে নিতে পারলেই কেল্লা ফতে হবে। দীর্ঘ প্রচেষ্টা থাকলে সেই কাজটা যে অসম্ভব, তা মনে করার কারণ নেই। সেই আশঙ্কা মমতার আছে। তাই ওই চেষ্টায় চোনা ফেলে দিতে দিঘার মতো রাজসূয় প্রকল্পে হাত দিয়েছেন তিনি। যে প্রকল্পের লক্ষ্য দিঘাকে হিন্দুর গন্তব্য করে তোলা।

সেই উদ্দেশ্য সাধনে তড়িঘড়ি সরকারি পরিবহণ নিগমগুলিকে দিয়ে বাংলার বিভিন্ন প্রান্ত থেকে বাস চালানো শুরু করে দিয়েছেন। মমতা মাঝে মাঝে সভা-সমিতিতে বলে থাকেন, মানুষের জীবনে জন্ম থেকে মৃত্যু পর্যন্ত প্রায় ৯৯ শতাংশ উন্নয়ন তিনি করে ফেলেছেন। তাঁর সেই '৯৯ শতাংশ উন্নয়নের দাবি' ভোট নিশ্চিত করতে পারছে না বলেই তো মমতার এই প্রসাদের চাল।

বিদ্যুৎস্পৃষ্টে মৃত্যু

বহরমপুর, ২৭ জুন : নিজের বাড়িতে জলের পাম্প চালানোর সময় বিদ্যুৎস্পৃষ্ট হয়ে মৃত্যু হল এক তরুণের। ঘটনাটি শুক্রবার মুর্শিদাবাদের বহরমপুর লাগোয়া ইসলামপুরে ঘটেছে। মৃতের নাম রাজু মণ্ডল (২৬)। জলের পাম্প চালানোর জন্য সুইচ বোর্ড ঠিক করার সময় কোনওভাবে শর্টসার্কিট হয়ে যায়। সুইচ বোর্ডে হাত দিতেই ওই তরুণ মাটিতে লুটিয়ে পড়েন। পরিবারের সদস্যরা তাঁকে তড়িঘড়ি ডোমকল মহকুমা হাসপাতালে নিয়ে যান। সেখানে চিকিৎসকরা তাঁকে মৃত বলে ঘোষণা করেন।

আরও ৬ মাস চায় রাজ্য

প্রথম পাতার পর

কর্মচারী সংগঠনের হিসাব ও আদালতে সরকারের দেওয়া হিসাব অনুযায়ী মহার্ঘ ভাতার পুরো বকেয়া মেটাতে হলে রাজ্য সরকারের খরচ হবে ৪১৭৭০ কোটি টাকা।

সুপ্রিম কোর্টের নির্দেশে ওই বকেয়ার ২৫ শতাংশ মিটিয়ে দিতে হলে ১০ হাজার কোটি টাকার কিছু বেশি খরচ হবে। জুন মাসে তিন দফায় রাজ্য সরকার রিজার্ভ ব্যাংকের কাছে ঋণ ও ঋণপত্র মিলিয়ে সাড়ে সাত হাজার কোটি টাকা নেওয়ায় জল্পনা ছড়িয়েছিল যে, ডিএ দেওয়ার জন্যই ওই পদক্ষেপ। কিন্তু নির্দিষ্ট সময় পেরিয়ে গেলেও সেই পথে হাঁটল না নবান্ন।

বরং সুপ্রিম কোর্টে শুক্রবার রাজ্য যে আবেদন করেছে, তাতে ডিএ কর্মচারীদের মৌলিক অধিকার নয় বলে মন্তব্য করা হয়েছে। কোষাগারে অর্থের অভাবের পাশাপাশি কেন্দ্রীয় বঞ্চনার উল্লেখও করা হয়েছে ওই আবেদনে। জানানো হয়েছে, কেন্দ্রের কাছে রাজ্যের ১.৮৭ লক্ষ কোটি টাকা পাওনা রয়েছে। বিভিন্ন প্রকল্পের বরাদ্দ কেন্দ্র দিচ্ছে না। অন্য রাজ্যের চেয়ে পশ্চিমবঙ্গের পরিস্থিতি আলাদা। তাই এখানকার পরিকাঠামো মেনেই ডিএ দেওয়া উচিত। তাছাড়া গত বাজেটে বকেয়া ডিএ'র জন্য আলাদা বরাদ্দ রাখা হয়নি।

যদিও আইনজীবী শামিমের যুক্তি, ডিএ বেতনের অংশ। কর্মীদের ডিএ থেকে বঞ্চিত করার অর্থ বেতন কমিয়ে দেওয়া। সংগ্রামী যৌথ মঞ্চের সভাপতি দেবাশিস শীলের মতে, 'এটা রাজ্য সরকারের ঘৃণ্য কৌশল।'

শার্দূলের হাতে নতুন বল দেখতে চাইছেন রাহানে

স্লিপে যশস্বী অন্যতম ভালো ফিল্ডার : অশ্বীন

চেন্নাই, ২৭ জুন : লিডসে প্রথম ইনিংসে শতরান করেছিলেন। কিন্তু গোটা ম্যাচে অন্তত চারটি ক্যাচ ফেলে দলকে চাপে ফেলে দিয়েছিলেন যশস্বী জয়সওয়াল। হেডিংলেতে প্রথম টেস্টে ইংল্যান্ডের বিরুদ্ধে টিম ইন্ডিয়ার হারের পর যশস্বীর একগাদা ক্যাচ মিস নিয়ে স্বাভাবিকভাবেই সমালোচনা শুরু হয়েছে। বিশেষজ্ঞদের অনেকেই মনে করছেন, গালিতে দাঁড়িয়ে ক্যাচ ধরার সময় যথাযথ রিঅ্যাক্ট করতে পারছেন না যশস্বী। যদিও ভারতের উঠতি তারকা ওপেনার জয়সওয়ালের পাশে দাঁড়িয়েছেন রবিচন্দ্রন অশ্বীন।

নিজের ইউটিউব চ্যানেলে টিম ইন্ডিয়ার প্রাক্তন অফস্পিনার বলেছেন, 'জয়সওয়াল স্লিপ কর্ডনের অন্যতম সেরা ফিল্ডার। ডিউক বল হাতে একটু বেশি বড় ও শক্ত মনে হয়। তাই সেটা গুরুত্বপূর্ণ হয়ে দাঁড়ায়। তাছাড়া ইংল্যান্ড, অস্ট্রেলিয়ায় গ্যালারি থেকে ভারতীয় ফিল্ডারকে কতটা স্লেজিং করা হয়, সেটা সবারই জানা। আমি নিশ্চিত, যশস্বীকেও সেই সব শুনতে হয়েছে। ওর জন্য খারাপ লাগছে। তবে শুধু যশস্বী নয়, রবীন্দ্র জাদেজা-জসপ্রীত বুমরাহ-ঋষভ পন্থরাও গুরুত্বপূর্ণ সময়ে ক্যাচ ফেলেছে। ফলে একা যশস্বীকে দোষ দিয়ে লাভ নেই।'

হেডিংলেতে হারের হতাশার মাঝেই শুক্রবার থেকে বার্মিংহাম টেস্টের প্রস্তুতিতে নেমে পড়েছে শুভমান গিল ব্রিগেড। মাইকেল ক্লার্ক, সুনীল গাভাসকাররা দ্বিতীয় টেস্টে রিস্ট স্পিনার কুলদীপ যাদবকে খেলানোর পরামর্শ দিয়েছেন। একই সুর অশ্বীনের গলাতেও। বলেছেন, 'আমি দেখতে চাই ইংল্যান্ডের ব্যাটাররা কুলদীপের মোকাবিলা কীভাবে করে। কুলদীপ যদি তিন-চার উইকেট পেয়ে যায় তাহলে ভারতের হাতে অন্তত ১২৫ রানের লিড থাকবে। আমার বিশ্বাস, কুলদীপ বার্মিংহাম টেস্টে নির্ণায়ক ফ্যাক্টর হতে চলেছে। হেডিংলেতে কুলদীপ প্রথম একাদশে থাকলে ম্যাচের ফলাফল হয়তো অন্যরকম হত।'

লিডসে ভারতের প্রথম উইকেটকিপার-ব্যাটার হিসেবে দুই ইনিংসেই শতরান করে রেকর্ডবুকে নাম তুলেছিলেন ঋষভ পন্থ। যার মধ্যে প্রথম ইনিংসে তিন অঙ্কের রানে পৌঁছানোর পর ঋষভের 'সামারসল্ট' সেলিব্রেশন ভাইরাল হয়েছিল। দ্বিতীয় ইনিংসেও শতরানের পর পন্থের থেকে একই সেলিব্রেশন দেখতে চেয়েছিলেন সুনীল গাভাসকার। যেহেতু

> অলরাউন্ডারের ভূমিকা গুরুত্বপূর্ণ হয়। শার্দূল অভিজ্ঞ ক্রিকেটার। অতীতে বিদেশে ভালো পারফর্ম করেছে। শুভমানের উচিত শার্দূলকে আরও স্বাধীনতা দেওয়া। চলতি সিরিজে ভারতীয় ম্যানেজমেন্ট শার্দূলকে বুদ্ধি করে ব্যবহার করলে সুফল পাবে।
>
> **আজিঙ্কা রাহানে**

প্রথম ইনিংসে সামারসল্ট সেলিব্রেশনের পর পিঠে টান লেগেছিল তাই ঋষভ ইশারায় বুঝিয়ে দেন, আজ নয়। পরে কোনও সময় এই সেলিব্রেশন করবেন। অশ্বীনেরও পরামর্শ, শরীরকে কষ্ট দিয়ে সামারসল্ট সেলিব্রেশনের প্রয়োজন নেই। বলেছেন, 'ঋষভের কাছে অনুরোধ, সামারসল্ট সেলিব্রেশন করার দরকার নেই। টি২০-তে একজন ব্যাটার খুব বেশি হলে ৫০-৬০ বল খেলে। কিন্তু টেস্টে লম্বা সময় ক্রিজে থাকতে হয়। ফলে শরীর ক্লান্ত

স্লিপে ক্যাচ মিস যশস্বী জয়সওয়ালের।

হয় বেশি। ঋষভ বর্তমান ভারতীয় টেস্ট ব্যাটিংয়ের অন্যতম স্তম্ভ। তাই সামারসল্ট সেলিব্রেশন করে ঋষভের নতুন করে কিছু প্রমাণ করার নেই।'

এদিকে, শার্দূল ঠাকুরকে আরও স্বাধীনতা দেওয়ার পরামর্শ দিয়েছেন প্রাক্তন তারকা রাহানে। চাইছেন, শার্দূলের হাতে নতুন বল তুলে দিক শুভমান। রাহানে বলেছেন, 'অলরাউন্ডারের ভূমিকা গুরুত্বপূর্ণ হয়। শার্দূল অভিজ্ঞ ক্রিকেটার। অতীতে বিদেশে ভালো পারফর্ম করেছে। শুভমানের উচিত শার্দূলকে আরও স্বাধীনতা দেওয়া। চলতি সিরিজে ভারতীয় ম্যানেজমেন্ট শার্দূলকে বুদ্ধি করে ব্যবহার করলে সুফল পাবে। শার্দূলের হাতে সুইং করানোর ক্ষমতা রয়েছে। শুভমান ওর হাতে নতুন বল তুলে দিতেই পারে। ফার্স্ট চেঞ্জ বোলার হিসেবেও সফল হওয়ার ক্ষমতা রয়েছে শার্দূলের।'

« জোড়া উইকেট নিলেও শার্দূল ঠাকুরকে নিয়ে প্রত্যাশা পূরণ হয়নি টিম ম্যানেজমেন্টের।

সৌরভ গঙ্গোপাধ্যায়ের বাড়িতে খাওয়ার টেবিলে সারা আলি খান ও আদিত্য রায় কাপুর।

বিদেশিনীকে নিয়ে টিম হোটেলে শিখর

ক্ষিপ্ত রোহিতের প্রশ্ন, আমাকে ঘুমাতে দিবি না?

নয়াদিল্লি, ২৭ জুন : ২০০৬ সালে এক ইংরেজ মহিলার প্রেমে পড়েছিলেন শিখর ধাওয়ান। তাঁর সেই প্রেমের জ্বালায় একটা সময় বিরক্ত হয়েছিলেন একদা ওপেনিং পার্টনার রোহিত শর্মাও।

> একদিন ডিনারের পর ওই বান্ধবীর হাত ধরে ঘুরছিলাম। আমাদের সঙ্গে অস্ট্রেলিয়া সফরে তৎকালীন সিনিয়ার জাতীয় দলের এক নির্বাচক ছিলেন। তিনি আমাদের দেখে ফেলেন। কিন্তু তারপরেও আমি বান্ধবীর হাত ছাড়িনি। কারণ, আমরা কোনও অপরাধ করিনি।
>
> **শিখর ধাওয়ান**

নিজের আত্মজীবনী 'দ্য ওয়ান ক্রিকেট, মাই লাইফ অ্যান্ড মোর'-এ ১৯ বছর আগের সেই প্রেম নিয়ে স্বীকারোক্তি দিয়েছেন শিখর। তিনি বলেছেন, '২০০৬ সালে ভারতীয় 'এ' দলের হয়ে অস্ট্রেলিয়া সফরে গিয়েছিলাম। সেইসময় এক ইংরেজ মহিলার সঙ্গে আমার দেখা হয়। ও খুব সুন্দরী ছিল। আমরা নিজেদের ফোন নম্বর বিনিময় করেছিলাম। পরে দুজনে কথা বলা শুরু করি। অস্ট্রেলিয়া সফর চলাকালীন আমরা নিয়মিত দেখাসাক্ষাৎ করেছি। পরে ভেবেছিলাম ওকে আমি বিয়ে করব।'

শিখর ধাওয়ানের এহেন প্রেম বিরক্তির কারণ হয়ে উঠেছিল সতীর্থ রোহিত শর্মার। সেই সফরে 'হিটম্যান' ছিলেন তাঁর রুম পার্টনার। নিজের আত্মজীবনীতে শিখর বলেছেন, 'আমি প্রতিটা ম্যাচের পর ওই মহিলার সঙ্গে দেখা করেছি। তাঁকে লুকিয়ে নিজের হোটেল রুমেও নিয়ে আসতাম। ওইসময় আমার রুম পার্টনার ছিল রোহিত শর্মা। ও একবার বিরক্ত হয়ে সরাসরি আমাকে জিজ্ঞেস করেছিল, আমাকে কি ঘুমোতে দেবে?'

শুধু রোহিত নয়, সেইসময় ভারতীয় সিনিয়ার দলের এক নির্বাচকের চোখেও পড়ে যান শিখর। এই প্রসঙ্গে তিনি বলেছেন, 'একদিন ডিনারের পর ওই বান্ধবীর হাত ধরে ঘুরছিলাম। আমাদের সঙ্গে অস্ট্রেলিয়া সফরে তৎকালীন সিনিয়ার জাতীয় দলের এক নির্বাচক ছিলেন। তিনি আমাদেরকে দেখে ফেলেন। কিন্তু তারপরেও আমি বান্ধবীর হাত ছাড়িনি। কারণ, আমরা কোনও অপরাধ করিনি।'

১১ মহিলাকে ধর্ষণ

অভিযুক্ত ক্যারিবিয়ান ক্রিকেটার

প্রভিডেন্স, ২৭ জুন : ঘরের মাঠে অস্ট্রেলিয়ার বিরুদ্ধে টেস্ট সিরিজ খেলছে ওয়েস্ট ইন্ডিজ। তার মধ্যেই ক্যারিবিয়ান দলে গায়ানার এক ক্রিকেটারের বিরুদ্ধে মারাত্মক অভিযোগ সামনে এসেছে। এক-দুইটি নয়, ১১ মহিলাকে ধর্ষণের অভিযোগ উঠেছে তাঁর বিরুদ্ধে, যার মধ্যে একজন কিশোরীও রয়েছেন। গায়ানার একটি সংবাদপত্রে এই নিয়ে খবর প্রকাশিত হলেও সংশ্লিষ্ট ক্রিকেটারের নাম প্রকাশ করা হয়নি। যদিও বিভিন্ন সূত্রে ক্রিকেটারটিকে শামার জোসেফ বলেই চিহ্নিত করা হয়েছে। যিনি চলতি ব্রিজটাউন টেস্টের প্রথম ইনিংসে ৪ উইকেট নিয়েছেন।

গোটা বিষয়টি সামনে এনেছেন বারবিসের নিউ আমস্টারডামের এক কিশোরীর পরিবার। যাঁদের মেয়ে ক্যারিবিয়ান ক্রিকেটারের লালসার স্বীকার হয়েছেন বলে দাবি করে তাঁরা জানিয়েছেন, যৌন নিগ্রহের শিকার কিশোরীটি কিছুদিন আগে পুলিশের দ্বারস্থ হয়েছিলেন। কিন্তু পুলিশকর্মীরা উলটে তাঁকেই জেরা করতে শুরু করলে মানসিক চাপে সংজ্ঞা হারান কিশোরীটি। পরে তাঁকে হাসপাতালে ভর্তি করা হয়। গায়ানা পুলিশ অবশ্য জানিয়েছে, তাঁরা অভিযোগের তদন্ত শুরু করেছে।

ঘটনার বিববরণে জানা গিয়েছে, কিশোরীটি ২০২৩ সালের ৩ মার্চ যৌন নিগ্রহের শিকার হন। তার কিছুদিন আগেই সামাজিক মাধ্যমে তাঁদের বন্ধুত্ব হয়। ঘটনার দিন কিশোরীটিকে তাঁর কর্মস্থল থেকে গাড়িতে তুলে ঘুরতে বেরিয়েছিলেন গায়ানার ক্রিকেটার। এরপর তাঁরা একটি বাড়িতে যান। সেখানে অনেক লোক থাকায় প্রাথমিকভাবে তাঁর সন্দেহজনক কিছু মনে হয়নি। কিছুক্ষণ পর তাঁকে আলাদা করে দোতলায় ডেকে নিয়ে গিয়ে এই কাণ্ড ঘটান। কিশোরীটির অভিযোগ সামনে আসার পরই আরও ১০ মহিলা সরব হয়েছেন। তাঁরা দাবি করেছেন, যথেষ্ট তথ্য-প্রমাণ নিয়ে তাঁরা প্রশাসনের কাছে গেলেও পাত্তা পাননি।

টেস্ট দলের সদস্যের বিরুদ্ধে এমন অভিযোগ ওঠার পরও ক্রিকেট ওয়েস্ট ইন্ডিজের সভাপতি কিশোর শ্যালো বলেছেন, 'আমরা কোনও অভিযোগ পাইনি। এই ব্যাপারে কিছু জানা নেই আমাদের। তাই কোনও মন্তব্য করব না।'

সাত গোলে লিগে শুভ মহরত ইস্টবেঙ্গলের

ইস্টবেঙ্গল-৭
(মনোতোষ মাঝি, সায়ন, গুইতে, তন্ময়, জেসিন-২, সুমন)
মেসারার্স-১ (অ্যান্ডি)

নিজস্ব প্রতিনিধি, কলকাতা, ২৭ জুন : মেঘ-বৃষ্টির দোসর লাল-হলুদ ঝড়।

অবিকল এক। শুধু প্রতিপক্ষ আলাদা। গতবার টালিগঞ্জ অগ্রগামীকে ৭-১ গোলে উড়িয়ে কলকাতা ফুটবল লিগে অভিযান শুরু করেছিল ইস্টবেঙ্গল। এবার মেসারার্সকে গোলবন্যায় ভাসিয়ে প্রিমিয়ারে লাল-হলুদের দৌড় শুরু হল। ব্যবধান একই, ৭-১।

শুক্রবার নৈহাটি স্টেডিয়ামে ম্যাচ শুরুর আগে এক পশলা বৃষ্টির দেখা। সেই রেশ ধরেই যেন মাঠে ঝড় তুললেন সায়ন বন্দ্যোপাধ্যায়, ভানলালপেকা গুইতেরা। শুরু থেকেই বল ধরে রেখে আক্রমণে ডানা মেলার চেষ্টায় ছিল ইস্টবেঙ্গল। গোলের জন্য বেশিক্ষণ অপেক্ষাও করতে হয়নি। ২৪ মিনিটে তন্ময় দাস বল বাড়ান গুইতেকে। তাঁর মাইনাস ধরে ঠান্ডা মাথায় গোল করেন মনোতোষ মাঝি। ৩৫ মিনিটে দ্বিতীয় গোল সায়নের। নসিব রহমানের ভাসানো বল মেসারার্স গোলরক্ষকের মাথার ওপর দিয়ে জালে পাঠান তিনি। ৩৮ মিনিটে কোনাকুনি শটে প্রতিপক্ষ গোলরক্ষককে পরাস্ত করে তৃতীয় গোল গুইতের। গোটা প্রথমার্ধে মেসারার্সের অনুকূলে সুযোগ একটাই। তা অল্পের জন্য গোল হয়নি। ২০ মিনিটে বক্সের একেবারে সামনে থেকে সুরচন্দ্র সিংয়ের ফ্রি কিক ক্রসবারে প্রতিহত হয়।

দ্বিতীয়ার্ধে দাপট এতটুকুও কমেনি। বরং পরিবর্ত হিসাবে নেমে জেসিন টিকে একাই যা সুযোগ পেয়েছিলেন তাতে অনায়াসে হ্যাটট্রিক করতে পারতেন। সেখানে তাঁকে সন্তুষ্ট থাকতে হল জোড়া গোলেই। ৪৮ মিনিটে তন্ময়ের মাটি ঘেঁষা শট মেসারার্স গোলরক্ষকের ভুলে গোলে ঢুকে যায়। ৬৪ মিনিটের শুরুতেই গোল জেসিনের। মিনিট দুয়েকের ব্যবধানে প্রতিপক্ষের দুই ডিফেন্ডারকে কার্যত মাটি ধরিয়ে ব্যবধান ৬-০ করেন জেসিন। ম্যাচের একেবারে শেষবেলায় দূরপাল্লার শটে মেসারার্স কফিনে শেষ পেরেকটি গেঁথে দেন সুমন দে। পালটা ৬৮ মিনিটে গতির বিপরীতে গিয়ে মেসারার্সের একমাত্র গোলটি করেন অ্যান্ডি জাকারি। এর বাইরেও শেষদিকে চাপের মুখে লাল-হলুদের রক্ষণ যেভাবে ভেঙে পড়ল তা নিঃসন্দেহে চিন্তায় রাখবে।

এদিন ইস্টবেঙ্গল ডাগআউটে ছিলেন না বিনো জর্জ। জানা গিয়েছে, প্রো লাইসেন্সিংয়ের জন্য মুম্বই গিয়েছেন তিনি। ডাগআউটে কেন তাদের টিম ম্যানেজার ছিলেন না, তার কারণ ঘিরে ধোঁয়াশা রয়েছে। এদিকে, লিগ শুরু হতে না হতেই ঝুড়িঝুড়ি অভিযোগ ম্যাচের সম্প্রচার নিয়ে। এমনিতে টেলিভিশন সম্প্রচার নেই। যে অ্যাপে লিগের সম্প্রচার হওয়ার কথা সেখানে এদিন কোনও ম্যাচই দেখা যায়নি। ইস্টবেঙ্গলের খেলা অন্য মাধ্যমে কিছুক্ষণ পর থেকে দেখানো হয়।

ইস্টবেঙ্গল : আদিত্য, জোশেফ, চাকু, মনোতোষ চাকলাদার, সুমন, তন্ময়, নসিব (কৌস্তভ), গুইতে (জেসিন), আমান (রোশল), সায়ন (বিজয়) ও মনোতোষ মাঝি (আজাদ)।

জোড়া গোলের উচ্ছ্বাস ইস্টবেঙ্গলের জেসিন টিকের। শুক্রবার।

উত্তরপ্রদেশের প্রাথমিক শিক্ষা আধিকারিক রিঙ্কু!

লখনউ, ২৭ জুন : তিনি নবম পাশ। ক্রিকেটের টানে এবং পারিবারিক নানা সমস্যার কারণে পড়াশোনা বেশিদূর করতে পারেননি রিঙ্কু সিং। কলকাতা নাইট রাইডার্স ও ভারতীয় টি২০ দলের এহেন তারকাকে আজ চমকপ্রদভাবে উত্তরপ্রদেশ সরকারের প্রাথমিক শিক্ষা আধিকারিকের চাকরি দেওয়া হল। যোগি রাজ্যের তরফে রিঙ্কুকে এমন চমকপ্রদ সম্মান দেওয়া হয়েছে। যার পর প্রশ্ন উঠেছে, হতে পারে রিঙ্কু তারকা ক্রিকেটার। কিন্তু শিক্ষা আধিকারিকের চাকরি পাওয়ার জন্য সরকারি স্তরে নির্দিষ্ট কিছু যোগ্যতামান রয়েছে। রিঙ্কু সেই যোগ্যতামান পার করতে পারবেন না চেষ্টা করলেও। তাই কীভাবে রিঙ্কু এই চাকরি পেলেন, তা নিয়ে শুরু হয়েছে বিতর্ক। সরকারি স্তরে বিষয়টি নিয়ে কোনও প্রতিক্রিয়া পাওয়া যায়নি। জানা গিয়েছে, রিঙ্কুর দায়িত্ব হল তাঁর রাজ্যের জেলার প্রাথমিক স্কুলগুলির উন্নয়ন করা।

গোলের পর ভিনিসিয়াস জুনিয়ারকে অভিনন্দন ফেডেরিকো ভালভের্দের।

জুভেন্তাসকে ৫ গোল সিটির

ফ্লোরিডা ও ফিলাডেলফিয়া, ২৭ জুন : ক্লাব বিশ্বকাপের নকআউটে ১৬ দল চূড়ান্ত। গ্রুপের শেষ ম্যাচে জিতে শীর্ষে থেকে শেষ ষোলোয় ম্যাঞ্চেস্টার সিটি ও রিয়াল মাদ্রিদ। সিটির কাছে হেরেও প্রি-কোয়ার্টার ফাইনালের ছাড়পত্র পেল জুভেন্তাস।

বৃহস্পতিবার রাতে জুভেন্তাসকে ৫-২ গোলে হারাল নীল ম্যাঞ্চেস্টার। সিটির ৫ গোলের মধ্যে একটি পিয়েরে কালুলুর আত্মঘাতী। বাকি চারটি গোল করেন জেরেমি ডোকু, আর্লিং ব্রাউট হাল্যান্ড, ফিল ফোডেন ও স্যাভিনহো। জুভেন্তাসের হয়ে দুইটি গোল শোধ করেন টেউন কুপমেইনার্স ও ডুসান ভ্লাহোভিচ। এই জয়ের সুবাদে ৩ ম্যাচে ৯ পয়েন্ট নিয়ে পরের রাউন্ডে পৌঁছে গেল সিটি। ৬ পয়েন্ট নিয়ে গ্রুপ থেকে দ্বিতীয় দল হিসাবে শেষ ষোলোয় খেলবে জুভেন্তাস। এদিনই ক্লাব ও জাতীয় দল মিলিয়ে কেরিয়ারের ৩০০তম গোল করলেন হাল্যান্ড।

ছন্দে রিয়ালও

অন্যদিকে, গ্রুপের শেষ ম্যাচে আরবি সলজবার্গকে ৩-০ গোলে হারাল রিয়াল মাদ্রিদ। ৪০ মিনিটে ম্যাচের প্রথম গোল ভিনিসিয়াস জুনিয়ারের পা থেকে। প্রথমার্ধের যোগ করা সময়ে ব্যবধান বাড়ান ফেডেরিকো ভালভার্দে। ৮৪ মিনিটে শেষ গোলটি গঞ্জালো গার্সিয়ার। জিতে ৩ ম্যাচে ৭ পয়েন্ট নিয়ে নকআউটের ছাড়পত্র পেল রিয়াল। ৫ পয়েন্ট নিয়ে ওই গ্রুপের দ্বিতীয় হয়ে প্রি-কোয়ার্টারে খেলবে আল হিলাল। গ্রুপের শেষ ম্যাচে পাচুকাকে ২-০ গোলে হারাল তারা। অন্যদিকে নিয়মরক্ষার ম্যাচে আল আইন ২-১ গোলে হারাল ওয়েদাদ এসি-কে।

গোল করে উচ্ছ্বসিত ম্যাঞ্চেস্টার সিটির আর্লিং ব্রাউট হাল্যান্ড।

ভক্তের আবেদনে নীরজ ক্লাসিকের টিকিট উপহার

নয়াদিল্লি, ২৭ জুন : 'আমাকে কেউ ২০০০ টাকা দিয়ে সাহায্য করলে, আমি নীরজ চোপড়া ক্লাসিক প্রতিযোগিতা দেখতে যেতে পারি।'

এক কাতর আবেদন সমাজমাধ্যমে জানিয়েছিলেন নীরজ চোপড়ার ভক্ত তামিলনাড়ুর বাসিন্দা রঞ্জিত। ৫ জুলাই কর্ণাটকে অনুষ্ঠিত হতে চলা 'নীরজ চোপড়া ক্লাসিক' স্টেডিয়ামে বসে দেখার প্রবল ইচ্ছে তাঁর। কিন্তু আর্থিক সামর্থ্য না থাকায় সমাজমাধ্যমে আবেদন জানিয়েছিলেন তিনি।

সেই আবেদন চোখে পড়ে স্বয়ং নীরজ চোপড়ার। ভারতের তারকা অ্যাথলিট নিজেই এগিয়ে আসেন রঞ্জিতের স্বপ্ন পূরণ করতে। কিছুক্ষণের মধ্যে নীরজ সমাজমাধ্যমে রঞ্জিতকে উদ্দেশ্য করে লেখেন, 'রঞ্জিত, তোমার জন্য ভিভিআইপি টিকিটের ব্যবস্থা হয়ে গিয়েছে। তোমার খেলা দেখতে আসার সমস্ত খরচ আমি দেব। রাডিসন হোটেলে তোমার থাকার বন্দোবস্ত করা হয়েছে। আমার থেকে ৯০ মিটার দূরে থাকবে তুমি। খুব শীঘ্রই দেখা হচ্ছে।'

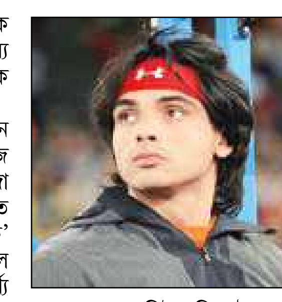

নীরজের এই কর্মকাণ্ডে প্রশংসার ঝড় উঠেছে নেটদুনিয়ায়। সাম্প্রতিক সময়ে ভারতীয় তারকা নিজেও ভালো ছন্দে রয়েছেন। দোহা ডায়মন্ড লিগে ৯০ মিটার দূরত্ব ক্রস করেছিলেন। পরে প্যারিস ডায়মন্ড লিগ ও অস্ট্রাভা গোল্ডেন স্পাইক মিটে সোনা জিতেছেন তিনি।

আজ বেঙ্গল প্রো টি২০ লিগের ফাইনাল

নিজস্ব প্রতিনিধি, কলকাতা, ২৭ জুন : বর্ষা চলছে। কলকাতায় বৃষ্টিও চলছে। আর তার মধ্যেই চলছে বেঙ্গল প্রো টি২০ লিগ।

আগামীর ক্রিকেট প্রতিভা তুলে আনার লক্ষ্যে গত বছর থেকে চালু হওয়া প্রতিযোগিতার ফাইনাল আগামীকাল। আর সেই বেঙ্গল প্রো টি২০ লিগের ফাইনালের আসরে চমক হিসেবে থাকছে লেসার শো ও আতশবাজির প্রদর্শনী। আজ বিকেলে দমদম বিমানবন্দরের কাছে একটি হোটেলের উদ্বোধনের অনুষ্ঠানে প্রধান অতিথি হিসেবে হাজির হয়েছিলেন সিএবি সভাপতি স্নেহাশিস গঙ্গোপাধ্যায়। সেখানেই তিনি বলেছেন, 'বৃষ্টির পূর্বাভাস রয়েছে। তার মধ্যেও আমরা সফলভাবে বেঙ্গল প্রো টি২০ লিগের ম্যাচ করেছি। আগামীকাল ফাইনাল। আর ফাইনালের মঞ্চে লেসার শো ও আতশবাজির প্রদর্শনী থাকছে।' ১১ জুন শুরু হওয়া প্রতিযোগিতার কাল ফাইনাল। আর সেই ফাইনালের মঞ্চে বাংলা ক্রিকেটের প্রতিভা নিয়ে সিএবি সভাপতি বলেছেন, 'বাংলায় প্রতিভা রয়েছে। আর সেই প্রতিভা তুলে আনার জন্যই আমাদের এই প্রতিযোগিতা। আইপিএলও একদিনে জনপ্রিয়তার শীর্ষে ওঠেনি। সময় লেগেছে। বেঙ্গল প্রো টি২০ লিগও আরও কয়েক বছরের মধ্যে জনপ্রিয়তার শীর্ষে পৌঁছে যাবে।'

২০২৭ সাল পর্যন্ত আল নাসেরে চুক্তি করার পর ক্রিশ্চিয়ানো রোনাল্ডো।

নতুন চুক্তি রোনাল্ডোর

রিয়াধ, ২৭ জুন : বছরে প্রায় ২,০০০ কোটি টাকা। দিনপিছু অঙ্কটা সাড়ে ৫ কোটির আশপাশে। আল নাসেরের নতুন চুক্তি থেকে এই বিশাল অঙ্কের অর্থই হাতে পাবেন ক্রিশ্চিয়ানো রোনাল্ডো।

বৃহস্পতিবার আল নাসেরের সঙ্গে নতুন করে দুই বছরের জন্য চুক্তিবদ্ধ হলেন সিআর সেভেন। জানা গিয়েছে, এই চুক্তি অনুযায়ী প্রতি বছর ১৭ কোটি ৮০ লক্ষ পাউন্ড পারিশ্রমিক পাবেন তিনি। এখানেই শেষ নয়। বোনাস হিসেবে তিনি পাবেন ২৮৮ কোটি টাকা। যা দ্বিতীয় বছরে আরও বাড়বে। পুরোনো চুক্তির মেয়াদ শেষ হওয়ার আগে নাসেরের জার্সিতে শেষ যে ম্যাচ খেলার পর সমাজমাধ্যমে রোনাল্ডো লিখেছিলেন, 'একটা অধ্যায় শেষ হল।' এদিন সেই রেশ ধরেই এদিন নতুন চুক্তির কথা ঘোষণা করে আল নাসেরের পোস্টে লেখা হয়েছে, 'কাহিনী চলবে।' সিআর সেভেন নিজেও সমাজমাধ্যমে লেখেন, 'একটি নতুন অধ্যায় শুরু হল। একই আবেগ, একই স্বপ্ন। একইসঙ্গে ইতিহাস তৈরি হবে।'

এজবাস্টনে গিলদের রুদ্ধদ্বার অনুশীলন

বল করলেন না বুমরাহ-প্রসিধ ■ নজর কাড়লেন অর্শদীপ-কুলদীপ

বার্মিংহাম, ২৭ জুন : স্বপ্নের শুরু। আর শুরুতেই স্বপ্নভঙ্গ!

হেডিংলে টেস্টে শুভমান গিলের ভারতের শুরুটা দারুণ হয়েছিল। শুরুর ছন্দ দ্রুত তলিয়ে গিয়েছে অতল গহ্বরে। জয়ের মঞ্চ তৈরির পরও পাঁচ উইকেটে ম্যাচ হেরেছে টিম ইন্ডিয়া। পিছিয়ে পড়েছে সিরিজে।

লিডসে টিম ইন্ডিয়ার 'অবাক' হারের পর ক্রিকেট দুনিয়ার নজর এখন বার্মিংহামে। এজবাস্টনের মাঠে ২ জুলাই থেকে শুরু হতে চলেছে সিরিজের দ্বিতীয় টেস্ট। তার আগে আজ এজবাস্টনের মাঠে অনুশীলন শুরু করল টিম ইন্ডিয়া। প্রায় সাড়ে তিন ঘণ্টার সেই অনুশীলন ছিল রুদ্ধদ্বার। যেখানে ক্রিকেটপ্রেমীদের পাশে প্রবেশের অনুমতি ছিল না দলের সঙ্গে সফররত ভারতীয় সংবাদমাধ্যমেরও।

নতুন পরীক্ষার আগে প্রস্তুতিতে চলেছেন অধিনায়ক শুভমান গিল। শুক্রবার।

প্রথম টেস্টে হারের পর ভারতীয় দলের কম্বিনেশনে পরিবর্তন নিয়ে বিস্তর চর্চা চলছে। যার মূল আকর্ষণ, জসপ্রীত বুমরাহ কি খেলবেন সিরিজের দ্বিতীয় টেস্টে? এজবাস্টন টেস্টে বুমরাহর খেলার সম্ভাবনা কম, এমন প্রতিবেদন আজই প্রকাশিত হয়েছে উত্তরবঙ্গ সংবাদে। বাস্তবে সেই সম্ভাবনার প্রতিফলন আজ দেখা গিয়েছে টিম ইন্ডিয়ার রুদ্ধদ্বার অনুশীলনে। যেখানে জসপ্রীত হাজির হয়ে ফিল্ডিং অনুশীলন করলেও নেটে বোলিং করেননি। বরং কোচ গৌতম গম্ভীর ও অধিনায়ক শুভমানের সঙ্গে তাঁকে দীর্ঘসময় মাঠের পাশে আলোচনা করতে দেখা গিয়েছে। জাতীয় নির্বাচক কমিটির প্রধন অজিত আগরকারও রয়েছেন দলের সঙ্গেই। তিনিও আলাদা করে বুমরাহর সঙ্গে আজ কথা বলেছেন। মনে করা হচ্ছে, এজবাস্টন টেস্টে বিশ্রাম নেওয়ার সিদ্ধান্ত কার্যত চূড়ান্ত করে ফেলেছেন বুমরাহ।

এক বুমরাহ নন। আজ ভারতীয় অনুশীলন হাজির থাকার পর বল করতে দেখা যায়নি প্রসিধ কৃষ্ণাকেও। তিনিও বুমরাহর মতোই শুধু ফিল্ডিং অনুশীলন করেছেন। বুমরাহ-প্রসিধদের বোলিং না করার দিন টিম ইন্ডিয়ার অনুশীলনে বল হাতে নজর কেড়েছেন বাঁহাতি জোরে বোলার অর্শদীপ সিং। বার্মিংহামে ভারতীয় দলের অন্দরমহল থেকে যে তথ্য সামনে আসছে, সেটা হল অর্শদীপ এজবাস্টন টেস্টে খেলছেন। সম্ভবত রিস্ট স্পিনার কুলদীপ যাদবও ভারতীয় দলের প্রথম একাদশে থাকবেন। তিনিও আজ ভারতীয় দলের নেটে দীর্ঘসময় বোলিং করেছেন। দলের প্রথম সারির ব্যাটারদের বারবার বিব্রতও করেছেন। দলের অধিনায়ক, কোচ এবং জাতীয় নির্বাচক কমিটির প্রধান আগরকারকে কুলদীপের সঙ্গে অনুশীলনের মাঝে আলোচনা করতেও দেখা গিয়েছে আজ।

রবীন্দ্র জাদেজাও হেডিংলে টেস্টে হতাশ করেছেন। আজ তাঁর অনুশীলনের দিকেও বিশেষ নজর ছিল ভারতীয় টিম ম্যানেজমেন্টের। অভিজ্ঞ জাড্ডুর প্রথম টেস্টের ব্যর্থতা নিয়ে কম সমালোচনা হয়নি। স্যর জাদেজা নিজের ভুল দ্রুত শুধরে নিতে মরিয়া। শেষ পর্যন্ত জাদেজা ছন্দ পাবেন কিনা, সময় বলবে। কিন্তু টিম ইন্ডিয়ার অনুশীলন যদি কোনও কিছুর ইঙ্গিত হয়, তাহলে বলা যেতেই পারে বুমরাহর অনুপস্থিতিতে দুই স্পিনারে এজবাস্টন টেস্টে খেলার মানসিক প্রস্তুতি শুরু করে দিয়েছেন গম্ভীর-শুভমানরা। ভারতীয় সময় রাতের দিকে বার্মিংহাম থেকে টিম ইন্ডিয়ার একটি বিশেষ সূত্র উত্তরবঙ্গ সংবাদ-কে জানিয়েছে, 'এখনই হয়তো সবকিছু চূড়ান্ত হয়নি। কিন্তু হেডিংলে টেস্টের প্রথম একাদশে বিস্তর পরিবর্তনের সম্ভাবনা রয়েছে।'

সিরিজের প্রথম টেস্টে বুমরাহর পাশে বল হাতে একেবারেই ছন্দে ছিলেন না মহম্মদ সিরাজও। আজ ভারতীয় দলের নেটে বুমরাহ-প্রসিধরা বোলিং না করলেও সিরাজ বল করেছেন। শুধু বল করাই নয়, নেটে দীর্ঘসময় ব্যাটিং করতেও দেখা গিয়েছে সিরাজকে। যার ফলে মনে করা হচ্ছে, এজবাস্টনে সিরাজের সঙ্গে নতুন বল হাতে তুলে নেবেন অর্শদীপ। সঙ্গে দুই স্পিনারে বোলিং আক্রমণ সাজাতে চলেছে টিম ইন্ডিয়া। হেডিংলের মতোই পিচ এজবাস্টনে দেখতে পাওয়ার সম্ভাবনা প্রবল। যেখানে উইকেট শুরুর দিকে ব্যাটিং সহায়ক হলেও পরের দিকে স্পিনাররা সাহায্য পেতে পারেন।

আসলে বিলেতের গ্রীষ্মে এবার বৃষ্টি কম হওয়ার পাশে তাপমাত্রাও বাড়ছে। আর দলের কম্বিনেশন নিয়ে টিম ইন্ডিয়ার অন্দরের উত্তাপও বেড়েই চলেছে।

নেট প্র্যাকটিসে যশস্বী জয়সওয়াল, ঋষভ পন্থ, নীতীশ কুমার রেড্ডিরা। শুক্রবার।

কুলদীপকে নিয়ে পরামর্শ ক্লার্কের

লন্ডন, ২৭ জুন : প্রথম টেস্ট হারের ক্ষত ভোলেননি শুভমানরা। তার ওপর রক্তচাপ বাড়িয়ে ইংল্যান্ড দলে ফিরেছেন জোফ্রা আর্চার।

আর্চারের অন্তর্ভুক্তিতে ইংরেজ শিবিরের আত্মবিশ্বাস আরও বেড়েছে। এজবাস্টন টেস্টে তাঁকে সামলানোটাই চ্যালেঞ্জ শুভমানদের সামনে। তবে এখনই আর্চারকে দলে রাখা নিয়ে সহমত নন প্রাক্তন ইংল্যান্ড অধিনায়ক নাসের হুসেন। তিনি বলেছেন, 'দীর্ঘদিন পরে চোট সারিয়ে জোফ্রা আর্চার জাতীয় দলে ফিরেছে। এটা খুব ভালো খবর। তবে আমার মনে হয়, ওকে এজবাস্টন টেস্টে খেলানোটা ঝুঁকির হয়ে যাবে। কারণ চার বছর পর প্রথম শ্রেণির ক্রিকেটে ফিরে একটা ম্যাচ খেলেছে আর্চার। মাত্র ১৮ ওভার বল করেছে। তাই ওকে নিয়ে এখনই তাড়াহুড়ো করা উচিত নয়।'

দ্বিতীয় টেস্টে আর্চারকে খেলানো ঝুঁকির : নাসের

> ঘরোয়া ক্রিকেটে আরও একটি ম্যাচ দেখে আর্চারকে লন্ডন টেস্টে দলে রাখা যেত। ওকে নিয়ে যখন চার বছর অপেক্ষা করেছি, তখন আরও একটা সপ্তাহ অপেক্ষা করাই যেত। এই মুহূর্তে ইংল্যান্ড আরও একটা জিনিস করতে পারে। এজবাস্টন টেস্টে ওকে বেছে বেছে কিছু ওভার বল করিয়ে দেখে নিতে পারে। ফাস্ট বোলিং সবসময় কঠিন। বাকি চারটি টেস্টের অন্তত দুইটিতে আর্চার খেলবে কি না সেটাই এখন দেখার।
>
> **নাসের হুসেন**

আর্চার প্রসঙ্গে নাসের আরও বলেছেন, 'ঘরোয়া ক্রিকেটে আরও একটি ম্যাচ দেখে আর্চারকে লন্ডন টেস্টে দলে রাখা যেত। ওকে নিয়ে যখন চার বছর অপেক্ষা করেছি, তখন আরও একটা সপ্তাহ অপেক্ষা করাই যেত। এই মুহূর্তে ইংল্যান্ড আরও একটা জিনিস করতে পারে। এজবাস্টন টেস্টে ওকে বেছে বেছে কিছু ওভার বল করিয়ে দেখে নিতে পারে। ফাস্ট বোলিং সবসময় কঠিন। বাকি চারটি টেস্টের অন্তত দুটিতে আর্চার খেলবে কি না সেটাই এখন দেখার।'

আর্চার ইস্যুতে মুখ খুলেছেন ইংল্যান্ড ক্রিকেট বোর্ডের ডিরেক্টর রব কি। বলেছেন, 'জোফ্রা একজন প্রতিভাবান বোলার। ওকে দীর্ঘদিন পরে টেস্ট দলে দেখে ভালো লাগছে। এই মুহূর্তে আর্চার পুরো ফিট রয়েছে। সেইজন্য দলে নেওয়া হয়েছে।' আর্চার দলে ফিরে আসায় উত্তেজিত আরেক ইংরেজ পেসার মার্ক উড।

অনুশীলনের পথে কুলদীপ যাদব। শুক্রবার বার্মিংহামে।

অন্যদিকে, এজবাস্টন টেস্টে কুলদীপকে ফেরানোর পরামর্শ দিলেন প্রাক্তন অজি অধিনায়ক মাইকেল ক্লার্ক। হেডিংলে টেস্টে বুমরাহ ছাড়া বাকি ভারতীয় বোলাররা অত্যন্ত সাদামাঠা বল করেছেন। এই পরিস্থিতিতে কুলদীপই ভারতের তুরুপের তাস হতে পারেন বলে ধারণা অজি তারকার। তিনি বলেছেন, 'ভারতের উচিত এজবাস্টনে কুলদীপকে খেলানো। এটা নিয়ে কোনও আলোচনার প্রয়োজন পড়ে না। কারণ কুলদীপ সবসময় উইকেট নেওয়ার ক্ষমতা রাখে।' তিনি আরও যোগ করেন, 'ভারত সবসময় ব্যাটিং গভীরতাকেই বেশি গুরুত্ব দেয়। সেই কারণে স্পিনার ছাড়া দল নামানোর ঝুঁকি নিতে পারে। কিন্তু টেস্ট জিততে গেলে ভারতকে ২০টি উইকেট পেতেই হবে।'

DURAND CUP
SINCE 1888

দল টানতে পুরস্কার অর্থ বাড়ানোর ভাবনা ডুরান্ডে

নিজস্ব প্রতিনিধি, কলকাতা, ২৭ জুন : এক মাস ধরে হওয়ার কথা ডুরান্ড কাপ। কিন্তু সেই টুর্নামেন্টই এখন প্রশ্নের মুখে। আদৌ কি হবে শতাব্দীপ্রাচীন ডুরান্ড?

আয়োজকদের দাবি, হচ্ছেই। প্রশ্নটা হল কিন্তু কীভাবে? আর ৬টা ভেনুতে এক মাস ধরে টুর্নামেন্ট চালাতে গেলে প্রথম প্রয়োজন আইএসএলের সব দলের সঙ্গে আই লিগ, এদেশের সামরিক বাহিনী ও বিদেশি এক কী দুটি দল। কিন্তু কুমিরের ছানা খেয়ে ফেলার মতো, ক্রমশই খসে পড়ছে একটা একটা দল। আগে দল কম থাকায় বছরে ২৭ ম্যাচ খেলতেই হবে বলে ক্লাবগুলি ডুরান্ডে খেলত। কিন্তু এখন আইএসএলে দল বেড়ে যাওয়ায় সেই সমস্যা আর নেই বলেই আগ্রহ হারাচ্ছে ক্লাবেরা।

কেরালা ব্লাস্টার্স খেলার জন্য চুক্তিতে সই করেও বৃহস্পতিবার চিঠি দিয়ে ডুরান্ডে না খেলার কথা জানিয়েছে। এর আগে আইএসএল, আই লিগ মিলিয়ে একাধিক দল নাম প্রত্যাহার করায় এতটাই বিপদে পড়েছে আয়োজকরা যে টুর্নামেন্টের পুরস্কারমূল্য বাড়ানোর ভাবনাচিন্তাও শুরু হয়েছে। বিজয়ী দল গত মরশুমে পায় ৬০ লক্ষ টাকা। টুর্নামেন্টের মোট পুরস্কার অর্থ এক কোটি। বিজয়ী দলকেই এখন এক কোটি টাকা দেওয়ার বিষয়ে আলোচনা হয়েছে বলে খবর। হয়তো রানার্সের টাকাও বাড়বে। তবে সবটাই এখনও আলোচনার স্তরে। ক্লাবগুলিকে টুর্নামেন্টে টানতেই এই সিদ্ধান্ত নেওয়া হতে পারে।

শুভেচ্ছা

জন্মদিন

☺ আরাত্রিকা (রাইকা) :- তোমার ২য় শুভ জন্মদিনে রইল অনেক আশীর্বাদ ও ভালোবাসা। – **পাপা, মাম্মা, ঠান্ডি, দাদাই, দাদা ভাই, দিনদা, সোনা।** পান্ডাপাড়া, জলপাইগুড়ি।

জয়ের পথে শ্রীলঙ্কা

কলম্বো, ২৭ জুন : বাংলাদেশের বিরুদ্ধে দ্বিতীয় টেস্ট জয়ের কাছে শ্রীলঙ্কা। শুক্রবার দিনের শেষে দ্বিতীয় ইনিংসে বাংলাদেশের স্কোর ১১৫/৬। ইনিংস হার বাঁচাতে তাদের প্রয়োজন আরও ৯৬ রান।

নাজমুল হোসেন শান্তকে আউট করে উচ্ছ্বাস ধনঞ্জয় ডি সিলভার।

এদিন দিনের শুরুতে কুশল মেন্ডিসের লড়াকু ৮৪ রান এবং পরের দিকে বাংলাদেশের ব্যাটিং বিপর্যয়- এই দুইয়ের মিলিত ফলে টেস্ট সহ সিরিজ হারের মুখে বাংলাদেশ। অথচ তৃতীয় দিনের শুরুটা ভালোই করেছিল বাংলাদেশ। প্রথম এক ঘণ্টায় তারা ফেলে দেয় শ্রীলঙ্কার ৩ উইকেট। পাথুম নিসাঙ্কা গতকালের ১৪৬ রানের পর এদিন মাত্র ১২ রান যোগ করে ফেরেন। পরের দিকে তাইজুল ইসলামদের (১৩১/৫) প্রচেষ্টায় জল ঢালেন কামিন্দু মেন্ডিস (৩৩) ও কুশল মেন্ডিস (৮৪)। ষষ্ঠ উইকেটে তাঁরা ৪৯ রান জোড়েন। এরপর সপ্তম, অষ্টম ও নবম উইকেট জুটিতে মোট ৭৫ রান জোড়ে শ্রীলঙ্কা। যা বাংলাদেশের কাজ আরও কঠিন করে দেয়। বোলিংয়ে দুইটি উইকেট পেয়েছেন প্রভাত জয়সূর্য ও ধনঞ্জয় ডি সিলভা।

রথের দড়িতে পড়ল টান। কলকাতার দমদম বিমানবন্দরের কাছে শুক্রবার বিকেলে এক হোটেলের উদ্বোধনে হাজির হয়ে সিএবি সভাপতি স্নেহাশিস গঙ্গোপাধ্যায় ও জ্যোতির্ময়ী শিকদার রথ টানলেন। ছবি : অরিন্দম বন্দ্যোপাধ্যায়।

অ্যাফিডেভিট

আমি ARPAN SETH আমার ছেলের জন্ম শংসাপত্রে যার No - B/2024/0890702 DT 06/07/2024 আমার ছেলের নাম ভুল থাকায় গত 25/06/2025-এ প্রথম শ্রেনী J.M. তৃতীয় কোর্ট মালদায় অ্যাফিডেভিট বলে ভুল সংশোধন করে Abhrajyoti Seth থেকে Abhidipto Seth করা হল, যা উভয় এক এবং অভিন্ন ব্যক্তি।

(C/115412)

দাবায় সেরা ইশান্ত, সঞ্চারী

বালুরঘাট, ২৭ জুন : বালুরঘাট হাইস্কুলে আয়োজিত জেলা বিদ্যালয় ক্রীড়া সংসদের জেলা পর্যায়ের দাবায় অনূর্ধ্ব-১৯ ছেলেদের বিভাগে চ্যাম্পিয়ন হয় ইশান্ত সেন। একই বয়স বিভাগে মেয়েদের সেরা সঞ্চারী ঘোষ। এছাড়াও ছেলেদের বিভিন্ন বিভাগে চ্যাম্পিয়ন - অরিজিৎ সরকার (অনূর্ধ্ব-১৪) ও সৃজিত পাল (অনূর্ধ্ব-১৭)। মেয়েদের বিভাগে সেরা রিতাজা সরকার (অনূর্ধ্ব-১৪) ও রচনা সরকার (অনূর্ধ্ব-১৭)। উদ্যোক্তা সংস্থার জেলা সচিব শুভজিৎকুমার মিশ্র জানিয়েছেন, বিজয়ীরা রাজ্য স্তরে খেলার সুযোগ পাবে। জেলার ৩৩টি স্কুলের ১০৪ জন প্রতিযোগী অংশ নিয়েছিল।

বালুরঘাট হাইস্কুলে সফল দাবাড়ুদের সঙ্গে কর্মকর্তারা। ছবি : পঙ্কজ মহন্ত

উত্তরের খেলা

ম্যাচের সেরা সায়ন চক্রবর্তী। ছবি : পঙ্কজ মহন্ত

ফাইনালে ধলপাড়া

বালুরঘাট, ২৭ জুন : বালুরঘাট ক্রিকেটার্স অ্যাকাডেমির ক্রিকেট প্রিমিয়ার লিগে ফাইনালে উঠল ধলপাড়া রেড ক্রিকেট দল। শুক্রবার দ্বিতীয় কোয়ালিফায়ারে তারা ২৩ রানে অতনু একাদশকে হারিয়েছে। উত্তমাশা এলাকার মাঠে ধলপাড়া প্রথমে ১০ ওভারে ৬ উইকেটে ১৩২ রান তোলে। ম্যাচের সেরা সায়ন চক্রবর্তী ৫৯ রান করেন। পৃথ্বীশ রায় ১৬ রানে নেন ২ উইকেট। জবাবে অতনু ৯ উইকেটে ১০৯ রানে আটকে যায়। লিটন সরকার ৩৯ রান করেন। অঙ্কিত দাসের অবদান ৩৫। সায়ন ও ঈশান কিষান ৩ উইকেট পেয়েছেন।

ফাইনালে উইনার্স কোচিং সেন্টার

নিজস্ব প্রতিনিধি, শিলিগুড়ি, ২৭ জুন : উইনার্স ফুটবল কোচিং সেন্টারের আন্তঃ কোচিং সেন্টার ফুটবলে দুই বিভাগে ফাইনালে উঠল আয়োজকরা। বিনয়ভূষণ দাস, রেবতীরমন মিত্র ও পদ্মরানি বসু ট্রফি অনূর্ধ্ব-১০ ছেলে ও মেয়েদের যৌথ ফুটবলে শুক্রবার দ্বিতীয় সেমিফাইনালে উইনার্স ৩-০ গোলে পুরনিগমের ফুটবল অ্যাকাডেমিকে হারিয়েছে। এনআরআই ইনস্টিটিউট মাঠে জোড়া গোল করে ম্যাচের সেরা আদিত্য সাহা। অন্যটি আশিস বাড়ুইয়ের। অন্যদিকে সন্তোষকুমার সরকার, অনুজ ভৌমিক ও অরুণবরণ চট্টোপাধ্যায় ট্রফি অনূর্ধ্ব-১৩ ছেলেদের বিভাগে দ্বিতীয় সেমিফাইনালে উইনার্স ৭-০ গোলে বাগডোগরার জেপিএফসি-র বিরুদ্ধে জয় পায়। ম্যাচের সেরা মহম্মদ রোহন হ্যাটট্রিক সহ চার গোল করে। জোড়া গোল রাজদীপ রায়ের। অন্যটি দিলশান আহমেদের। উইনার্স ক্লাবের সভাপতি বিপ্লব খাসনবীশ জানিয়েছেন, অনূর্ধ্ব-১০ বিভাগের ফাইনাল রবিবার হবে।

বিজ্ঞাপন

ডিয়ার সাপ্তাহিক লটারির ₹১ কোটির বিজয়ী হলেন হাওড়া-এর এক বাসিন্দা

পশ্চিমবঙ্গ, হাওড়া - এর একজন বাসিন্দা ভোলানাথ ঘোষ - কে 07.04.2025 তারিখের ড্র তে ডিয়ার

সাপ্তাহিক লটারির 85C 19871 নম্বরের টিকিট এনে দেয় এক কোটি টাকার প্রথম পুরস্কার। তিনি কলকাতায় অবস্থিত নাগাল্যান্ড রাজ্য লটারির নোডাল অফিসারের কাছে পুরস্কার দাবির ফর্ম সহ তার বিজয়ী টিকিটটি জমা দিয়েছেন। বিজয়ী বললেন "আমি সর্বপ্রথম ডিয়ার লটারি এবং নাগাল্যান্ড রাজ্য লটারিকে ধন্যবাদ জানিয়ে শুরু করতে চাই। টিকিট মূল্য খুবই সাশ্রয়ী ছিল এবং এটি আমার মতো অনেক সাধারণ মানুষের জীবনে পার্থক্য সৃষ্টি করেছে। এখন আমি আমার পরিবারের সমস্ত দায়িত্ব গ্রহণ করতে এবং আমার ভবিষ্যতকে খুব সুন্দরভাবে সুরক্ষিত করতে পারবো।" ডিয়ার লটারির প্রতিটি ড্র সরাসরি দেখানো হয়।

* বিজ্ঞাপির তথ্য সরকারি ওয়েবসাইট থেকে সংগৃহীত।

চ্যাম্পিয়ন ট্রফি নিয়ে নন্দঝাড় উচ্চবিদ্যালয়। ছবি : রাহুল দেব

চ্যাম্পিয়ন নন্দঝাড় উচ্চবিদ্যালয়

রায়গঞ্জ, ২৭ জুন : উত্তর দিনাজপুর জেলা ক্রীড়া সংস্থার মহিলা ফুটবল লিগে চ্যাম্পিয়ন হল নন্দঝাড় উচ্চবিদ্যালয়। শুক্রবার তারা ১-০ গোলে ডাঙাপাড়া আদিবাসী মহিলা ফুটবল দলকে হারিয়েছে। রায়গঞ্জ স্টেডিয়ামে একমাত্র গোল করেন দিয়া বিশ্বাস। ফাইনালের সেরা ফুটবলার সুস্মিতা সিংহ। সর্বোচ্চ গোলস্কোরারের শিরোপা পেয়েছেন দিয়া। প্রতিযোগিতার সেরা ডাঙাপাড়ার প্রীতিকা বর্মন।

দ্বিতীয় স্থানে অঙ্কিত

জলপাইগুড়ি, ২৭ জুন : জেলা দাবা সংস্থার পরিচালনায় এবং সারা বাংলা দাবা সংস্থার তত্ত্বাবধানে চলছে চারদিন ব্যাপী অনূর্ধ্ব-১৫ রাজ্য দাবা প্রতিযোগিতা। দ্বিতীয় দিনের শেষে ওপেন গ্রুপে শীর্ষে দার্জিলিংয়ের রিয়ান গেলেক। দ্বিতীয় ও তৃতীয় স্থানে অঙ্কিত দাস ও আরোহণ দে। মেয়েদের শীর্ষে দক্ষা রুদ্র। দ্বিতীয় এবং তৃতীয় অদৃজা দাস ও আয়ুশ্রী সরকার।